ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

দায়ভাগ।

শ্রীজীমূতবাহনপ্রণীত

বাঙ্গালাগদ্যে অনূদিত।

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা হইতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী"

"বেদান্তসার" "গায়ত্রী" ও ষড়্‌দর্শনাদি

বিবিধশাস্ত্রপ্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(উপনিষৎ কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

কলিকাতা।

৩৯ নং, সিমলা ষ্ট্রীট্; সান্দ্রানন্দ ষ্টীম্ মেসিন প্রেসে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৫০, আষাঢ়।
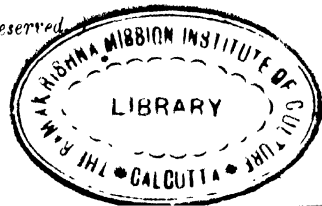
॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

দায়ভাগ।

মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মাচার্য্যগণের বচনপরম্পরা পরস্তরূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া, যে সকল পণ্ডিত দায়ভাগসম্বন্ধে নানাপ্রকার বাদবিতণ্ডা করেন, তাঁহাদের সম্যক্ প্রতীতির জন্য দায়ভাগ নিরূপণ করিব। সুধীগণ শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

অতঃপর দায়ভাগ নিরূপণ করা যাইতেছে।

এতৎসম্বন্ধে নারদ বলিয়াছেন, পুত্রেরা যে পিত্র্য ধনের বিভাগ করিয়া থাকে, তাহার নাম দায়ভাগ। এইরূপে যে ধনে উল্লিখিত বিধানে ভাগ কল্পিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে বিবাদের আস্পদ বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

এখানে, পিত্র্যশব্দে পিতা হইতে প্রাপ্ত এবং পিতার মরণানন্তরই উহাতে পুত্রগণের স্বত্ব সমুপস্থিত হয়, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে; ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুনশ্চ, প্রস্তাবিত স্থলে পিতা ও পুত্র, এই দুইটী শব্দ উপলক্ষ মাত্র; ইহা দ্বারা যাবতীয় অধিকারীকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহার কারণ এই, যাহারই ধনে সম্বন্ধ আছে, তাহারা তত্তৎসম্পর্কীয়মাত্রের যে ধন বিভাগ করে, তাহাকেও দায়ভাগ বলিয়া থাকে। অতএব, নারদও দায়ভাগকে বিবাদের আস্পদ উল্লেখ করিয়া, মাত্রাদির ধনবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ এই, নারদ যে পিত্র্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা উপলক্ষ মাত্র। তদ্দ্বারা জননী প্রভৃতিকেও বুঝিতে হইবে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে, বিবাদাস্পদশব্দ প্রয়োগ করিতেন না।

এইরূপ মনুও পিত্রাদি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, বলিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অনুরাগসম্পন্ন ধর্ম্ম এবং তাহারা আপৎকালে যেরূপে ক্ষেত্রজাদি পুত্র প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা দায়ভাগ শ্রবণ কর।

এইরূপ উপক্রমানন্তর তিনি পিত্রাদি যাবতীয় সম্বন্ধবান্ ব্যক্তির ধনবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

যাহা দেওয়া যায়, তাহার নাম দায়। ইহাই দায়শব্দের ব্যুৎপত্তি। দাধাতুপ্রয়োগ গৌণ। ইহার কারণ এই, মরিলে ও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণাদি করিলে, তত্তৎ ব্যক্তির স্বস্বধনে স্বত্বনাশ সংঘটিত ও তাহাতে তাহার পুত্রাদির স্বত্ব সমুৎপন্ন হয়। ঐরূপ স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে। একপ স্থলে তত্তৎ মৃতাদি ব্যক্তির ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করা ঘটিয়া উঠে না। ফলতঃ, বাঁচিয়া থাকিলে, লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করিতে পারে, মরিয়া গেলে, তাহা সম্ভব হয় না। এইজন্য ঐরূপ গৌণশব্দ ব্যবহার করিলেন ॥ ৪ ॥

এই কারণে, পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনিবৃত্তি হইলে, যে ধনে তাহার সম্বন্ধাধীন স্বত্ব জন্মে, তাহাতেই দায়শব্দ নিরূঢ় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারই নাম দায় বলা যায় ॥ ৫ ॥

---

(৫) এস্থলে যে পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্বনিবৃত্তি ইত্যাদি বিশেষ করিয়া বলা হইল, তাহার কারণ এই, দায়লক্ষণে যে সম্বন্ধশব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ক্রেতৃত্বাদি-জনিত সম্বন্ধ নহে, শাস্ত্রসিদ্ধ পুত্রত্বাদিসম্বন্ধই উহার প্রকৃত অর্থ। আর, পতির ধনে, দাম্পত্যজনিত সম্বন্ধকেও দায় বলে না, বুঝিতে হইবে।

একণে জিজ্ঞাস্য এই, দায়ের বিভাগ বলিলে, অবয়বের বিভাগ, বুঝিতে হইবে, না, দায়ের সহিত বিভাগ অর্থাৎ অসংযোগ বুঝাইবে? ইহার উত্তর এই, দায়ের বিভাগের অর্থ অবয়বের বিভাগ নহে। কেননা, উহাতে দায়ের বিনাশ সংঘটিত হইতে পারে। মনে কর, একটী বাটী অথবা একটী ঘটী। উহা, ভাঙ্গিয়া ভাগ করিতে গেলে, বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কাহারই তাহাতে ইষ্টাপত্তি হইবে না। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দায়ের বিভাগ বলিলে, দায়ের সহিত বিভাগ, কি না, অসংযোগ, এইরূপ অর্থও বুঝাইবে না। কেননা, অসংযোগ বলিলে, সংযুক্ত দ্রব্যেতেও, ইহা আমার নহে, আমার ভ্রাতার বিভক্ত ধন, এইপ্রকার প্রয়োগ হইতে পারে।

সম্বন্ধের কোনরূপ বিশেষ না থাকাতে, সকলেরই সমস্ত ধনে সামুদায়িক স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। ঐরূপ স্বত্বসংঘটনের পর, দ্রব্যবিশেষে তাহার ব্যবস্থাপনের নাম বিভাগ, একপও বলিতে পার না। কেননা, এক সম্বন্ধে এক জনের স্বত্ব সমুৎপাদন করিলে, তাহার সমান-বল-সম্পন্ন অপর সম্বন্ধ প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এইজন্য তাহা না হইয়া, এক এক অংশেই স্বত্ব সমুদ্ভাবিত হইয়া থাকে। পরে বিভাগ দ্বারাই তাহা প্রকাশিত হয়। মনে কর, পৈতৃক একটী গৃহ। উহাতে এক পুত্রের সামুদায়িক স্বত্ব জন্মিলে, অন্যান্য তুল্যবল পুত্রগণের স্বত্বাপত্তির ব্যাঘাত হয়। তজ্জন্য, একের সামুদায়িক স্বত্বাপত্তি কখনই সম্ভব নহে।

তবে যে, সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে সমুদায় পুত্রের সামুদায়িক স্বত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা গৌরব মাত্র। ফলতঃ, যখন যথেষ্ট ব্যবহাররূপ ফল ভোগ করা যাইতে পারে না, তখন সামুদায়িক স্বত্বের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই। ইহার ভাবার্থ এই, সমগ্র পৈতৃক ধনে সমুদায় পুত্রের সামুদায়িক স্বত্ব আছে, এইরূপ বলিলে, পিতার একতর পুত্র কখন অন্যান্য পুত্রদিগকে বঞ্চনা করিয়া, স্বয়ং সমগ্র সম্পত্তি ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। একপ অবস্থায় সামুদায়িক স্বত্ব নির্দ্দেশ করা আর না করা, উভয়ই সমান কথা, বুঝিতে হইবে॥ ৬॥

অধুনা, বিভাগের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা, ভূমি ও সুবর্ণ প্রভৃতি সম্পত্তিতে তত্তদংশে যে স্বত্ব সমুৎপন্ন হয়, অবিভক্ত অবস্থায়, ইহা অমুকের, ইহা অমুকের নহে, এইরূপে কোনরূপ অবধারণ না থাকাতে, ঐ স্বত্ব দ্বারা বিশেষরূপে ব্যবহার হওয়া সম্ভাবিত নহে। তজ্জন্য, উহার থাকা না থাকা সমানই কথা। গুটিকাপাতাদি দ্বারা উহার প্রকাশ করাকেই বিভাগ বলিয়া থাকে। অথবা, বিশেষরূপে ভজন অর্থাৎ স্বত্বজ্ঞাপনের নাম বিভাগ॥ ৭॥

যে স্থলে একমাত্র দাসী বা একমাত্র গো প্রভৃতি বস্তুতে বহু সাধারণের সম্বন্ধ বা অংশ লক্ষিত হয়, সে স্থলেও তত্তৎ কালবিশেষে পালা বা বিনিময় দ্বারা কর্ম্ম করণ ও দুগ্ধ দোহনাদি রূপ ফল দ্বারা আংশিক স্বত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই ছেদ ভেদাদি দ্বারা তত্তৎ দাসী প্রভৃতির বিভাগ করা সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য সেই দাসী অমুক সময়ে অমুকের কার্য্য করিবে, এবং অমুক, অমুক সময়ে গোর দোহন করিয়া লইবে, এইরূপেই বিভাগকল্পনা দ্বারা পরস্পরের স্বত্ব সংস্থাপিত করিতে হয়।

এতদুপলক্ষে বৃহস্পতি বলিয়াছেন, এক স্ত্রীকে অংশানুসারে গৃহে গৃহে কর্ম্ম করাইয়া লইবে। এবং যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তদনুসারেই কূপ ও বাপীর জল উত্তোলন পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে। পুনশ্চ, যুক্তি অনুসারেই তাহার বিভাগকল্পনায় প্রবৃত্ত হইবে। অন্যথা, তাহা নিরর্থক হইয়া উঠিবে।

ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধত্রয় নানা স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল, এক স্থান হইতে নহে। সুতরাং ইহা অমূলক বলিয়া আশঙ্কা করিবার বিষয় নাই॥ ৮॥

এস্থলে কথা হইতে পারে, নারদ বলিয়াছেন, পিতার পরলোকান্তে পুত্রেরা তদীয় ধন বিভাগ করিয়া লইবে। ইত্যাদি বচনানুসারে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, বিভাগের পূর্ব্বে উল্লিখিত ধনে পুত্রগণের স্বত্ব বর্ত্তিবার সম্ভাবনা নাই। পুনশ্চ, ইহা দ্বারা এইরূপও প্রতীত হয়, বিভাগ স্বত্বের কারণ নহে। তাহা হইলে, উদাসীন ব্যক্তিও গুটিকাপাতাদি দ্বারা বিভাগপূর্ব্বক অসম্বন্ধীয়ের ধন আপনার স্বত্বাস্পদীভূত করিতে পারে। এইরূপও সঙ্গত হইয়া থাকে। আবার, সম্বন্ধি-ধন-স্বত্বের প্রতিও বিভাগ কারণ হইতে পারে না। কেননা, তাহা হইলে, পুত্রেরা বলপূর্ব্বক পিতার সুস্থ শরীরে জীবিত অবস্থাতেই বিভাগ করিয়া, আপনাদের স্বত্ব প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয়॥ ৯॥

ইহার মীমাংসা স্বরূপ কথিত হইতেছে, পিত্রাদির পরলোকান্তর, এই ধন আমাদেরই, পুত্রেরা এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, যে স্থলে এক ভিন্ন দ্বিতীয় পুত্র নাই, তথায় বিভাগ ব্যতিরেকেই স্বত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইত্যাদি কারণে পিত্রাদি সম্বন্ধিগণের মৃত্যুই পুত্রাদির তত্তৎ ধনে স্বত্বাধিকার স্থাপন করে। এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইলে, পূর্ব্বোক্তরূপ অসঙ্গতি সংঘটিত হয় না।

যদি বল, উপার্জ্জকের অর্জ্জন ব্যাপারকেই অর্জ্জন বলিয়া থাকে এবং সেই অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জনকর্ত্তৃক যাহার স্বামিত্ব সংঘটিত হয়, তাহারই নাম অর্জ্জয়িতা বা উপার্জ্জক। এইরূপ বলিতে, উত্তরাধিকারস্থলে, পুত্রের জন্মকেই উপার্জ্জন বলা যাইতে পারে। এই কারণে পিতা জীবিত থাকিতে, তদীয় ধনে পুত্রের স্বত্ব প্রবর্ত্তিত হউক না কেন? তাহার মরিবার পর, বলিবার আবশ্যকতা কি? কোন কোন গ্রন্থে ইহার পোষকতাস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্থলবিশেষে জন্মই অর্জ্জনশব্দে পরিগণিত হয়; যেমন পিতার ধনে পুত্রের জন্ম দ্বারাই অর্জ্জন বর্ত্তিয়া থাকে। ইত্যাদি।

ইহার উত্তর এই, মন্বাদিবাক্যের সহিত বিরোধ সংঘটিত হওয়াতে, এইরূপ মতবাদ কোন অংশেই গ্রাহ্য হইতে পারে না॥ ১০॥

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পিতামাতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা সমবেত হইয়া, পৈতৃক সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে। তাঁহাদের জীবদ্দশায় ঐরূপ ভাগকরণে পুত্রদিগের কোনরূপ ক্ষমতা নাই; ইত্যাদি।

পিতা মাতার জীবদ্দশায় পুত্রেরা কিজন্য তাঁহাদের ধন ভাগ করিয়া লইতে পারে না, যদি কাহারও এইরূপ সন্দেহ হয়, তাহারই উত্তরস্বরূপ বলা হইল, তৎকালে তাহাদের স্বামিত্বাভাবই ঐরূপ বিভাগ করিতে না পাবার প্রতি কারণ।

স্মৃতিতে বলিয়াছেন, ভার্য্যা, পুত্র ও দাস এই তিন জন অধন। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, সেই উপার্জ্জিত ধনে ইহাদের প্রভুরই স্বামিত্ব লক্ষিত হয়। ইত্যাদি বচনের বলে ইহাই প্রতীত হয়, স্বত্ব থাকিতেও, ইহারা স্বাধীন নহে। এইরূপ যুক্তিতে, উল্লিখিত মনু-বচনেরও অভিপ্রায় এই, পুত্রগণের স্বাধীনতা নাই। তজ্জন্য, তাহারা বিভাগকরণে অসমর্থ।

এরূপ মতবাদ কখন প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কেননা, ইহার উত্তরস্বরূপ স্পষ্টই বলা যাইতে পারে, পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের স্বত্ব জন্মিয়া থাকে, কোন প্রমাণেই ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু ভার্য্যা, পুত্র ও দাস ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা তাহাদের স্বামীরই, ইত্যাদি স্থলে উপার্জ্জনশব্দের প্রয়োগ থাকাতে, তত্তৎ ভার্য্যাদির যে তত্তৎ ধনে স্বত্ব আছে, তাহা অনায়াসেই প্রমাণিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য, তাহাদের যে স্বাধীনতা নাই, বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত।

পুনশ্চ, তাহাদের স্বোপার্জ্জিত ধনে স্বত্ব নাই, এ কথা বলিলে, শ্রুতির সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়। কেননা, শ্রুতিতে যে স্বধনসাধ্য বৈদিক কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে, তাহা দেয় এক কালেই অধিকারাভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

পিতার জীবদ্দশায়, তদীয় ধনে তৎপুত্রগণের যে স্বামিত্ব নাই, দেবল তাহা স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা,—

পিতার পরলোকান্তরই পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে। কেননা, পিতা সুস্থ শরীরে জীবিত সত্ত্বে, তদীয় ধনে তাহাদের স্বামিত্ব নাই॥ ১১॥

পুনশ্চ, পিতা বিদ্যমানেও তদীয় ধনে পুত্রগণের স্বামিত্ব জন্মিলে, তাঁহার অনিচ্ছাতেও বিভাগ হইতে পারে। জন্ম দ্বারাই সত্ত্ব সাব্যস্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণ নাই। এবং কোন স্মৃতিতেও, জন্মকে অর্জ্জন বলিয়া, উল্লেখ করেন নাই। তবে যে কোন কোন গ্রন্থে জন্মকে স্বত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে; পরম্পরাসম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পিতার মৃত্যুই পুত্রের স্বত্ব সমুদ্ভাবিত করে। জন্ম-নিবন্ধনই সেই পিতাপুত্রসম্বন্ধের স্থাপনা হইয়া থাকে। এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধেই উক্তরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

শাস্ত্রে বিহিত বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, একের ক্রিয়া দ্বারা অপরের স্বত্ব বিরুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন বিষয়, বা, বস্তু কারণরূপে প্রসিদ্ধ হয় না, সে স্থলে শাস্ত্র বলেই পরম্পরাসম্বন্ধে তাহার কারণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, দান করিবার সময় দাতা চেতনোদ্দেশে যে ত্যাগ করেন, সেই ক্রিয়া দ্বারাই সম্প্রদান অর্থাৎ যাহাকে দান করা যায়, তাহার সেই প্রদত্ত দ্রব্যে স্বামিত্ব অর্থাৎ স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। বৃষোৎসর্গাদি ব্যাপারপরম্পরা ইহার নিদর্শন॥ ১২॥

স্বীকার অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করিলেই, স্বত্ব বর্ত্তে না। কেননা, তাহা হইলে, স্বীকারকর্ত্তা-কেই দাতা বলিতে হয়। ইহার যুক্তি এই, যাহা দ্বারা পরের সত্ত্বোৎপত্তিরূপ ফল জন্মে, তাহারই নাম দান। সেই ফল, সম্প্রদান অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহারই আয়ত্ত হইয়া থাকে। যেমন, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করিলেও, যজমানকে দাতা বলা যায় না। কিন্তু যিনি ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিতরূপে সেই ত্যাগের হোমনাম নিমিত্ত প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম হোতা বলিয়া, অভিহিত হয়। এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ স্বীকার করিলেই, তাহাকে দাতা বলা যাইতে পারে না। স্বীকারকর্ত্তা ও দাতা উভয়ে ভিন্ন পদার্থ।

অপিচ, শাস্ত্রে বলিয়াছেন, মনে মনে পাত্র উদ্দেশ করিয়া, ভূমিতে জল প্রক্ষেপ করিবে। সমুদ্রেরও বরং শেষ হইতে পারে, কিন্তু সে দানের কোনক্রমে শেষ হয় না।

এ স্থলে স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই দানশব্দ দৃষ্ট হইতেছে।

যদি বল গ্রহণশব্দেই স্বীকার বুঝাইয়া থাকে। ব্যাকরণে স্বশব্দের উত্তর অভূততদ্ভাবে চ্বিপ্রত্যয় করিয়া, স্বীকার, এইরূপ পদ বিনিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই, যাহা স্ব অর্থাৎ নিজের নহে, তাহাকে স্ব অর্থাৎ নিজের করিয়া থাকে; এইজন্য ইহার নাম স্বীকার। ফলতঃ, যদি কেহ কাহাকে বলে, আমি স্বীকার করিলাম, তাহা হইলে, তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে এই দ্রব্য আমার নিজের ছিল না, এক্ষণে নিজের করিয়া লইলাম।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যদি স্বীকারের এইরূপই অর্থ হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিবার পূর্ব্বে কিরূপে স্বত্ব জন্মিতে পারে?

ইহার মীমাংসা এই, দাতা যে দান করেন, তদ্দ্বারা গ্রহীতার সত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়। অনন্তর,

ইহা আমার হইল, এইপ্রকার জ্ঞান দ্বারা ঐ সত্ব, গ্রহীতার যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য করা হইয়া থাকে। ইহাই স্বীকারশব্দের অর্থ ॥ ১৩ ॥

যাজন ও অধ্যাপনের সহায়তায় যে প্রতিগ্রহ করা হয়, তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সত্ব না জন্মিলেও, তাহার অর্জ্জননামের কোন প্রকারে ব্যাঘাত হয় না। কেননা, যাজনাদি স্থলে দক্ষিণাদান হইতেই ঋত্বিগাদির সত্ব সমুৎপন্ন হয়। এইরূপ পিতার নিধনকালীন, পুত্রের জীবনই পুত্রের অর্জ্জন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পুনশ্চ, ভ্রাতৃপ্রভৃতির ধনে তাহাদের মরণ অথবা মরণকালীন জীবন, যে কোনরূপেই হউক, অপর ভ্রাতৃপ্রভৃতির সত্ব সমুৎপন্ন হয়। এই মতবাদ, স্বীকার করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও করিতে হইবে। নতুবা, জন্মই সত্বের কারণ, এইরূপ বলিলে, অপুত্রক ধনীর জীবদ্দশাতেই উত্তরাধিকারিরা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, তদীয় ধন ভাগ করিয়া লইবে। এইজন্য মনুও, পিতার মরণানন্তর, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার মরণকালীন স্বত্বজ্ঞাপনার্থ তৎকালসম্ভূত ইচ্ছাপ্রাপ্ত বিভাগের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাপ্ত কর্ম্মের বিধান সম্ভব নহে, তজ্জন্য তাহার নিয়মও সম্ভবে না। সম্ভব হইলে, মনুবচনের সহিত বিরোধ হইয়া থাকে। কেননা, তিনি বলিয়াছেন, এইরূপে একত্রে অবস্থিতি করিবে, অথবা ধর্ম্মকামনায় পৃথক্ হইবে।

পুনশ্চ, বিভাগব্যাপার দৃষ্টার্থ, উহাতে কোনরূপ অদৃষ্টজনকতা নাই। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত অন্যান্য ব্যাপারের যথাবিধি পালন করিলে, যেমন শুভাদৃষ্ট সংঘটিত ও না করিলে দুরদৃষ্ট সম্ভবিত হয়, বিভাগ করিলে, তেমন শুভাদৃষ্ট হয় না, আবার না করিলেও দুরদৃষ্ট ঘটে না। এইজন্য বিভাগের কোনরূপ নিয়মই নাই। সেইরূপ, যদি ভাগ করে, পিতার পরলোকগমনের পরই ভাগ করিবে, এইপ্রকার কালনিয়মও নাই ॥ ১৫ ॥

যদি ঐরূপ নিয়ম করা যায়, তাহা হইলে, পিতার মরণের অব্যবহিতপরবর্ত্তী কালেই বিভাগ হইতে পারে। তাহার পর আর হইতে পারিবে না। বালকের জাতকর্ম্ম-বিধান ব্যাপারে যতক্ষণ না চরুযাগ বিহিত হয়, ততক্ষণ তাহাকে স্তনপান করাইতে নাই। এই বিধির অনুসারী হইলে, স্তনপানাভাবে গলশোষ উপস্থিত হইয়া, বালকের প্রাণনাশ ঘটিতে পারে। এইজন্য জন্মিবার অব্যবহিত পর সময়ে জাতকর্ম্ম না করিয়া, অশৌচান্তে করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে বুঝিতে হইবে, বালকের প্রাণনাশসম্ভাবনা বলিয়াই, ঐরূপ বিধান করিয়াছেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বিভাগ করিতে হইলে, ঐরূপ বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আর, পিতার মরণের পর যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত কাল স্বেচ্ছানুসারেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য, আর নিয়ম করিবার আবশ্যকতা কি? এইজন্যই, পিতা জীবিত সত্ত্বেই পুত্রদিগের সত্ব বর্ত্তিলেও, বিভাগ প্রতিষেধ করিবার বাসনায় মনু ঐরূপ বিধিবাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিতে হইবে। এইরূপ মতবাদও কোন অংশেই ন্যায়সঙ্গত নহে। কেননা, তাহা হইলে, মনুবচনের স্বার্থহানি সংঘটিত হয়, অর্থাৎ যেজন্য মনু ঐরূপ বলিয়াছেন, তাহার কোন ফলই হয় না। ফলতঃ, পিতার পরলোকান্তর পুত্রেরা তদীয় ধন ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপে যে বিধিবাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার অর্থ কখনও এইরূপ হইতে পারে না যে, পিতার জীবদ্দশাতে ভাগ করিতে পারিবে না। ১৬ ॥

অতএব, পিতা মাতা জীবিত সত্বে তাঁহাদের ধনে পুত্রগণের সত্ব সম্ভব হয় না; কিন্তু তাহাদের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, সত্ব বর্ত্তিয়া থাকে, ইহাই জানাইবার জন্য মনু ঐরূপ বিধিবাদ ন্যস্ত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই, জীবদ্দশায় যে পুত্রগণের পিতৃধনে স্বামিত্ব জন্মে না, তাহা শব্দ দ্বারা অর্থাৎ জীবদ্দশায় করিতে পারিবে না, এইরূপ করিতে

পারিবে না, শব্দ দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর, পিতামাতার মরণানন্তর পুত্রগণের যে স্বামিত্ব সংঘটিত হয়, তাহা আর্থ অর্থাৎ বিভাগপদার্থ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

প্রস্তাবিত স্থলে, কেবল মরণ বুঝাইবার জন্য উপরম অর্থাৎ পরলোকশব্দ প্রযোজিত হয় নাই। ইহা দ্বারা পতিতত্ব ও প্রব্রজিতত্ব ইত্যাদিও বুঝিয়া লইতে হইবে। কেননা, মৃত্যু হইলে, যেমন সত্ত্ববিনাশ সংঘটিত হয়, পতিত ও প্রব্রজিত হইলেও, তেমন সত্ত্বের ধ্বংস হইয়া থাকে।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন. মাতার রজোনিবৃত্তি ও ভগিনীগণ বিবাহিতা হইলে, এবং পিতা পতিত অথবা গৃহস্থাশ্রমরহিত কিম্বা বিষয়বাসনাবিবর্জ্জিত হইলে, পুত্রেরা তাঁহার ধন ভাগ করিয়া লইবে।

ইহার মধ্যে বিশেষ এই, প্রায়শ্চিত্তবিমুখ হইলে, পিতার পাতিত্যই সত্ত্ববিনাশের হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিধানে প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বনাশাশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। ইহাই শাস্ত্রের মীমাংসা॥ ১৭॥

উল্লিখিত নারদবাক্যের তৃতীয় চরণে, বিনষ্টে বাপশরণে, এই পাঠের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ, নিবৃত্তে বাপি মরণাৎ এইরূপ পাঠান্তর উপন্যস্ত করেন। কিন্তু তাহা সর্ব্বথা অমূলক। কেননা উহার অর্থ এই, মরণ হইতে নিবৃত্ত, কি না জীবিত অবস্থাতেই বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত।

এ স্থলেও, পিতার উক্তরূপে বিষয়বৈরাগ্যাদি দ্বারা তদীয় ধনে পুত্রগণের সত্ত্ব বর্ত্তিয়া থাকে, এইরূপ জানাইবার জন্য, বিভাগের এই একটী স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত কাল বলিয়া, অনুবাদ করিলেন। কেননা, স্বামিত্ব বশতঃ বিভাগের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই প্রাপ্তির অনুসারেই অনুবাদ বিহিত হয়।

পুনশ্চ উল্লিখিত বচন দ্বারা ইহাও অনুবাদ করা হইল, একেরও স্বধনে স্বামিত্ব বশতঃ সেই এক জনের ইচ্ছাতেও, বিভাগপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং, বহু ভ্রাতা মিলিত হইয়া, পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে যে মিলনশব্দ দৃষ্ট হয় উহা পক্ষপ্রাপ্ত। অর্থাৎ কোথাও সকলের ইচ্ছাতে ভাগ হয়, কোথাও বা একের ইচ্ছাতে ভাগ হইয়া থাকে। এই দুই পক্ষের একতর পক্ষ আশ্রয় করিয়া, ঐরূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। মিলিত না হইলে, যদি ভাগ না হয়, তাহা হইলে, উল্লিখিত বাক্যে ঐরূপ বহু বচনের প্রয়োগ থাকাতে, কখন দুই জনের পিতৃধন ভাগ হইতে পারে না। কেননা, এমন কোন শাস্ত্র নাই, যাহাতে দুইয়ের বিভাগ প্রতিপাদিত হইয়াছে॥ ১৮॥

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, পিতার পরলোকান্তর জ্যেষ্ঠই তদীয় ধনের অধিকারী হইবেন, অন্যেরা নহেন। কেননা, মনু বলিয়াছেন,

জ্যেষ্ঠই পিতার সমুদায় ধন গ্রহণ করিবেন। অন্যান্যেরা, পিতার ন্যায়, তাহারেই আশ্রয় করিয়া, জীবনযাত্রানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবে।

ইত্যাদি মনুবাক্যে জ্যেষ্ঠকে পুন্নামনরকনিবর্ত্তক রূপে উদ্দেশ করিয়াছেন, জীবদপেক্ষ জ্যেষ্ঠ নহে। তথাহি মনু বলিয়াছেন,

জ্যেষ্ঠ জন্মিবামাত্রই লোকে পুত্রবান্ হয় এবং পিতৃঋণে মুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য জ্যেষ্ঠই পিতৃধনলাভের যোগ্য পাত্র। অধিকন্তু, জ্যেষ্ঠ দ্বারাই পিতৃঋণ শোধ এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। সেইজন্য, জ্যেষ্ঠই ধর্ম্মজ পুত্র; অন্যান্য পুত্রেরা কামজ। ঋষিগণ এই, রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই, সকলের ইচ্ছাধীনেই জ্যেষ্ঠাধিকার, ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, উক্তবিধ পূর্ব্বপক্ষ কোন অংশেই সঙ্গত নহে। তথাহি নারদ বলিয়াছেন,

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায়, অন্যান্য ভ্রাতাদিগের ইচ্ছানুসারে তাহাদের ভরণ পোষণ করিবেন। তিনি ভরণ পোষণে অশক্ত হইলে, কনিষ্ঠ যদি সমর্থ হয় তাহা হইলে, সেই সকলের কর্তৃত্ব করিবে। কেননা, সংসারের স্থিতিবিধান বা রক্ষণাবেক্ষণ একমাত্র শক্তিরই উপর নির্ভর করে। কনিষ্ঠ ক্ষমতাপন্ন হইলে, অন্যান্য ভ্রাতৃগণের ইচ্ছাধীনে তাহাদের সকলের ভরণ পোষণ করিবে।

ইত্যাদি বচনানুসারে স্পষ্টই প্রতীত হইল, জ্যেষ্ঠ হইলেই, পৈতৃক সকল ধনের অধিকারী হইবে, এমন কোন কথা নাই।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন,

এইরূপে সকলে একত্র অবস্থিতি অথবা ধর্ম্মকামনায় পৃথক্ রূপে অধিষ্ঠান করিবে। কেননা, পৃথক্ থাকিলে, ধর্ম্ম বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। সেইজন্য, পৃথক্ হওয়াই সর্ব্বথা ধর্ম্মসঙ্গত।

ইত্যাদি বাক্যে একত্র ও পৃথক্, এই দুইটী শব্দ দ্বারা ইচ্ছার বিকল্পকত্ব প্রদর্শিত হইল ॥ ১৯ ॥

এইরূপে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে, পিতৃধনবিভাগের দুইটী কাল বিহিত হইয়াছে। প্রথম, যেকালে পিতার সর্ব্বনাশ পায়, সেই একটী বিভাগের কাল। দ্বিতীয়, পিতার স্বত্ব থাকিতেও, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বিভাগ হয়, সেইটী বিভাগের অপর বা দ্বিতীয় কাল। সুতরাং, মিতাক্ষরাতে যে বলিয়াছেন, পিতার মরণের পর যে বিভাগ হয়, তাহা একটী কাল, পুনশ্চ, পিতার বিষয়বাসনাবিসর্জ্জন ও মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে পর আর একটী কাল এবং মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলেও, পিতার বিষয়ানুরক্তি সত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছানুসারে যে বিভাগ হয়, তাহা অন্যতর কাল। এইরূপে বিভাগের তিনটী কাল। ইহা কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেননা, মাতার রজোনিবৃত্তি ও পিতার বিষয়বাসনানিবৃত্তি এক সময়ে সম্ভবে না। ইহার কারণ এই, মনু বিবাহের কালনিয়মপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

ত্রিশ বৎসরের সময়ে বার বৎসরের পাত্রী এবং চব্বিশ বৎসরের সময়ে আট বৎসরের কন্যা বিবাহ করিবে। এই কালনিয়ম ভঙ্গ করিয়া, বিবাহ করিলে, ধর্ম্মতঃ অবসন্ন হইতে হয়।

এতদ্ব্যতীত, পঞ্চাশ বৎসরের পর বনগমন করিবে। এইপ্রকার আশ্রমান্তরগমনের কালনিয়ম বিহিত হইয়াছে। তৎকালে মাতার রজোনিবৃত্তি অসম্ভব। এরূপ স্থলে পিতা বিষয়বিরত হইয়া, বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলে, তদীয় পুত্রগণ ইচ্ছা করিয়া, বিভাগ করিতে পারে না। এরূপ আপত্তি যুক্তি বা ন্যায় সঙ্গত নহে। কেননা, পত্নীর সমভিব্যাহারে বন গমন করিলে, যদি পুত্র জন্মে, তাহার বৃত্তিচ্ছেদ হইয়া থাকে সুতরাং, তৎকালে বিভাগ না করাই শ্রেয়ঃকল্প।

পুনশ্চ, রজোনিবৃত্তি বিশেষরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া, কেবল বিষয়বৈরাগ্যই পিতৃধন বিভাগের কাল, এরূপ বলা যাইতে পারে না। বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলেও, পিতা যদি পতিত হয়েন, তাহা হইলে, বিভাগ হইতে পারে না। ইহাও বিভাগের আর একটী কাল, এইরূপ বলিলে, পিতার মৃত্যু, পাতিত্য, বিষয়বৈরাগ্য ও ইচ্ছা, এই চারিটী কাল হইয়া উঠে ॥ ২০ ॥

পিতা কার্য্যাক্ষম হইলে, তদীয় ধনবিভাগে পুত্রগণের ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, কেহ কেহ যে এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহা তাঁহারা উক্ত বচনের প্রকৃত অর্থ না জানিয়াই করিয়া থাকেন। তথাচ, হারীত বলিয়াছেন,

পিতা জীবিত থাকিতে, তদীয় ধনের আদান, প্রদান গচ্ছিত বিধান, ইত্যাদি কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতেই পুত্রগণের ক্ষমতা নাই। পিতা নিতান্ত বৃদ্ধ অথবা প্রবাসস্থ কিম্বা রোগে অভিভূত হইলে, জ্যেষ্ঠ তদীয় অর্থ চিন্তা করিবে।

শঙ্খ ও লিখিত ইহাঁরা উভয়েই স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন,

পিতা অশক্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র তদীয় ধনাদি ব্যবহার বিনির্ব্বাহিত করিবে। অথবা তাহার কনিষ্ঠ যদি কার্য্যজ্ঞ হয়, তদীয় অনুমতিক্রমে উক্তরূপে ব্যবহারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু পিতার যদি ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার ধনবিভাগ হইবে না। পিতা বৃদ্ধ, উন্মত্ত, অথবা অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ, পিতার ন্যায়, অন্যান্য ভ্রাতৃগণের অর্থ পালন করিবে। কেননা, পরিবারপোষণ একমাত্র ধনের উপরই নির্ভর করে। পিতার জীবদ্দশায় পুত্রগণের স্বাধীনতা জন্মে না। জননীর সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দুইটী বচন দ্বারা বলা হইয়াছে, পিতা কার্যক্ষম বা অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইলে, তদীয় ধনবিভাগ নিষিদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠ বা কার্য্যক্ষম তৎকনিষ্ঠ গৃহব্যাপার নির্ব্বাহ করিবে। অতএব, পিতার অনিচ্ছাতে বিভাগ হইতে পারে না, এইরূপ পাঠের পরিবর্ত্তে, পিতা কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে, তদীয় ধন বিভাগ হইবে না, এইরূপ পাঠ ভ্রমক্রমেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বলিতে হইবে ॥ ২১ ॥

এই কারণে পিতার পাতিত্য, স্পৃহাশূন্যত্ব ও মৃত্যু দ্বারা স্বত্ববিনাশ হয়, ইহা বিভাগের একটী কাল। আর, পিতার জীবদ্দশায় তদীয় সত্ব সত্ত্বেই তাঁহার ইচ্ছাতে যে বিভাগ হয়, তাহা আর একটী কাল। এইরূপে কালদ্বয়ই যুক্তিযুক্ত।

মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, ইত্যাদি বচন পিতামহাদির ধনবিভাগেই প্রযোজিত, বুঝিতে হইবে। রজোনিবৃত্তি হইলে, পুত্রান্তরসম্ভাবনার অভাব হইয়া থাকে। তৎকালেও, পিতার ইচ্ছাতেই পুত্রগণের বিভাগ হইবে। রজোনিবৃত্তি না হইলে, যদি পিতামহাদির ধন বিভাগ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে, অনন্তরজাত পুত্র বা পৌত্রগণের বৃত্তিচ্ছেদ হইয়া থাকে। সুতরাং, কোন অংশেই উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

তথাহি মনু বলিয়াছেন,

যাহারা জন্মিয়াছে, অথবা যাহারা জন্মে নাই; কিম্বা, যাহারা গর্ভে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সকলেই বৃত্তি কামনা করিয়া থাকে। সুতরাং, বৃত্তিলোপ করা সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

যেহেতু, পিতৃধনবিভাগে কালদ্বয় বিহিত হইয়াছে, সেইহেতু, মনু ও গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ মৃতশব্দ ত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা, পিতার ঊর্দ্ধ ইত্যাদি।

তৎকালে পিতার স্বত্বলোপ হওয়াতে, তজ্জন্য ঊর্দ্ধ, এইরূপ বলিয়াছেন। ঊর্দ্ধশব্দের অর্থ, পিতৃসত্বের বিনাশের পর, বুঝিতে হইবে।

এতাবতা, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, পিতার সত্বনাশ বিভাগের একটী কাল; আর, বিভাগের পর যে পুত্র উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বচনানুসারে, বিষয়াসক্ত পিতার জীবিত অবস্থায় তাঁহার ইচ্ছাক্রমে যে বিভাগ হয়, তাহা আর একটী বিভাগের কাল।

ভগিনীগণ বিবাহিতা হইলে পর, ইত্যাদি বচনের অর্থবিভাগকাল নহে। কিন্তু ইহার অর্থ এই, তাহাদিগকে অবশ্য পাত্রসাৎ করিতে হইবে।

পুনশ্চ, দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, পিতার ধন হইতে তদীয় ঋণ পরিশোধ করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভ্রাতৃগণ তাহাই ভাগ করিয়া লইবে৷ সাবধান, পিতা যেন কোনমতেই ঋণী থাকেন না।

ইত্যাদি নারদবাক্যের অর্থও, বিভাগকাল নহে; পৈতৃক ঋণ অবশ্য শোধ করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

উল্লিখিত নারদবচন দ্বারা এই অর্থ বুঝাইতেছে, পিতৃধন বিভাগ করিতে হইলে, পুত্রেরা উত্তমর্ণের অনুমতিক্রমেই পিতার ঋণ পরস্পর ভাগ করিয়া লইবে; অথবা ঋণ শোধ

করিবে। ঋণ শোধ করিয়া, যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই বিভাগ প্রতিপাদনার্থ উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এইজন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋণাবশিষ্ট মাতৃধনের বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, কন্যারা মাতার ঋণ শোধ করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভাগ করিয়া লইবে। কন্যা না থাকিলে, পুত্রাদিরা ভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে।

ঋণাদানপ্রকরণে এবিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করা যাইবে। অথবা ভগিনীদের বিবাহ হইলে, মাতৃধন পুত্রেরা ভাগ করিয়া লইবে। বিবাহ না হইলে, তাহাদের সহিত সাধারণরূপে ভাগ করিতে হইবে। স্ত্রীধনবিভাগপ্রকরণে এবিষয় বর্ণন করা যাইবে। এইরূপে পিতৃধনবিভাগের কালদ্বয় যথাযথ বিনির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ২২ ॥

সম্প্রতি পিতামহধনবিভাগের কাল কথিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—

পিতামাতার অভাবে ভ্রাতৃগণের বিভাগ প্রদর্শন করা গেল। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, পিতামাতা জীবিতসত্ত্বেও বিভাগ প্রশস্ত হইয়া থাকে।

এই বচনে পিতৃধনবিভাগই অভিপ্রেত বা প্রতিপাদিত হয় নাই। হইলে, বিভাগের পর যে পুত্র সমুৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বচনের বৈয়র্থ্য ঘটিয়া থাকে। ইহার কারণ এই, রজোনিবৃত্তি হইলে, পুত্রোৎপত্তির অভাব সংঘটিত হয়।

আবার, উল্লিখিত বচন মাতৃধনবিষয়ক, অর্থাৎ মাতার রজোনিবৃত্তির পর পুত্রেরা তদীয় ধন ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ মীমাংসা করিয়া লওয়াও যাইতে পারে না। কেননা, তাহা হইলে, মাতারই নির্ধনত্ব সংঘটিত হয়। এইজন্যই রজোনিবৃত্তি হইলে, ইত্যাদি বচনে পিতামহের ধনবিভাগই ব্যবস্থাপিত বা অভিপ্রেত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

পুনশ্চ, ইচ্ছা না থাকিলে, কেবল রজোনিবৃত্তিই বিভাগের কারণ হইতে পারে না। ইহার যুক্তি এই, অনিচ্ছায় কখন বিভাগ হয় না। ইচ্ছা থাকিলেই, বিভাগ হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কাহার ইচ্ছায় ভাগ হইবে? ইহার সমাধান এই, পিতার স্বর্গনাশান্তে পুত্রেরা তদীয় ধন ভাগ করিয়া লইবে। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, পিতার জীবিত অবস্থায় যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও, ভাগ হইবে। ইত্যাদি গৌতমবচনানুসারে, পিতার ইচ্ছাতেই ভাগ হইবে। এইপ্রকার মীমাংসিত হইল।

এতাবতা বুঝিতে হইবে, পিতামাতার অভাবে পিতামহের ধনভাগ হইবে, ইহা বিভাগের একটী কাল। আর, মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে পিতার ইচ্ছাক্রমে ভাগ হইবে। ইহা বিভাগের দ্বিতীয় কাল।

পিতা ও মাতা, এই উভয়ের নির্দ্দেশ থাকাতে, বুঝিতে হইবে, মাতার মৃত্যু হইলেই, সহোদর ভ্রাতৃগণ পিতার ধন ভাগ করিয়া লইবে। নতুবা, মাতার মৃত্যুর পর তদীয় ধন বিভাগ করা কর্ত্তব্য, এইপ্রকার মীমাংসা জন্য বৃহস্পতি মাতার মৃত্যু প্রসঙ্গ করেন নাই।

পুনশ্চ, পিতামাতা উভয়ে বাঁচিয়া থাকিলেও, বিভাগ হইবে, এ কথা মাতার ধনে ঘটিতে পারে না। অতএব, ইহা অবশ্য অন্যধনবিষয়ক, বলিতে হইবে। এই কারণে পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু যে ধনবিভাগের হেতু হইয়া থাকে, তাদৃশ ক্ষেত্রেই উভয়ে বাঁচিয়া থাকিলেও, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, জীবিত বিভাগ যে প্রশস্ত কল্প, তাহা বলা যাইতে পারে। নতুবা, মাতার মৃত্যুর পর তদীয় ধন বিভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা বিধেয় নহে। এবিষয় পরে বিস্তারপূর্ব্বক বলা যাইবে ॥ ২৩ ॥

ইহ দ্বারা মীমাংসিত হইল, পিতামাতার মরণান্তর পিতামহাদির ধনবিভাগ হইয়া থাকে।

ইহা বিভাগের একটী কাল।' আর, মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, পিতার ইচ্ছাক্রমে যে বিভাগ হয়, তাহা দ্বিতীয় কাল। পিতার ইচ্ছা না থাকিলে, বিভাগ হইবে না।

ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, পিতামাতা জীবিতসত্ত্বে পুত্রেরা বিভাগকরণে ক্ষমতাহীন। পুনশ্চ, পিতা সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিতে, পুত্রগণের স্বামিত্ব সম্ভব নহে; পুনশ্চ, পিতা জীবদ্দশায় যদি ইচ্ছা করেন; পুনশ্চ, পিতার অনুমতি অনুসারেই তদীয় ধন বিভাগ হইবে; পুনশ্চ, পিতা জীবিত থাকিতে যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধন ভাগ হইতে পারে, ইত্যাদি বিধানে মনু, নারদ, গৌতম, বৌধায়ন, শঙ্খ ও লিখিত প্রভৃতি মুনিগণ কোনরূপে বিশেষ না করিয়া, পিতা জীবিত থাকিতে, তদীয় সমুদায় সম্পত্তিতে পুত্রগণের স্বামিত্বভাব ও পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর, ইহারা যখন পৃথক্ রূপে পিতামহধনবিভাগের কাল নির্দ্দেশ করেন নাই, তখন পৈতামহ ধনেও যে পুত্রগণের স্বামিত্ব নাই, এবং পিতার অনুমতিক্রমেই যে ঐ ধন বিভাগ হইবে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে॥ ২৪॥

এতদুপলক্ষে যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিয়াছেন, পিতামহের উপার্জ্জিত ভূমি, নিবন্ধ ও দ্রব্যে পিতা ও পুত্র উভয়ের সমান স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে, এই বচনের যথাশ্রুত অর্থ করিলে, বিরোধ ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট বিদ্যারূপ সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা সর্ব্বথা প্রকটীকৃত প্রকৃত অর্থ এই, যেস্থলে পিতা বর্ত্তমান, তৎপ্রযুক্ত পিতামহধনের ভাগ প্রাপ্তি না হইয়া, দুই ভ্রাতার মধ্যে এক জন পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক পরলোক প্রাপ্ত ও অপর ভ্রাতা জীবিত থাকে; অনন্তর পিতার পরলোক ঘটে, তাদৃশ ক্ষেত্রে পুত্রই অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ বশতঃ তদীয় ধনে অধিকারী হউক, এইরূপ আশঙ্কাতেই পিতা পুত্র উভয়ের সমান স্বামিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ, পিতামহের ধনে পিতার যেমন স্বামিত্ব আছে, সেইরূপ, তাঁহার মৃত্যুতে পুত্রগণের তাহাতে স্বামিত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। এবিষয়ে সম্বন্ধের নৈকট্য বা অনৈকট্যজনিত কোনরূপ বিশেষ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই, পিতৃব্য ও মৃতপিতৃক পুত্র উভয়েই পার্ব্বণ বিধির অনুসারে পিণ্ডদানদ্বারা সমানরূপে ধনীর উপকার করিতে পারে; এবিষয়ে কোনপ্রকার বিশেষ নাই। ইহাই উক্ত বচনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পিতা ও পিতামহের মৃত্যু হইলে, প্রপৌত্রও প্রপিতামহের ধনে পুত্র ও পৌত্রগণের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেন না, পার্ব্বণ পিণ্ডদানে সকলেরই সমান ক্ষমতা বিহিত হয়গিছে।

কিন্তু, পিতা বাঁচিয়া থাকিলে, পিতামহের ধনে পুত্রগণের স্বামিত্ব যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, সপুত্রক ও অপুত্রক ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতামহধনবিভাগস্থলে তাহাদের পুত্রদিগের পিতামহধনে স্বতন্ত্র ভাগপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া উঠে। স্বামিত্বের কোনরূপ বিশেষ না থাকাই ইহার হেতুরূপে পরিণত হয়। ইহার কিন্তু ব্যবহার নাই।

এই কারণে যথাশ্রুত অর্থ করিলে, কোন অংশেই প্রকরণসঙ্গত হয় না। তথাহি, পিতৃদ্রব্যে মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুত্রের সহিত পিতৃব্যের তুল্য স্বামিত্বই উল্লিখিত বচনের অভিপ্রেত এবং তন্নিবন্ধন সর্ব্বথা প্রকরণসিদ্ধ।

এস্থলে নিবন্ধশব্দে মাসিক বা বার্ষিক নিয়মে বৃত্তিরূপ যাহা দেওয়া যায়, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। আর দ্রব্যশব্দে দাস দাসী বুঝাইয়া থাকে॥ ২৫॥

অথবা ধারেশ্বরনামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা, ইচ্ছাক্রমে বিভাগদানে প্রবৃত্ত পিতার পুত্রগণের সহিত পিতামহধনে সমান স্বামিত্ব লক্ষিত হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে, স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যায়, পিতামহধনের কোনরূপে ন্যূনাধিক ভাগ করিতে পারেন না।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতা যদি পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হন, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ধনে তিনি ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু পৈতামহধনে পুত্রগণের সহিত তাঁহার সমান স্বামিত্ব বর্ত্তিবে; এ বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা কোনরূপ কার্য্যকরী হইবে না।

বিষ্ণুর প্রণোদিত এই বচন দ্বারা সুস্পষ্ট জানা গেল, যে, যদি পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্বেচ্ছানুসারে ন্যূনাধিক ক্রমে বিভাগ করিয়া, পুত্রদিগকে প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু পৈতামহধনে এরূপ হইবে না। যেহেতু, তাহাতে পিতা পুত্র উভয়ের তুল্য স্বামিত্ব। সেই কারণে পিতা যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন না; অর্থাৎ ন্যূনাধিক বিধানে ভাগ করিয়া দিতে সমর্থ নহেন।

অতএব, কেহ কেহ যে বলেন, পিতা ও পুত্র উভয়ে পিতামহধন সমানাংশে বিভাগ করিয়া লইবে, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য, সমান স্বামিত্ব ইত্যাদি বচন প্রযোজিত হইয়াছে, একথা যেমন হেয়, সেইরূপ, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, সমান স্বামিত্ব শব্দে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, পিতার ইচ্ছা না থাকিলেও, পুত্রেরা আপনাদের ইচ্ছায় ভাগ করিয়া লইবে, একথাও কোন অংশেই গ্রাহ্য নহে। অন্যান্য বিরুদ্ধ বচন সকলেরও এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে॥ ২৬॥

অতএব, ইহা দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধান্তিত হইল, পিতামহধনে পিতা দুই ভাগ পাইবেন এবং তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই বিভাগ হইবে। পুত্রগণের ইচ্ছা এ বিষয়ে নিয়ামিকা নহে।

আর যে, মনু ও বিষ্ণু উভয়ে বলিয়াছেন,

কেহ পৈতৃক ধন কোনরূপে হরণ করিয়া লইলে, এবং অন্যান্য অংশীরা তাহার উদ্ধার না করিলে, পিতা যদি স্বয়ং তাহার উদ্ধার করেন, তাহা হইলে, ঐ ধন তাঁহার স্বোপার্জ্জিত স্বরূপ, বুঝিতে হইবে। সুতরাং, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে, পুত্রেরা তাহার ভাগ পাইবে না।

মনু ও বিষ্ণু উভয়ের এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টই প্রদর্শিত হইতেছে, পিতা যদি পৈতামহধন স্বয়ং উদ্ধৃত করিতে না পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার অনিচ্ছাতেও পুত্রেরা তাহা ভাগ করিয়া লইতে পারে, এইরূপ অর্থ প্রতীত হইলেও, ইহার সমাধান এই, বিভাগদানে প্রবৃত্ত পিতা উক্ত স্বোপার্জ্জিত ধন, ইচ্ছা না থাকিলে, বিভাগ করিবেন না; তদ্ব্যতীত অন্য পৈতৃক ধন, ইচ্ছা না থাকিলেও, ভাগ করিয়া দিবেন। যদি বল, ইচ্ছা না থাকিলে, কিরূপে ভাগ করিবেন? কেননা, বিভাগকরণ একমাত্র ইচ্ছারই আয়ত্ত। ইহার সমাধান এই, প্রত্যবায়-ভয়মাত্রজনিত ইচ্ছা দ্বারা ভাগ করিয়া দিবেন। ইহাই নিকৃষ্ট অর্থ। কেননা, পিতা জীবিত থাকিতে, পুত্রের ইচ্ছাক্রমে ভাগ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত স্থলে, মনু ও বিষ্ণু তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

পুনশ্চ, মণিমুক্তাদি অস্থাবর পৈতামহ ধন পিতা কর্তৃক অনুদ্ধৃত হইলেও, স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যায়, তাহাতে পিতার স্বামিত্ব আছে। এই কারণে, তিনি ন্যূনাধিক বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

পিতা মণি, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি সমুদায় অস্থাবর ধনের প্রভু। কিন্তু স্থাবর কোন ধনেই পিতা বা পিতামহ কাহারই প্রভুত্ব নাই।

এই বচনে পিতামহশব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং, পিতামহের ধনবিষয়েই ঐরূপ ব্যবস্থা, বুঝিতে হইবে।

প্রস্তাবিত স্থলে মণিমুক্তাদি শব্দ গ্রহণ করিয়া, পুনরায় সর্ব্বশব্দ প্রয়োগ করাতে, ইহাই বুঝিতে হইবে, ভূমি, নিবন্ধ ও দ্বিপদ ব্যতীত যাবতীয় অস্থাবর পিতামহধনের দানাদিতে পিতার প্রভুত্ব আছে; কিন্তু স্থাবর নিবন্ধ ও দ্বিপদের দানাদিতে উহার প্রভুত্ব নাই।

পুনশ্চ, সর্ব্বশব্দের প্রয়োগ থাকাতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সর্ব্ব অর্থাৎ পোষ্য বর্গের ভরণ পোষণের উপযুক্ত স্থাবরাদির দানাদি নিষিদ্ধ। যেমন, পোষ্যদিগকে অবশ্য পোষণ করিতে হইবে। তথাহি, মনু বলিয়াছেন,

– পোষ্যবর্গের পোষণ সর্ব্বথা প্রশস্ত। উহাতে স্বর্গসাধন হইয়া থাকে। পোষণ না করিয়া, পীড়ন করিলে, নরকে যাইতে হয়। তজ্জন্য, যত্ন সহকারে ভরণ পোষণ করিবে।

পুনশ্চ, পোষ্যবর্গের ব্যাঘাত হইতে না পারে, এরূপে অল্পমাত্র স্থাবর ধনের দানাদি নিষিদ্ধ নহে। তাহা হইলে, সর্ব্ব, এইশব্দ প্রয়োগের সার্থক্য থাকে না। স্থাবরশব্দ গ্রহণ করিলে, দণ্ডাপূপন্যায়ে, নিবন্ধ ও দ্বিপদের দানাদিনিষেধ সিদ্ধ হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, যদি সমুদায় পৈতামহ স্থাবরাদি বিক্রয় না করিলে, পোষ্যপোষণ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, প্রয়োজন বশতঃ সমুদায় স্থাবর বিক্রয়াদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে রক্ষা করিবে, ইত্যাদি বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়, পোষ্যবর্গের ন্যায়, আত্মার পোষণ করাও একান্ত আবশ্যক। তৎপ্রযুক্ত, আত্মা রক্ষা করিতে হইলে, পোষ্যবর্গের পীড়ন করিয়াও, সর্ব্বস্ব বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ব্যাস বলিয়াছেন,

পরস্পরের অভিমতি বিনা বিভক্ত স্থাবর সম্পত্তি ও অবিভক্ত সাধারণ দ্রব্যের দান বিক্রয়ে এক জনের অধিকার নাই। বিভক্তই হউক, আর অবিভক্তই হউক, সমুদায় সপিণ্ড জ্ঞাতিরাই স্থাবর সম্পত্তিতে সমান অধিকারী আছে। এইজন্য, অন্যান্য সপিণ্ডের বিনা সম্মতিতে স্থাবরের দান, বিক্রয় বা বন্ধক দানাদি কিছুই করিতে পারে না।

ব্যাসের নির্দ্দিষ্ট উল্লিখিত বচনদ্বয় দ্বারা, একের দান বিক্রয় প্রভৃতিতে অধিকার নাই, এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, ইহা কখনই বলিতে পারা যায় না। স্বত্বশব্দের অর্থ যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারা। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায়, স্থাবর সম্পত্তিতে সেই স্বত্বের কোনরূপ বিশেষ নাই। অর্থাৎ সত্ব জন্মিলে, অন্যান্য বস্তুর যেমন যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারা যায়, স্থাবর সম্পত্তিতেও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

তবে, স্বামিত্ব প্রযুক্ত, দুর্বৃত্ত লোকের নিকট দান ও বিক্রয়াদি করিলে, পোষ্যবর্গের পোষণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য, অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। ইহাই জানাইবার নিমিত্ত, ব্যাসবচনে ঐরূপ নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। নতুবা, বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হইবে না।

স্থলান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে, স্থাবর ধন ও দ্বিপদ স্বোপার্জ্জিত হইলেও, সন্তানগণের বিনা অনুমতিতে তাহার দানবিক্রয় হইবে না।

ইত্যাদি নারদবচনেরও উক্তরূপে সমাধান করিতে হইবে। তথাহি, এস্থলে, কর্ত্তব্য, এই-কথাটী অবশ্য উহ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে, দানবিক্রয়ের কর্ত্তব্যতা নিষিদ্ধ হওয়াতে, যদি দানবিক্রয় করা যায়, তবে, বিধির অতিক্রম অর্থাৎ অধর্ম্মসংঘটন হয়। কিন্তু দানবিক্রয়াদি কোনরূপে অনিষ্পন্ন বা অসিদ্ধ হইবে না। শত শত বচন প্রয়োগ থাকিলেও, স্বামিত্বরূপ বস্তুর কখন অন্যথাপাদন সম্ভব নহে।

এইজন্যই নারদ বলিয়াছেন,

যদি এক জনের পরস্পর বিভিন্নজাতীয় স্ত্রীসমূহের গর্ভে বহু পুত্র জন্মে, তাহাদের ধর্ম্ম, ক্রিয়া, কর্ম্ম ও গুণ সমুদায়ই পৃথক্ হইয়া থাকে। তাহারা যদি সকল কার্য্যে সম্মত না হইয়া, স্ব স্ব ভাগ দান বা বিক্রয় করে, তবে তাহা ইচ্ছানুসারেই করিতে পারে। কেননা, স্ব স্ব ধনে তাহাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। অতএব একের অনুমতি না থাকিলেও, অন্যের দানাদি সিদ্ধ হয়, ইহা স্পষ্টই জানা গেল ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। অর্থাৎ পিতামহধনে পিতার সহিত পুত্রগণের তুল্যাংশিত্ব নাই, অর্থাৎ পৌত্রের ইচ্ছায় বিভাগ হইবে না, ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে যে যাজ্ঞবল্ক্যবচন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা, পিতামহাদিধনে পিতাপুত্রের সমান ভাগ না হওয়াতে এবং পুত্রগণের বিভাগবিষয়ে স্বাধীনতার প্রতিপত্তি না থাকাতে, পিতার ইচ্ছাধীনে ন্যূনাধিক ভাগ নিষিদ্ধ হইবে, অথবা পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের পিতৃব্যের সহিত তুল্যরূপ অধিকার সম্পন্ন হইবে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পিতার ইচ্ছাক্রমেই পিতামহধনেরও বিভাগ করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ এই, মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে বিভাগ হইবে। কিন্তু মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলেও, স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ করা যাইতে পারে। পিতৃধন অথবা পিতামহধন, সর্ব্বত্রই পিতার মরণান্তর সত্বনাশ হইবে। এবিষয়ে কোনরূপ বিশেষ নাই।

এই কারণে পৈতামহ ধনেও দুইটী বিভাগকাল কল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, যখন পিতাই ইচ্ছা করিয়া, পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দেন, তখন পিতামহের ধন হইতে স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবেন।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পিতা জীবিত অবস্থায় বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবেন।

নারদও অবিকল ঐরূপ বলিয়াছেন। উভয়ে এ বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ প্রতিপাদন করেন নাই॥২৯॥

অপিচ, এইরূপে পিতামহধন হইতে পিতা যেমন দুই অংশ গ্রহণ করিবেন, সেইরূপ, মনুও ব্যবস্থা দিয়াছেন,

জ্যেষ্ঠ বিদ্যাদিগুণবিশিষ্ট হইলে, বিংশ অংশ গ্রহণ ও সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, প্রথমে তাহা বাছিয়া লইবেন। তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের ভাগ মধ্যমের প্রাপ্য এবং কনিষ্ঠেরা চতুর্থ অর্থাৎ আশি ভাগের ভাগ গ্রহণ করিবে। এইরূপে যাহার যে প্রাপ্য, তাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, পরস্পর সমান ভাগ করিয়া লইবে।

পুনশ্চ, উদ্ধার অনুদ্ধৃত হইলে, অর্থাৎ কেবল সোদরগণ বিভাগপ্রবৃত্ত হইলে, বক্ষ্যমাণ নিয়মে অংশ কল্পনা করিবে। যথা, জ্যেষ্ঠ দুই ভাগ, মধ্যম অর্দ্ধাধিক এক ভাগ এবং অন্যান্যেরা পাদ পাদ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে।

ইত্যাদি মনুবচন দ্বারা ইহাই দর্শিত ও প্রতিপাদিত হইল যে, সহোদর ও অসহোদর ইহাদের মধ্যে বিভাগ সময়ে সমুদায় উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত বিংশ ভাগ, তাহার অর্দ্ধ ও তাহার চতুর্থ অংশ জ্যেষ্ঠাদিক্রমে প্রাপ্য, আর কেবল সহোদরগণ বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জ্যেষ্ঠাদিক্রমে দুই ভাগ, সার্দ্ধৈক ভাগ ও চতুর্থ ভাগাধিক ভাগ প্রাপ্ত হইবে।

ভগবান্ গৌতমও বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ বিংশতিভাগ প্রাপ্ত হইবেন। তদ্ব্যতীত, এক এক জোড়া ছাগ ও মহিষ প্রভৃতির মিথুন, অশ্বাদিযুক্ত রথ, গোসমেত বৃষ, এই সকলও জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য। আর যদি অনেক থাকে, তাহা হইলে, কাণা, বৃদ্ধ, বামনাকৃতি, বিকৃতলাঙ্গূল অর্থাৎ বেঁড়ে গো প্রভৃতি পশু মধ্যমের অংশে পড়িবে। এবং কনিষ্ঠ একটী মেষ, কিছু ধান্য ও লৌহ, পিতার অবস্থানাতিরিক্ত একখানি যেমন তেমন গৃহ, এবং একখানি শকট ও এক একটী পশু অংশরূপে পাইবেন। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সকলে সমান অংশ করিয়া লইবে।

এইরূপ প্রতিপাদনপূর্ব্বক, পুনরায় বলিয়াছেন, অথবা জ্যেষ্ঠ দুই অংশ পাইবেন; অন্যান্যেরা এক এক অংশ গ্রহণ করিবেন।

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠের দুই অংশ উক্ত হইল। ॥৩॥

এক্ষণে বক্তব্য এই, জ্যেষ্ঠ যে অংশদ্বয় পাইবেন, উপার্জ্জকত্ব হিসাবেই পাইবেন, জ্যেষ্ঠ বলিয়া নহে কিন্তু এরূপ বলিতে পার না। কেননা, বিংশতিতম ভাগ না পাইলে, জ্যেষ্ঠকে দুই অংশ দিবার বিধি আছে। সেই বিংশতিতম ভাগ জ্যেষ্ঠের অর্জ্জকতা দ্বারা সম্ভবিত নহে। জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধনই ঐরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। আর, মধ্যম ও কনিষ্ঠ উভয়ের উপার্জ্জকতা অংশে জ্যেষ্ঠের সহিত কোনরূপ বিশেষ নাই। তজ্জন্য, তাহাদের উভয়ের সার্দ্ধৈক ভাগ ও চতুর্থাধিক ভাগ প্রাপ্তি কোন অংশেই উপপন্ন হয় না। এবং জ্যেষ্ঠাদিশব্দপ্রয়োগেরও সার্থকতা থাকে না।

এইজন্যই ভগবান্ মনু পুত্রিকা ও ঔরসপুত্রের পিতৃধনবিভাগপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

পুত্রিকা গ্রহণ করিলে পর, যদি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, উভয়ে সমাংশ পাইবে। যেহেতু, স্ত্রীজাতির জ্যেষ্ঠত্ব নাই।

এইরূপে স্ত্রীত্ববশতঃ জ্যেষ্ঠতার অভাব হওয়াতে, সমান অংশ প্রতিপাদনপূর্ব্বক পুরুষের ভাগদ্বয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥৩১॥

কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, হোলাকাধিকরণে অর্থাৎ হোলিনামক বসন্তোৎসববিশেষ প্রতিপাদক শাস্ত্রে প্রাচ্য অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক হোলাকা অর্থাৎ হোলীর অনুষ্ঠান-সিদ্ধির জন্য হোলাকা কর্ত্তব্য, এইরূপ শ্রুতি কল্পিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রাচ্যগণই হোলাকার অনুষ্ঠান করিবে, ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, আর বিশেষ করিয়া, প্রাচ্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় না। করিলে, অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। এবং তজ্জন্য কল্পনার গৌরব সাধিত হয়। প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ, অর্জ্জক অংশদ্বয় গ্রহণ করিবে। এইরূপ শ্রুতি কল্পনা করা যাইতে পারে; তজ্জন্য আর পিত্রাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া, শ্রুতি কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই।

এরূপ মতবাদ সর্ব্বথা যুক্তিবহির্ভূত। কেননা, অবশ্য কল্পনীয় সামান্য শ্রুতি দ্বারাই অর্থাৎ হোলী করিবে, সামান্যতঃ এইরূপ বলিলে, প্রাচ্যগণকর্ত্তৃক হোলাকানুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আবার, যদি বল যাহারা প্রাচ্য নহে, তাহাদের হোলাকানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে, ইহার প্রতি-পাদনার্থ, প্রাচ্যেরা হোলী করিবে এইরূপ শ্রুতি কল্পনা করা হউক না কেন? ইহার সমাধান এই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেননা, অনুষ্ঠান না করার নাম অনাচার। সুতরাং অনাচার কোন অংশেই শ্রুতিকল্পনার হেতু হইতে পারে না। কিন্তু প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে মনু প্রভৃতির বচনে যখন জ্যেষ্ঠশব্দ প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন তাহার উপপত্তি নিমিত্ত জ্যেষ্ঠশব্দসম্পন্ন শ্রুতি অবশ্য কল্পনীয় হইয়া থাকে। অর্জ্জক, এই শব্দশালিনী শ্রুতি কোন অংশেই কল্পিত হইতে পারে না। পুনশ্চ, জ্যেষ্ঠশব্দবিশিষ্ট ও অর্জ্জকশব্দযুক্ত, এইরূপ দ্বিবিধশব্দসম্পন্ন শ্রুতির কল্পনার বিশেষ প্রমাণ নাই।

যদি বল, অন্যত্র অর্জ্জকের ভাগদ্বয়প্রাপ্তি নিমিত্ত শ্রুতির অবশ্য কল্পনীয়তা আছে। তজ্জন্য এখানেও সেই শ্রুতি মূলস্বরূপ ও জ্যেষ্ঠপদ অর্জকপদপর হউক। একথাও বলিতে পার না। কেননা, ইহার বৈপরীত্যও সম্ভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপদযুক্ত শ্রুতি কল্পনা করিলে, অর্জ্জকশব্দেরও জ্যেষ্ঠপরত্বকল্পনার সম্ভাবনা ঘটে। কেননা, ইহার বিনিগমকপ্রমাণ নাই।

অপিচ, এইরূপে লাঘবাদি দ্বারা যে কোনরূপে হউক, তিন চারি প্রভৃতি পদযুক্ত একটী শ্রুতি অনুমানপূর্ব্বক সমস্তস্মৃতিশাস্ত্রবিহিত জ্যেষ্ঠাদি শব্দের মুখ্য অর্থ ত্যাগ ও গৌণ অর্থ আশ্রয় করিয়া, অর্জ্জকরূপে ব্যাখ্যা করত, নিজের স্মৃতিশাস্ত্রনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব, যে আচার বা স্মৃতিবাক্যবলে যে শ্রুতি অবশ্য কল্পিত হইয়া থাকে, সেই শ্রুতি দ্বারাই তদ্গত আচারাংশের বা স্মৃতিবচনের উপপত্তি হইয়া থাকে। তজ্জন্য, সেস্থলে আর অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হয় না। ইহাই হোলাকাধিকরণের নিকৃষ্ট অর্থ ॥৩২॥

এইজন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের দুই ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া, উপার্জ্জকেরও অংশদ্বয় পৃথক রূপে অভিধান করিয়াছেন। যথা,

অধুনা ভ্রাতৃগণের দায়বিভাগ কথিত হইতেছে। জ্যেষ্ঠ দুই অংশ গ্রহণ করিবেন।

পুনর্বার, অনতিদূরে কহিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে যে যাহা উপার্জ্জন করিবে, সে তাহার দুই অংশ পাইবে।

ইহা দ্বারা অর্জ্জক বলিয়া, ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবে, দেখান হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববচনে যে জ্যেষ্ঠের দুই অংশ প্রাপ্য বলা হইয়াছে, তাহা নিরর্থক হইয়া থাকে। কেবল জ্যেষ্ঠ বলিয়াই দুই অংশ পাইবে, এমন কোন কথা নাই। তথাহি বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

জন্ম, বিদ্যা ও গুণ, এই সকলে জ্যেষ্ঠ হইলেই, দুই অংশ পাইবে। অন্যান্যেরা সমাংশভাগী হইবে। অতএব, জ্যেষ্ঠ তাহাদের পিতার সমান।

এই বচনানুসারে, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, উপার্জ্জক বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভাগদ্বয় পাইবেন। যদি এরূপ মীমাংসা করা যায়, তাহা হইলে জন্ম ও বিদ্যাদি কীর্ত্তন সর্ব্বথা নিরর্থক হইয়া উঠে। আর, এই ভাগদ্বয় সহোদরমাত্র ভ্রাতৃগণের বিভাগবিষয়ে বিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সোদর ও অসোদর বিভাগস্থলে জ্যেষ্ঠের বিংশতিতম ভাগ প্রাপ্য হইয়া থাকে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

দ্বিজাতিগণের সবর্ণা স্ত্রীসমূহের গর্ভে সমুদ্ভূত পুত্রগণ জ্যেষ্ঠকে উদ্ধার প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সমান ভাগ করিয়া লইবে।

এই বচনে সবর্ণা বহুস্ত্রীর গর্ভজ পুত্রগণ উদ্ধারপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লইবে, বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভাগদ্বয় যে সোদরমাত্রগোচর, তাহা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ বহুস্ত্রীর গর্ভজাত বলিলেই, সহোদর ও অসহোদরগণ বুঝাইবে। সুতরাং উল্লিখিত ভাগদ্বয় বিধান একমাত্র সহোদর ভ্রাতৃগণপক্ষেই ঘটিয়া থাকে। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে। যেহেতু, সহোদরত্বপ্রযুক্ত গৌরবাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

আর যদি দশটীর অধিক গোমহিষাদি না থাকে, তাহা হইলে, উদ্ধার বিধেয় নহে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন,

সকলেই তুল্যরূপগুণবিশিষ্ট হইলে, দশটী পর্য্যন্ত গবাদির উদ্ধার হইবে না। মানবর্দ্ধনের জন্য জ্যেষ্ঠকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবে। ॥৩৩॥

উক্ত প্রবন্ধ দ্বারা যেস্থলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই দুই অংশ পাইয়া থাকেন, সেখানে, যিনি জন্মদাতা, যাঁহার দানবিক্রয় ও পরিত্যাগে ক্ষমতা আছে, যিনি পিতামহধনসম্বন্ধের মূল স্বরূপ, সেই মহাগুরু পিতা স্বকীয় অর্জ্জনে কেনই বা ভাগদ্বয় না পাইবেন?

পুনশ্চ, বৃহস্পতির প্রযোজিত বচনে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যখন জন্ম, বিদ্যা ও গুণ এই সকলে জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিতার সমান, তজ্জন্য ভাগদ্বয় পাইবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎ পিতাও দুইভাগ প্রাপ্ত হইবেন।

পুনশ্চ বৃহস্পতি পূর্ব্বেই, জীবদ্বিভাগে পিতা স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবেন, এইরূপ বিধান পূর্ব্বক সামান্যতঃ পিতার দুই অংশ প্রাপ্য, উপদেশ করিয়াছেন।

তথাহি নারদ বলিয়াছেন,

পিত' ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার দুই অংশ রাখিয়া দিবেন। আর পতির পরলোক হইলে, জননী পুত্রগণের সমান অংশ গ্রহণ করিবেন।

এস্থলে কেহ যেন না বুঝেন, পিতা আপনার ধনবিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, দুই অংশ লইবেন। এরূপ বুঝিলে, বিষ্ণু যে বলিয়াছেন, পিতা স্বোপার্জ্জিত ধনে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাহার সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়।

পুনশ্চ, পিতামহধনে পিতা পুত্রের সমান অংশ পাইবেন, এইরূপ বলিলে, পিতা যে-পরিমাণ পাইবেন, পুত্রেরাও সেই পরিমাণ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অবশ্য বলিতে হয়। পিতা দুই ভাগ পাইবেন, এরূপ বলা অসম্ভব হয় না। নতুবা, পিতার যে পরিমাণে যে ধন, পুত্রেরও সেই পরিমাণে সেই ধন, এরূপ বলিলে, পতিপত্নীর দাম্পত্যসম্বন্ধজনিত স্বত্বের ন্যায়, স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। তজ্জন্য, ঐ ধন মধ্যগ শব্দে উল্লিখিত ও তজ্জন্য বিভাগের অযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ, ভ্রাতৃগণের পিতামহধনবিভাগস্থলে জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন জ্যেষ্ঠের ভাগদ্বয় যদি কল্পিত হয়, তাহা হইলে, পিতাপুত্রের তুল্য স্বামিত্ব বলিয়া, জ্যেষ্ঠের পুত্রও দুই ভাগ পাইবে। এরূপ হইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত চারিভাগ পাইয়া থাকেন। অন্যান্য ভ্রাতারা এক অংশ মাত্র প্রাপ্ত হয়েন।

আবার, জ্যেষ্ঠ বহুপুত্রের পিতা হইলে, জ্যেষ্ঠকে ভাগদ্বয় প্রদান করিয়া, তাহার পুত্রদিগকে পিতার সমানে অবশ্যই যদি ভাগদ্বয় প্রদান করা হয়, তাহা হইলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা যৎকিঞ্চিন্মাত্রভাগী হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু মহাজনবিরুদ্ধ।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

পিতামহের উপার্জ্জিত স্থাবর ও জঙ্গম সম্পত্তিতে পিতাপুত্রের সমান অংশ।

ইহার অর্থ এই, সমান অংশিত্ব বলাতে, ভাবে বুঝিতে হইবে, পিতা স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যায়, পিতামহধনে স্বেচ্ছানুসারে ন্যূনাধিক ভাগ দিতে পারেন না। নতুবা, সমান অংশ, এরূপ অর্থ নহে। অথবা, পিতা যদি ক্ষেত্রজাদিরূপে দুই পিতার পুত্র হন, তাহা হইলে, পিতামহধনে পুত্রের সহিত তাঁহার সমানাংশ হইবে, এইরূপও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্য তুল্যস্বামিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

অপিচ, যদি ঐ পিতা স্বপিতার পুন্নামনরকনিবর্ত্তক জ্যেষ্ঠ পুত্র হন, তাহাহইলে, ভ্রাতৃগণের পিতৃসম বলিয়া যখন ভাগদ্বয় পাইতে পারেন, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা বলিয়া পুত্রগণেরও নিকট তাঁহার দুই ভাগ প্রাপ্য হইয়া থাকে। কেননা, পিতাই পৈতামহ ধনসম্বন্ধের আদি কারণ।

পুনশ্চ, যে পিতা পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র নহেন, তাঁহার স্বকীয় পুত্রগণের সহিত সমান অংশ হইবে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কেননা, মধ্যমাদি পুত্রও সার্দ্ধেক ভাগ পাইবে, এইরূপ বিধি আছে। এবিধায়, পিতৃত্বসম্বন্ধমাত্রেই পিতা ভাগদ্বয় পাইবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে। অতএব বিশেষ না বুঝিয়া, পিতা পুত্র সমান অংশ পাইবেন, এইরূপ বলা কোনক্রমেই উচিত নহে।

আর, পিতা স্বোপার্জ্জিত দ্রব্যেরই অংশদ্বয় পাইবেন, এরূপ বলাও কখন শোভা পায় না। কেননা, স্বোপার্জ্জিত ধনবিভাগ পিতার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। ইচ্ছাভাগে দুই, তিন বা তাহার ন্যূন অধিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, বলিয়া, ভাগদ্বয়প্রাপ্তির বিধান বিফল হইয়া থাকে। অথবা তাহার বিশেষরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য, এরূপও বলিতে পারা যায় না। তাহাহইলে, বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়। যথা, বিষ্ণু বলিয়াছেন,

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে তদীয় ইচ্ছাই নিয়ামিকা হইয়া থাকে। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতাপুত্রের তুল্যস্বামিত্ব।

ইহার অর্থ এই, স্বোপার্জ্জিত ধনে অর্দ্ধ ভাগ, বা দুই ভাগ অথবা তিন ভাগ, যাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তৎসমস্তই তাঁহার শাস্ত্রসম্মত। পিতামহধনে কিন্তু এরূপ হইবে না।

তথাচ, হারীত বলিয়াছেন,

অথবা, পিতা জীবিত অবস্থায় পুত্রদিগকে যথাযথ ভাগ করিয়া দিয়া, বন আশ্রয় বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। কিম্বা স্বল্পপ্রমাণ ভাগ করিয়া দিয়া, স্বয়ং বহুপ্রমাণ লইয়া বাস করিবেন। যদি সমুদায় ভোগ করিয়া ফেলেন, পুনর্ব্বার পুত্রগণের নিকট হইতে লইবেন।

এই বাক্যে পিতা কর্তৃক স্বল্প বিভাগ ও বহুমাত্র গ্রহণ উল্লিখিত হইল ॥ ৩৬ ॥

শঙ্খ ও লিখিতও বলিয়াছেন,

পিতা যদি একপুত্র হন, তাহা হইলে, আপনার দুই ভাগ রাখিয়া দিবেন।

ইহার অর্থ এই, একের পুত্র অর্থাৎ ক্ষেত্রজাদি নহেন, ঔরস পুত্র। নতুবা, একই পুত্র যাহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া, একপুত্রপদ বিনিষ্পন্ন হয় নাই। ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস অপেক্ষা অন্যপদার্থপ্রধান বহুব্রীহি সমাসের দুর্ব্বলত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ঐরূপ ঔরসপুত্রস্বরূপ পিতা ভাগদ্বয় পাইবেন; ক্ষেত্রজ পিতা, পিতৃত্বসত্ত্বেও ভাগদ্বয় পাইবেন না। সুতরাং, পূর্ব্বে যে পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্যস্বামিত্ব বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা এই ক্ষেত্রজ পিতাতেই বর্ত্তিবে।

ক্ষেত্রজ অর্থাৎ দুই পিতা হইতে উৎপন্ন। তথাহি বৌধায়ন বলিয়াছেন,

মৃত অথবা ক্লীব কিংবা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতিক্রমে অন্য কর্তৃক তাহার স্ত্রীতে যে পুত্র প্রসূত হয়, তাহার নাম ক্ষেত্রজ। সেই পুত্রই দ্বিপিতৃক ও দ্বিগোত্র হইয়া থাকে। সুতরাং, দুই পিতারই শ্রাদ্ধে ও ধনে তাহার অধিকার লক্ষিত হয়।

তথাহি নারদ বলিয়াছেন,

ক্ষেত্রিকের অনুমতিক্রমে তদীয় পত্নীতে যাহার বীজ প্রকীর্ণ হয়, তাহা হইতে যে সন্তান জন্মে, সেই বীজী ও ক্ষেত্রিক উভয়েরই পুত্র হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

অতএব, একপুত্র আপনার দুই ভাগ রাখিয়া দিবে, এইরূপ বিধিতে, কর্ত্তার বিশেষণত্ব বশতঃ একপুত্রত্বই বিবক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য, কেহ কেহ যে উদ্দেশ্য বিশেষণ বলিয়া, অবিবক্ষিতরূপে নির্দ্দেশ করেন, তাহা পরাস্ত হইল।

পুনশ্চ, মনু, গৌতম ও দক্ষাদি ধর্ম্মাচার্য্যগণ নিরতিশয়-বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট। সুতরাং, যে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রযোজিত বাক্যসমূহের অবিবক্ষিত ব্যাখ্যা করে সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজেরই অবিবক্ষা প্রকটিত করিয়া থাকে।

অধিকন্তু, পুত্রের উপার্জ্জিত ধনেও পিতার দুই অংশ বর্ত্তিয়া থাকে। কেননা, পূর্ব্বে যে, দুই অংশ এবং দুই অংশ গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ নাই।

কাত্যায়নও সুস্পষ্ট বলিয়াছেন,

পিতা পুত্রবিত্তার্জ্জন হইতে দুই অংশ বা অর্দ্ধ অংশ হরণ করিবেন। আবার, পিতার মৃত্যুতে মাতাও পুত্রগণের তুল্যাংশভাগিনী হইবেন।

এস্থলে পুত্রবিত্তার্জ্জনশব্দে পুত্রের উপার্জ্জিত সম্পত্তি। তাহা হইতে পিতা দুই ভাগ বা অর্দ্ধ ভাগ পাইবেন। নতুবা, ইহার অর্থ এইরূপ নহে, পুত্র ও বিত্ত উভয়ের অর্জ্জন হইতে পিতা দুই ভাগ পাইবেন। এবং পুত্রের অর্জন, কি না, উৎপত্তি না হইলে সমুদায় ধনের অংশ

ভাগী হইবেন। কেননা, যে ভ্রাতার পুত্র জন্মে নাই, তিনি পিতৃধনের উপার্জ্জক হইলে, ভ্রাতৃগণের সহিত বিভাগ সময়ে দুই অংশ পাইবার অধিকারী। এরূপ অবস্থায় সমুদায় ধনের অংশভাগী হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব, বিভাগ পাইতে পারে এরূপ সম্পর্কীয় পুরুষ বিদ্যমানে অর্জ্জকের দুই অংশ; এবং ঐরূপ সম্পর্কীয় পুরুষ না থাকিলে, সমুদায় অংশ হইবে; এইপ্রকার বলিলে, পিতা পুত্রের যে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা মত্তপ্রলাপ হইয়া উঠে॥ ৩৭।

পুনশ্চ, যাহা দ্বারা স্বত্ব জন্মে, তাদৃশ ব্যাপারকে অর্জ্জন বলে। সুতরাং, অর্জ্জন, স্বত্বের সমুৎপাদক নহে, ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা; প্রাজ্ঞগণের এইরূপ মতবাদ লক্ষিত হয়। সর্ব্বস্বদানপ্রসঙ্গে, পিতার পুত্রেতে স্বত্ব নাই, এইরূপ দেখান হইয়াছে। এই কারণে সেস্থলে অর্জ্জনশব্দ গৌণ; আর, ধনের অর্জন, বলিবার সময়, তাহার মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। কেননা, এক বস্তু কখন একদা দুইরূপ হইতে পারে না।

পুনশ্চ, পুত্রের উপার্জ্জিত ধনে পুত্রের দুই অংশ এবং পিতারও ভাগদ্বয় প্রাপ্য হইবে, এ কথা কাত্যায়ন না বলিলেও, পূর্ব্বোক্ত সামান্য বচন দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, সমান ভাগ প্রতিপন্ন হওয়াতে, কাত্যায়নবচনে যে পিতার অর্দ্ধভাগ বিধান করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক হইয়া থাকে, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কেননা, এই বচন না থাকিলে, পুত্রধনে পিতার ভাগদ্বয়ের অপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে॥ ৩৯॥

পুনশ্চ, পুত্রবিত্তার্জন হইতে, ইত্যাদি বচন পিতৃধনবিষয়ক, এ কথা বলিলে, পিতার ইচ্ছাতে দুই অংশ ও অর্দ্ধাংশ গ্রহণ, এইরূপ বিধিবাদ অসিদ্ধ হইয়া উঠে। কেননা, ইচ্ছার কোনরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং, ইচ্ছানুবোধে গ্রহণ বলিলে, সার্দ্ধ বা সপাদ, অথবা চতুর্থাংশ ন্যূন ইত্যাদি ক্রমে ভাগগ্রহণও সম্ভব হইয়া উঠে। এতদ্বিষয়ে, প্রস্তাবিত স্থলে পক্ষদ্বয় মাত্র কীর্ত্তন কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? আর, পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনেও ঐরূপ পক্ষদ্বয়মাত্রের নিয়ম বন্ধন করাও সম্ভবপর নহে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত স্থলে, পুত্রার্জ্জিত ধনের দুই অংশ গ্রহণ যেমন এই বচনের অর্থ; সেই ধনের অর্দ্ধভাগিত্বও তেমন ইহার তাৎপর্য্য। নতুবা, দুই অংশের অর্দ্ধ অর্থাৎ একাংশ, তাহার গ্রহণ, এইরূপ অর্থে উক্ত বচন প্রযোজিত হয় নাই। কেননা, অর্দ্ধ আর দুই অংশ, একদেশবাচক বলিয়া, একদেশীর আকাঙ্ক্ষিত অর্থাৎ কাহার অর্দ্ধ আর কাহার দুই অংশ, কেই বা তাহা আকাঙ্ক্ষা করে? এ নিমিত্ত পুরুষের বিশেষণ ও গ্রহণক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া, সমত্ব বশতঃ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। বিত্তার্জ্জন হইতে, ইত্যাদি পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত পদের সহিত দুই অংশরূপ এক দেশের যে অন্বয় বা সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্ব্বথা নির্ব্বিবাদ। সুতরাং, অর্দ্ধপদেরও সহিত তাহার অন্বয় যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। বিত্তার্জ্জন ও অর্দ্ধপদ উভয়ের অব্যবধান প্রযুক্ত বিত্তেরই অর্দ্ধ, এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে। দুই অংশের অর্দ্ধ অর্থাৎ এক অংশ, এইরূপ প্রতীত হয় না। ঋষি অনায়াসেই একাংশ পদ প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এরূপ স্থলে, ঐরূপে বুঝাইয়া বলা কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হয় না। কেননা, উহাতে অর্থপ্রকাশকতার অভাব হয়, স্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না। সুতরাং, বিত্তেরই অর্দ্ধ, এইরূপ অর্থ যুক্তিসঙ্গত।

ইহাতে এই নিষ্কর্ষ হইল, পুত্র পিতৃদ্রব্যের উপঘাত দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, পিতা তাহার অর্দ্ধাংশভাগী। অর্জ্জক পুত্র অংশদ্বয় ও অন্যান্য পুত্রেরা এক এক অংশ পাইবে। পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না থাকিলে, পিতার দুই অংশ ও অর্জ্জকেরও দুই অংশ প্রাপ্য হইবে। অন্যান্য পুত্রেরা আদৌ অংশ পাইবে না॥ ৪০॥

অথবা, পিতা বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন হইলে অর্দ্ধাংশভাগী হইবেন। ইহার কারণ এই, বিদ্যাদিগুণবিশিষ্ট হইলে জ্যেষ্ঠ অধিক ভাগ পাইয়া থাকেন, ইহা যখন দেখিতে পাওয়া যায় তখন গুণবান্ পিতা যে অধিক পাইবেন, সে কথা বলা বাহুল্য।

পুনশ্চ, পিতা বিদ্যাদিশূন্য হইলে, কেবল জনকত্বানুবন্ধবশতঃ পুত্রার্জ্জিত ধনের দুই অংশ পাইবেন। এস্থলে এ কথা বলা আবশ্যক, পিতা গুণবান্ ও গুণশূন্য হইলে পুত্রার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবেন। বহুপুত্রস্থলেই এইরূপ ব্যবস্থা খাটিবে। কিন্তু একপুত্রস্থলে গুণবান্ পিতা পুত্রার্জ্জিত ধনের দুই অংশ ও গুণহীন হইলে, অর্দ্ধাংশভাগী হইবেন।

এক্ষণে ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইল, পিতা পৈতামহ ধন অথবা পুত্রার্জ্জিত বিত্ত হইতে স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবেন। ইহার অধিক ইচ্ছা করিলে পাইবেন না। ইহা উক্ত বচনের অর্থ।

কিন্তু স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই লইবেন। পুত্রদিগকে পিতামহধন হইতে বিংশোদ্ধার প্রদান করিয়া হউক অথবা না করিয়াই হউক, ভাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে কোন পুত্রের গুণবত্তানুসারে সম্মানের নিমিত্ত, কোন পুত্রের বহুপরিবারপ্রযুক্ত ভরণের নিমিত্ত, কোন পুত্রের অযোগ্যতাবশতঃ কৃপা করিয়া এবং কোন পুত্রের বা ভক্তি নিমিত্ত প্রসন্ন হইয়া, অধিক দান করিতে ইচ্ছা করিয়া, ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দিলে, পিতা ধর্ম্মভাগী হইয়া থাকেন

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতা ন্যূনাধিক বিভাগে যে ভাগ করিয়া দেন, তাহা ধর্ম্মসম্মত।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, পিতা যে পুত্রদিগকে সমান, ন্যূন ও অধিক ভাগ করিয়া দেন, তাহাতে পুত্রদিগকে সম্মত হইতে হইবে। না হইলে, দণ্ড পাইবে।

নারদও বলিয়াছেন, পিতাই সকলের প্রভু। অতএব তিনি যদি পুত্রদিগকে সমান, ন্যূন অথবা অধিক, যেরূপ হউক, ভাগ দিয়া, পৃথক্ করিয়া দেন, তাহাই তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত।

ইহার অর্থ এই, যদিও পিতা সর্ব্বধনের প্রভু; কিন্তু পৈতামহ ধনে তাঁহার সে প্রভুত্ব নাই। তদ্‌বিধায় পিতৃকৃত ন্যূনাধিক বিভাগ পিতৃধনবিষয়েই খাটিয়া থাকে এবং তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে, স্বোপার্জ্জিত ধনে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। পিতামহধনে পিতা পুত্র উভয়ের তুল্যস্বামিত্ব ॥৪১॥

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হইলে, ইচ্ছানুসারে ভাগ করিতে পারেন। অথবা, জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ ভাগ দিবেন। কিম্বা সকলেই তুল্যাংশ পাইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনে উদ্ধাররূপ শ্রেষ্ঠ ভাগ অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব, কিরূপে ন্যূনাধিক ভাগ হইতে পারে?

ইহার উত্তর এই, পিতার পরলোকান্তে ভ্রাতারা বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের বিংশোদ্ধাররূপ শ্রেষ্ঠ ভাগ যদি সিদ্ধ হয়, তাহাতে বচনের সার্থকতা থাকে না। সুতরাং উহার অর্থ ঐরূপ নহে।

পুনশ্চ, উদ্ধার ব্যতিরেকে, পিতৃকৃত সমাংশ বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত, ইহাই বচনের প্রকৃত অর্থ, এরূপও বলা যাইতে পারে না। কেননা, বলিলে, পিতৃকৃত ন্যূন বিভাগই ধর্ম্মসঙ্গত হইয়া থাকে। তাহা হইলে, অধিক ভাগ করিয়া দিবে, এই বাক্য নিরর্থক হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, উদ্ধার ভাগের অভিপ্রায়ে সম, ন্যূন ও অধিকশব্দ বর্ণন করিলে, ইচ্ছাক্রমে ভাগ করিয়া দিবেন, ইত্যাদি চরণের সার্থক্য থাকে না। তিন চরণেই বক্তব্য বিষয় সমাহিত হইতে পারে। আমাদের মতে, ইচ্ছাক্রমে ভাগ করিবেন, এই বিধিটী পিতার স্বোপার্জ্জিতধনবিষয়ক। আর,

শ্রেষ্ঠাংশ ও সমান অংশ পিতামহধন ব্যবস্থাপিত। এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইলে, কিছুরই অর্থহানি ঘটে না ॥ ৪২ ॥

পুনশ্চ, পিতা উপরত হইলেও, বৃহস্পতির মতে দ্বিপ্রকার বিভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। যথা, দায়াদগণের দ্বিপ্রকার বিভাগ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম, বয়োজ্যেষ্ঠানুসারিক এবং দ্বিতীয় সমান অংশ কল্পনা।

এই বচনে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর দুইপ্রকার বিভাগবিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ সমাধান করিয়া লইলে, পিতৃকৃত বিভাগের বিশেষ থাকে না।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, পিতা বৃদ্ধ হইলে, স্বয়ং পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ ভাগ প্রদান করিবেন। অথবা তাঁহার যেরূপ মত, সেইরূপ করিবেন।

এইরূপে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ বলিয়া, পুনর্ব্বার যথামতি বিধানের নির্দ্দেশ থাকাতে, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত কারণে যাদৃশ ন্যূনাধিক বিভাগে পিতার কর্ত্তব্যতামতি হয়, ইহা পৃথক রূপে নির্দ্দেশ করাতে, শ্রেষ্ঠ ভাগ ভিন্ন অন্যবিধ ন্যূনাধিক ভাগ, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥৪৩॥

নারদ পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, রোগগ্রস্ত, কুপিত, বিষয়াসক্তচিত্ত ও তজ্জন্য অযথাশাস্ত্রকারী পিতার বিভাগে প্রভুত্ব নাই।

ইত যদি বচনানুসারে রোগে ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত, কিম্বা কোন পুত্রের প্রতি ক্রোধবশতঃ, অথবা সুভগাপুত্রের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত যদি পিতা অযথা শাস্ত্র বিভাগ করেন, তাহা হইলে, তাহা কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হইবে না। আর, যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত কারণে, অর্থাৎ বহুপোষ্যের ভরণ-পোষণাদি হেতুবশতঃ ন্যূনাধিকক্রমে বিষম বিভাগ করেন, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত হইবে।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত কারণ বিনা পিতা জীবদ্বিভাগে অধিক ভাগদানাদি দ্বারা এক পুত্রের প্রতি বিশেষ করিবেন না। আর, পাতিত্যাদি কারণ ব্যতিরেকেও, হঠাৎ এক পুত্রকেও ভাগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

এই বচনে যে বিশেষশব্দের অবগতি হইতেছে, তাহা উদ্ধাররূপ বিশেষ নহে ; পিতার ইচ্ছা-কৃত বিশেষ অর্থাৎ তারতম্যভাব, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেননা, যেখানে অনেক পুত্র তাদৃশ-স্থলেই বিভাগসময়ে উদ্ধারবিভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং, এক পুত্র হইলে কিরূপে ঘটিবে। পুনশ্চ, কারণ ব্যতিরেকে বিশেষ করার নিষেধ আছে। কিন্তু কারণ থাকিলে, করিবে না, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

অপরন্তু, পিতা জীবিত থাকিতে, পুত্রেরাই যদি বিভাগ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে, পিতা বিষম বিভাগ দান করিতে পারিবেন না।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, যদি অবিভক্ত পুত্রেরা একত্র মিলিত হইয়া, পিতার নিকট ভাগ প্রার্থনায় উদ্যম করে, পিতা কোন ক্রমেই বিষম ভাগ প্রদান করিবেন না।

তবে, তিনি শাস্ত্রবিহিত উদ্ধাররূপ ধন দান করিবেন। উহাকে কখন বিষম বিভাগ বলা যায় না। আর, এই বচনে ন্যূনাধিক বিভাগেরই নিষেধ করা হইয়াছে, উদ্ধাররূপ ধনের নহে ॥ ৪৪ ॥

ইতি পিতৃকৃত বিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতৃগণের যেরূপ বিভাগ বিহিত হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতেছে। ঐরূপ ভ্রাতৃকৃত বিভাগ, জননীর জীবদ্দশাতেও পিতার মরণ হেতু ধনস্বামিত্ব ঘটিলেও, ভ্রাতৃগণের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত হয় না। পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু হইলে, সোদরগণ পৈতৃক ধন ভাগ করিবে, ইহাই জানাইবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন। নতুবা, মাতার মৃত্যুর

পর মাতৃধন বিভাগ করিবে, এইরূপ জানাইবার জন্য নহে। ইহার কারণ এই, পৈতৃক শব্দ প্রয়োগ থাকাতে, পিতৃধনমাত্রেরই বিভাগ বিহিত হইতেছে। একশেষ দ্বন্দ্বসমাস করিলে, পৈতৃক শব্দে পিতামাতা উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে, সত্য; কিন্তু এখানে প্রমাণাভাব বশতঃ সেরূপ কল্পনা হইতে পারে না।

অপিচ, জননীর ঊর্দ্ধ অর্থাৎ মৃত্যুর পর বলিলে, পুনরুক্ত দোষ হয়। কেননা, মনু, জননী সংস্থিত হইলে ইত্যাদি বচন কল্পনা দ্বারা জননীর মৃত্যুর পর তদীয় ধনবিভাগব্যবস্থা পরে কীর্ত্তন করিবেন। সুতরাং, ঊর্দ্ধশব্দে মৃত্যু বলিলে, দুইবার কীর্ত্তন করা হয়। ইহারই নাম পুনরুক্ত দোষ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতামাতার মৃত্যু হইলে, পুত্রেরা তাঁহাদের ধন ও ঋণ সমান অংশ করিয়া লইবে। ঋণ শোধ করিয়া, মাতার যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, কন্যারা তাহা পাইবে। কন্যা না থাকিলে, পুত্রদিগকে অর্শাইবে।

এই বচনের উত্তরার্দ্ধে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কন্যা থাকিলে, মাতৃধনবিভাগে পুত্রদিগের অধিকার নাই; কন্যার অসদ্ভাবেই তাহাদের অধিকার বর্ত্তিবে। সুতরাং পূর্ব্বার্দ্ধে যে পিতামাতার মৃত্যুর পর বলিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসেই বুঝায়ায়, পিতৃধনবিভাগই তাহার উদ্দেশ্য। তাহা না হইলে, পুনরুক্তদোষ হইয়া থাকে॥ ৪৫॥

যাজ্ঞবল্ক্য, পিতামাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতারা তাঁহাদের ধন বিভাগ করিয়া লইবে, এইপ্রকার কহিয়া, উভয়ের উপরমানন্তর কালই বিভাগের প্রয়োজক, এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে সাহিত্য বিবক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ পিতামাতা উভয়ের অভাবই বিভাগক্রিয়ার আবশ্যক বলা হইয়াছে।

শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন, ধনই গার্হস্থ্য আশ্রমের মূল। এইজন্য পিতামাতা জীবিত সত্ত্বে পুত্রদিগের স্বাধীনতা নাই। অর্থাৎ তাহারা বিভাগে বা ব্যয়ে অধিকারী নহে। সকলে যদি স্বেচ্ছাক্রমে ব্যয় করে, তাহা হইলে, ধনক্ষয় ও তজ্জন্য গার্হস্থ্য অবক্ষিত হয়।

ব্যাস স্পষ্টই বলিয়াছেন, পিতামাতা জীবিত সত্ত্বে ভ্রাতারা একত্র বাস করিবে। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, বিভক্ত হইবে। তাহাতে তাহাদের ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সহবাসশব্দ প্রয়োগ করিয়া, পৃথগ্‌ভাব নিষেধ করিয়াছেন। এবং পিতামাতার জীবদ্দশায় বিভাগও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে উভয়ের জীবনসাহিত্য বিবক্ষিত হয় নাই। অতএব পিতামাতার মধ্যে একজন জীবিত থাকিলে, বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত হয় না। কিন্তু উভয়ের অভাবে বিভাগ করিলেই, ধর্ম্মসংঘটন হইয়া থাকে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পিতামাতার অভাবে পুত্রগণের বিভাগ সম্প্রদর্শিত হইল। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, পিতামাতা উভয়ের জীবিত অবস্থায় বিভাগ প্রশস্ত হইয়া থাকে।

জননীর রজোনিবৃত্তি হইলে, তাঁহার জীবিত অবস্থায় বিভাগ তদীয়ধনবিষয়ক বলিয়া উপপন্ন হইতে পারে না। কেননা, তাহাতে তাঁহার নির্দ্ধনত্ব সংঘটিত হয়। এই কারণে পিতামাতা উভয়ের অভাবোক্ত বিভাগেরই প্রশস্ততা কীর্ত্তন করিয়াছেন। উভয়ের অভাবে ভ্রাতৃবিভাগ পিতৃধনবিষয়ক বলিয়াই অবধারিত হইয়া থাকে।

এইজন্যই ব্যাস মাতার জীবিত দশাতে মাতাকেই প্রধান রূপে অবলম্বন করিয়া, বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, যে সকল পুত্র বিভিন্ন জননীর গর্ভে এক পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া, জাতি ও সংখ্যায় সমান হয়, তাহাদের স্ব স্ব মাতৃভাগে প্রশস্ত হইয়া থাকে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যদি বৈমাত্রেয় বহু ভ্রাতা এক পিতা হইতে উৎপন্ন ও জাতি সংখ্যায় সমান হয়, তাহা হইলে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃভাগানুসারে ধর্ম্মতঃ বিভাগ পাইবে।

জ্ঞাতিসংখ্যার সাম্য বশতঃ পুত্রগণের বিভাগে কোনরূপ বিশেষ লক্ষিত হয় না। সুতরাং, এই বিভাগ মাতারই, পুত্রগণের নহে, এইপ্রকার উদ্দেশ করিয়া, বিভাগ করিতে হইবে। তদ্দ্বারা, অপর মাতৃধনের ন্যায়, পিতৃধনেও মাতার জীবিত অবস্থায়, পরস্পর বিভাগ করণে পুত্রগণের স্বতন্ত্রতা নাই। কিন্তু মাতার অনুমতিক্রমেই বিভাগ করিলে ধর্ম্মসঙ্গত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

অতএব, গৌতমাদিরা যে বলিয়াছেন, বিভাগে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা মাতার মৃত্যুতে, বুঝিতে হইবে তাহাতে, যদি ভ্রাতৃগণ অবিভক্ত হইয়াই থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, যোগক্ষেমশক্ত জ্যেষ্ঠই সমুদায় গ্রহণ করিবেন। অন্যান্যেরা পিতার ন্যায় তাঁহারে আশ্রয় করিয়া, জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হইবেন।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন জ্যেষ্ঠই পিতার সমস্ত ধন গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য ভ্রাতারা পিতার ন্যায় তাঁহার উপজীবী হইবে।

গৌতমও বলিয়াছেন অথবা, জ্যেষ্ঠেরই সমুদায়। তিনি পিতার ন্যায়, অন্যান্য ভ্রাতার ভরণ পোষণ করিবেন।

এখানে, অথবাশব্দ প্রয়োগ থাকায়, বুঝিতে হইবে, হয়, পৃথক বাস করিবে না হয়, এক অন্নেই থাকিবে। সহবাস সকলের ইচ্ছাধীন।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন,

সকলে যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায়, তাহাদের ভরণ করিবেন। অথবা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমর্থ হইলে, ঐরূপ করিতে পারে। কেননা, বংশের স্থিতিবিধান একমাত্র সামর্থ্য বা শক্তির উপর নির্ভর করে।

সমর্থ হইলে, কনিষ্ঠও সকলের ভরণ করিবে। ইহাতে দণ্ডাপূপন্যায়ে জ্যেষ্ঠেরও ঐরূপে পরিবারপোষণ করা সিদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একেরও ইচ্ছায় বিভাগ হইয়া থাকে।

এই কারণে কাত্যায়ন বিভাগ উপক্রম করিয়া বলিতেছেন, যাহারা অপ্রাপ্তব্যবহার অর্থাৎ নাবালক এবং যাহারা প্রবাস আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের ধন ব্যয় না করিয়া, জ্ঞাতি বা মিত্রের নিকট গচ্ছিত রাখিবে।

পুনশ্চ বলিয়াছেন, বালকের ধন, যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ রক্ষা করিবে।

ইহা পুত্রসম্বন্ধী বিভাগ; সুতরাং, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র সকলেরই পক্ষে সমান বর্ত্তিবে। নতুবা, উৎপত্তিক্রমানুসারে অধিকার হইবে না। কেননা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র, তিন জনই পার্ব্বণাধিকারে সমানেই ধনীর উদ্দেশে পিণ্ড ও তাহার ভোগ্যপিণ্ডদ্বয় দানে অধিকারী হইয়া থাকে।

এইজন্যই দেবল বলিয়াছেন, পিতা, পিতামহ, ও প্রপিতামহ ইঁহারা, বিহঙ্গ যেমন অশ্বত্থবৃক্ষ আশ্রয় করে, সেইরূপ উৎপন্ন পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন। এবং এইরূপ আশা করেন, এই পুত্র মধু, মাংস, শাক, পায়স ও পয়ঃপ্রদান পূর্ব্বক বর্ষাকালে ও মঘাতে আমাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে।

শঙ্খ, লিখিত ও যমও বলিয়াছেন, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ইঁহারা, পক্ষিগণ যেমন অশ্বত্থবৃক্ষের উপাসনা করে, সেইরূপ জাত পুত্রের নিকট প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, এই পুত্র মধু, মাংস, খড়্গ, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা বর্ষাকালে ও মঘাতে আমাদের তৃপ্তি বিধান করিবে।

এখানে প্রপিতামহপদ গ্রহণ করাতে, পুত্রশব্দে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

এতাবতা প্রতীত হইতেছে, প্রপৌত্রপর্য্যন্তের শ্রাদ্ধদান দ্বারা প্রপিতামহ পর্য্যন্তের উপকার হইয়া থাকে। তজ্জন্য প্রপৌত্রপর্য্যন্তের দায়াধিকার তুল্য। অতএব পার্ব্বণে অধিকার না থাকাতে জীবৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্র পিণ্ডদানে সমর্থ নহে। সেইজন্য তাহারা দায়াধিকার পাইবে না। তাহাদের পিতৃপ্রাপ্ত ভাগই তাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইবে।

পুনশ্চ, পিতামাতার মরণানন্তর ভ্রাতৃগণের বিভাগসময়ে জীবৎকৃত বিশেষমাত্রের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আর সকল সমান, বুঝিয়া লইবে॥ ৪৭॥

যে স্থলে একপুত্র বর্ত্তমান ও অন্য পুত্রের বহু পুত্র থাকে, সেখানে ঐ এক পুত্রের এক ভাগ প্রাপ্য। আর এক ভাগ ঐ সকল নপ্তৃগণ পাইবে। ইহার কারণ এই, পিতামহধনসম্বন্ধ স্বকীয় পিতার অধীন জন্ম হইতেই সংঘটিত হয়। সেইজন্য যে পরিমাণ ধনে পিতার স্বামিত্ব জন্মিয়া থাকে, তাহাদেরও তাবৎ প্রমাণ ধনে অধিকার হইবে।

পুনশ্চ, বলিয়াছেন বিভিন্ন পিতা হইতে সমুদ্ভূত পৌত্রগণ পিতৃধনে স্ব স্ব পিত্রনুসারী ভাগ পাইবে, এই বচন এস্থলে ঘটিতে পারে না। ঘটাইলে, পিতৃব্যের পিতারই ঐ সকল ধন, এইরূপ সিদ্ধ হওয়াতে, একমাত্র পিতৃব্যই সমস্ত ধন অধিকার করিবেন। ভ্রাতৃপুত্রেরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, পিতৃতো ভাগকল্পনা, এই বচনের পিতাপুত্রবিভাগবৎ ভাগকল্পনা, এইরূপ অর্থ করিলে, পিতার ভাগদ্বয়প্রাপ্তি ও তজ্জন্য পিতৃব্যেরও দুই ভাগ লভ্য এবং তদীয় ভ্রাতৃপুত্রগণের এক এক ভাগ প্রাপ্য হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

অতএব উক্ত বচনের অর্থ এই, যেস্থলে এক ভ্রাতার অল্প ও অপর ভ্রাতার অনেক পুত্র থাকে, সেস্থলে পিত্রনুসারে ভাগকল্পনা করিবে॥ ৪৮॥

অধুনা, বিংশোদ্ধারাদিপূর্ব্বকই হউক, আর সমানই বা হউক, দুই প্রকারে ভ্রাতৃগণের সগুণ ও নির্গুণভেদে বিভাগ নিরূপণ করা যাইতেছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বেই উদ্ধারবিভাগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে সমান বিভাগসম্বন্ধে বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর সমান ধন ভাগ করিয়া লইবে।

উশনাও বলিয়াছেন, অনুলোমজাত পুত্রগণের বিভাগ প্রদর্শিত হইল। অধুনা, একজাতীয় মাতার গর্ভে সমুৎপন্ন পুত্রগণের সমান বিভাগ কীর্ত্তন করিব।

পৈঠীনসীও বলিয়াছেন, পৈতৃকধনবিভাগস্থলে সমানরূপে ভাগ করিতে হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, পুত্রেরা পিতামাতার মৃত্যুর পর পৈতৃক ধন ও ঋণ সমাংশ করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা উদ্ধারসহিত বিভাগ ও সমানরূপ ভাগ, উভয়প্রকার ভাগই নিরূপিত হইল। নতুবা, কেবল সমাংশ বিভাগই শাস্ত্রীয় বলিয়া, নিত্যবৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এরূপ কর্ত্তব্য নহে। কেননা, জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তির আতিশয্যপ্রযুক্ত অন্যান্য ভ্রাতৃগণের তাঁহাকে উদ্ধারদানের অনুমতি ও সম্মত থাকিলে, বিভাগ করা ও না করার ন্যায়, পক্ষদ্বয় সংঘটিত হয়। অতএব ইদানীন্তন সময়ে কনিষ্ঠদিগের যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ভক্তির আতিশয্য নাই, সেইরূপ উদ্ধারপ্রাপ্তির উপযুক্ত বেদবিদ্যাদিগুণবিশিষ্ট জ্যেষ্ঠও দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য সমান ভাগই হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, যে ব্যক্তি স্বয়ং ক্ষমবান্ বলিয়া, পিতৃপিতামহাদি ধন ভাগ করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহাকে কিঞ্চিৎ তণ্ডুলপ্রস্থমাত্রও প্রদান করিয়া, তদীয় পুত্রাদি পাছে কালান্তরে কোনরূপ আপত্তি করে, তাহার নিরাকরণার্থ তাহাকে পৃথক্ করিয়া দিবে।

তথ হি, মনু বলিয়াছেন, ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন ভ্রাতা স্বয়ং ক্ষমবান্ বলিয়া, যদি পিতৃপিতামহাদি ধন প্রার্থনা না করে তাহাকে উপজীবিকাস্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া, স্বকীয় অংশ হইতে নির্ব্বিভক্ত করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, যে ভ্রাতা উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া, পিতৃধনে স্পৃহাশূন্য, তাহাকে কিছু দিয়া পৃথক্ করিবে॥ ৪৯॥

পিতার পরলোকান্তে সহোদর ভ্রাতৃগণ বিভাগকরণে প্রবৃত্ত হইলে, মাতাকেও পুত্রের তুল্যাংশ প্রদান করিবে। মাতা সমান অংশ পাইবেন, ইত্যাদি বচনানুসারে মাতাশব্দে জননী বুঝিতে হইবে। সপত্নী মাতা নহে। কেননা, একমাতৃশব্দের যুগপৎ মুখ্য ও গৌণ অর্থ হইতে পারে না।

আর, মাতার যদি স্বামিপ্রভৃতি দত্ত স্ত্রীধন না থাকে, তাহা হইলে, পুত্রদের সমানে অংশ বর্ত্তিবে; স্ত্রীধন থাকিলে, অর্দ্ধাংশ প্রাপ্য হইবে।

পিতাও যদি পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, পুত্রহীন ও স্ত্রীধনবিহীন স্ত্রীদিগকে পুত্রের সমান অংশ দিবেন।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতা যদি পুত্রদিগকে সমানাংশভাগী করেন, তাহা হইলে, তিনি বা শ্বশুর যাহাদিগকে স্ত্রীধন প্রদান করেন নাই, সেই স্ত্রীদিগকে সমান অংশ দিবেন।

প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীকে যদি স্ত্রীধন দেওয়া না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অভিনব বিবাহিতা স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিবেন, তাহাকেও তাহার সমান অংশ দিবেন। আর, যদি স্ত্রীধন দিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহার অর্দ্ধেক প্রদান করিবেন।

পুত্রহীন পিতৃপত্নীগণ সমানাংশভাগী হইবেন, পুত্রবতীরা নহেন।

তথাহি, ব্যাস বলিয়াছেন, যাহাদের সন্তান জন্মে নাই, পিতার তাদৃশ পত্নীরা সমানাংশভাগিনী হইবেন। আর, পিতামহীরা সকলেই মাতার সমান পাইবেন।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, জননীরা সকলেই পুত্রভাগানুসারে ভাগ পাইবেন। অনূঢ়া দুহিতারাও তদ্রূপ-ভাগহারিণী হইবে। অর্থাৎ বিবাহযোগ্য ধন ভাগ পাইবে।

পুত্রভাগানুসারের অর্থ এই, অসবর্ণার পাণিগ্রহণস্থলে যেমন বর্ণক্রমানুসারে চারি, তিন বা দুই ভাগ পাইয়া থাকে, পত্নীদিগেরও সেইরূপ হইবে॥ ৫০॥

অবিবাহিতা দুহিতারা পুত্রভাগানুসরণক্রমে তাহাদের ভাগের চতুর্থ অংশ পাইবে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, জননীরা পুত্রের সমানাংশ ও কুমারীরা চতুর্থাংশ পাইবে। অর্থাৎ পুত্রগণের তিন ভাগ ও কুমারীগণের এক ভাগ প্রাপ্য।

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, অবিবাহিতা কন্যাগণের চতুর্থ ভাগ প্রাপ্য, আর পুত্রেরা তিন ভাগ পাইবে। স্বল্প ধনে পুত্রগণেরই স্বামিত্ব। অর্থাৎ স্বল্পধনবিভাগস্থলে পুত্রেরা স্ব স্ব অংশ হইতে কিছু কিছু আকর্ষণ করিয়া, কুমারীদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিবে।

মনুও বলিয়াছেন, ভ্রাতারা পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব অংশ হইতে কুমারীদিগকে প্রদান করিবে। তাহারা যদি স্ব স্ব অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ প্রদান করিতে অভিলাষী না হয়, তাহা হইলে, পতিত হইবে।

এই বচনে, প্রদান করিবে ও পতিত হইবে, এইরূপ ধ্বনি থাকাতে, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, কুমারীরা আপনাদিগকে প্রকৃত অধিকারিণী বোধ করিয়া, গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেননা, কোন অধিকারী ভ্রাতাকে অপর ভ্রাতারা স্ব স্ব অংশ হইতে কিছু প্রদান করে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতারা অসংস্কৃত ভ্রাতৃগণের সংস্কার সম্পাদন করিবে। এবং স্ব স্ব অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ প্রদানপূর্ব্বক অসংস্কৃত ভগিনীগণেরও সংস্কার বিধান করিবে।

এই বচনে, ভগিনীগণের সংস্কার করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলা হইল। নতুবা উহাদের অধিকার আছে, এরূপ উক্ত হয় নাই।

এইরূপ বহুতর ধনে বিবাহোচিত ধন দান করিবে; চতুর্থাংশ দানের নিয়ম নাই, ইহাই সিদ্ধ হইল। যেস্থলে কন্যা ও পুত্রের সমান সংখ্যা, সেইখানেই উক্ত ব্যবস্থা খাটিবে। কিন্তু যেখানে পুত্রের সংখ্যা অপেক্ষা, কন্যার সংখ্যা অধিক, সেখানে খাটিতে পারিবে না। ইহার কারণ এই, কন্যারা সংখ্যায় অধিক বলিয়া, অধিক ধন পাইলে, পুত্র নির্ধন হইয়া পড়িবে। ঈদৃশ বিধিবিধান উচিত নহে। যেহেতু কন্যা অপেক্ষা পুত্রেরই প্রাধান্য ॥ ৫১ ॥

এবিষয়ের যে বাধক অর্থাৎ বিরোধী বচন ও ব্যাখ্যা উক্ত হইয়া থাকে, তাহা এই,

পৈতৃক অর্থ না থাকিলে, স্ব স্ব অংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ অবশ্য অন্যের সংস্কার সম্পন্ন করিবে।

নারদের এই বচন হইতে, কেহ কেহ মীমাংসা করেন, ভগিনীগণের সংস্কারের অবশ্য-কর্ত্তব্যতানুরোধে ভ্রাতাকে যদি নির্ধন হইতে হয়, তাহা দোষের নিমিত্ত নহে।

এই মীমাংসা কোন অংশেই সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, এই বচন দ্বারা কেবল ভ্রাতৃগণেরই সংস্কার বুঝাইয়া থাকে; ভগিনীগণের নহে। ভগিনীগণের সংস্কার বুঝাইলে, পূর্ব্বে যে, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ ভ্রাতৃগণের সংস্কার সম্পাদন করিবে, বলা হইয়াছে, তাহা অনাকর হইয়া উঠে। পুনশ্চ, ভ্রাতৃগণের সংস্কারপ্রকরণেই এই বচনটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিশেষতঃ, ইহার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পিতা যথাক্রমে যাহাদের সংস্কার বিধান করেন নাই, ভ্রাতারা পৈতৃক ধন হইতে তাহাদের সংস্কার সমাধান করিবেন।

এখানে, যেষাং তেষাং, অর্থাৎ যাহাদের তাহাদের, এইরূপ পুংলিঙ্গশব্দ নির্দ্দেশ আছে এবং তাহারই পরে, পৈতৃক অর্থ না থাকিলে, ইত্যাদি বচন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই দ্বিবিধ কারণে ভ্রাতৃসংস্কারই এই বচনের অর্থ, ভগিনী-সংস্কার নহে, বুঝিতে হইবে।

(দায়ভাগের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এই স্থলে ভগবৎকল্প জীমূতবাহনকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যথা, "পিতা মাতা না থাকিলে, ভগিনীদানে যখন ভ্রাতাদের অধিকার আছে, তদনুরোধে ভগিনীগণের সংস্কার করা ভ্রাতৃগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পক্ষান্তরে, শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাভিধানেই বলিয়াছেন, কন্যা ঋতুমতী হইলে, দাতা ও প্রতিগৃহীতা উভয়েরই নরকলাভ হয়। এতদবস্থায় বহুতর ভ্রাতার সংস্কার করিতে যাইয়া, ভ্রাতা যদি নির্দ্ধন হইয়া পড়ে, তাহা যেমন দোষাবহ হয় না, তদ্রূপ ভগিনীদিগের সংস্কার করিতে ভ্রাতা যদি নির্দ্ধন হন, তাহাতেও কোন দোষ নাই। এ বিষয় সুধীগণই বিবেচনা করিবেন।

অনেকের মতে, এইরূপ কটাক্ষবিক্ষেপে বিক্ষেপকর্ত্তারই গৌরবের হানি হইয়াছে। ইহার যুক্তি এই, মহাভাগ জীমূতবাহন তোমার আমার ন্যায়, যে সে লোক নহেন, যে, না বুঝিয়া ও না ভাবিয়া, যা তা বলিয়া ফেলিবেন। বলিতে কি, তিনি অলৌকিক বুদ্ধিবিদ্যা ও সর্ব্বলোকাতিশায়িনী বিস্ময়কারিতা লইয়া, জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং, কন্যা ঋতুমতী হইলে, যে দাতা প্রভৃতির নরক লাভ হয় এবং ভ্রাতার ন্যায়, ভগিনীরাও যে স্নেহের পাত্রী ও তজ্জন্য তাহাদের সংস্কার করিতে যাইয়া, ভ্রাতা যদি নির্দ্ধন হইয়া পড়েন, তাহা কখন দোষাবহ হয় না, এই সকল সামান্য বুদ্ধিসাধ্য ঘটনা যে তাঁহার বিশ্বতোমুখী সর্ব্বদর্শিনী ধীশক্তির অগোচর ছিল, তাহা কখনই সম্ভব হয় না। তবে যে তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন, তাহার অন্যবিধ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য, বোধ হয় এই, তিনি পূর্ব্বাপর যে ভাবে শাস্ত্রের বিচার ও মীমাংসা করিয়া আসিতেছেন, তদনুরোধে তাঁহাকে অবশ্য ঐরূপ মতবাদ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে স্পষ্টই বলিয়াছেন, ভগিনী অপেক্ষা ভ্রাতৃগণের লোকব্যবহারে প্রাধান্য আছে। তাই বলিয়া যে ভগিনীদিগকে জলে ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা কখন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

তাহা হইলে, তিনি কখনই এ কথা বলিতেন না, যে ইদানীন্তন সময়ে কনিষ্ঠগণের জ্যেষ্ঠভক্তি নাই। তজ্জন্য পরস্পর সমভাগেরই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ আর জ্যেষ্ঠকে ভক্তি করিয়া বা ভাল বাসিয়া, শাস্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ ভাগ দিতে সম্মত নহে। পাঠক! আপনিও হয় ত, জীমূতবাহনের এই শেষোক্ত মতবাদকেও ঐরূপ কটাক্ষবিক্ষেপে দূষিত করিতে উদ্যত হইবেন। ফলতঃ, দেশ, কাল, পাত্র ও শাস্ত্র বুঝিয়াই কথা বলা কর্ত্তব্য। জীমূতবাহন বোধ হয়, তদনুরোধেই ঐরূপ বলিয়াছেন) ॥ ৫২ ॥

ইতি পিতৃপিতামহাদি ধনবিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, স্ত্রীধনবিভাগার্থ, প্রথমে স্ত্রীধন কাহাকে বলে, তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে।

এতদুপলক্ষে বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতা, মাতা, পুত্র ও ভ্রাতা, ইহাদের প্রদত্ত, অধ্যগ্ন্যুপাগত, আধিবেদনিক, বন্ধুদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয়, ইহাদের নাম স্ত্রীধন।

যথাক্রমে ইহাদের ব্যাখ্যা, যথা, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বিবাহের পর স্ত্রী ভর্ত্তৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, এবং বন্ধুকুল হইতে যাহা লাভ করে, তাহার নাম অন্বাধেয়।

পুনশ্চ, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর এবং পিতা ও মাতার নিকট হইতে তাঁহাদের প্রীতিবশতঃ যাহা প্রাপ্ত হয়, ভৃগু তাহাকে অন্বাধেয় বলিয়াছেন।

এখানে বন্ধুশব্দের অর্থ মাতাপিতা, বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই, এইরূপ অর্থ হয়, মাতাপিতার সম্পর্কে সম্পর্কীয়দিগের নিকট হইতে, পিতামাতার সকাশ হইতে এবং স্বামীর সমীপ হইতে ও শ্বশুরাদির সান্নিধ্য হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অন্বাধেয়।

বিষ্ণুবচনে, বন্ধুশব্দ মাতুলাদিপর। কেননা, তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আর বিবাহসময়ে যে যৌতুক পাওয়া যায়, সন্তান সন্ততি না থাকিলে, ব্রাহ্মাদি পাঁচ বিবাহস্থলে, সেই ধনে প্রথমে স্বামির অধিকার এবং আসুরাদি তিন বিবাহস্থলে প্রথমে মাতার ও পরে তাহাতে পিতার অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে।

মনু ও কাত্যায়ন উভয়ে স্ত্রীধনসম্বন্ধে বলিয়াছেন, অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক প্রদত্ত, ভ্রাতা মাতা ও পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, এই ছয় প্রকার স্ত্রীধন কথিত হইয়াছে।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, ভর্ত্তৃদায়, ভ্রাতৃদত্ত ও মাতাপিতার নিকট প্রাপ্ত, এই ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন ॥ ৫৩ ॥

কাত্যায়ন এই স্ত্রীধনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা, বিবাহকালে স্ত্রীদিগকে অগ্নিসান্নিধ্যে যাহা দেওয়া যায়, সাধুগণ তাহাকেই অধ্যগ্নিকৃত স্ত্রীধন বলিয়াছেন। পুনশ্চ, শ্বশুরগৃহে লইয়া যাইবার সময় কন্যাকে পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহার নাম অধ্যাবাহনিক স্ত্রীধন। আর, ভর্ত্তৃদায়শব্দে ভর্ত্তার প্রদত্ত ধন।

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ভর্ত্তৃদায় না বলিয়া, ভর্ত্তৃদত্ত বলিয়াছেন। নারদও আবার ভর্ত্তৃদত্ত না বলিয়া, ভর্ত্তৃদায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যত্র ভর্ত্তৃদত্তস্থলে ভর্ত্তৃদায়প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

যথা, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পিতার পরলোকান্তর ইচ্ছানুসারে ভর্ত্তৃদায় যথেষ্ট ব্যবহার করিবে। কিন্তু পিতা বিদ্যমানে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। স্বয়ং রক্ষা করিতে না পারিলে, ভর্ত্তৃকুলস্থ কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিবে।

এস্থলে, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে, এই বাক্যের অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিবে না।

ভর্ত্তা স্ত্রীকে কিপরিমাণ ধন দিবেন, তাহার চূড়ান্ত সীমা জানাইবার জন্য ব্যাস বলিয়াছেন, স্ত্রীকে দুই সহস্র পর্য্যন্ত ধন দিবে। স্ত্রী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেষ্ট ব্যবহার করিবে।

এখানে বলা হইল, দুই সহস্র পর্য্যন্ত ধন দিবে, তাহার অধিক নহে। কে ঐ ধন দিবে, এই আকাঙ্ক্ষায়, পরার্দ্ধবচনে যে ভর্ত্তাশব্দের প্রযোগ আছে, তাহারই সহিত অন্বয় করিতে হইবে। অপ্রযোজিত দেবরাদি শব্দ কল্পনা করিবে না। অর্থাৎ এখানে যখন দেবরাদি শব্দের প্রয়োগ নাই, তখন, ভর্ত্তাই দিবেন, বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, দেয় অর্থাৎ দিবে, এই দাধাতুর মুখ্যার্থতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু মৃত পতির যাবতীয় ধনে স্ত্রীর স্বামিত্ব আছে। তৎপ্রযুক্ত অন্য দুই হাজার পর্য্যন্ত প্রদান করিবে. এইরূপ বলিলে, দানশব্দযোজনা গৌণ হইয়া উঠে; ইহা কোন অংশেই ন্যায়সঙ্গত নহে।

পুনশ্চ, স্ত্রী ভর্ত্তৃদত্ত ধন ইচ্ছানুসারে ভোগ করিতে পারে। অতএব কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, নিঃসন্তান মৃত পতির ধনে স্ত্রীর দুই সহস্র পর্য্যন্ত অধিকার; তাহার অধিক নহে। ইহাও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের নিকট আদর প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অপুত্রকধনাধিকারপ্রসঙ্গে এ বিষয় সবিস্তার বলা হইবে॥ ৫৪॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা ইহাদের প্রদত্ত, অধ্যগ্ন্যুপাগত, অধিবেদনিক, এই ছয়টি স্ত্রীধন।

তন্মধ্যে, দ্বিতীয় স্ত্রী-বিবাহে সমুদ্যত হইয়া, পতি পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীকে পারিতোষিকস্বরূপ যাহা প্রদান করেন, তাহার নাম অধিবেদনিক। অধিবেদন অর্থাৎ অধিক বিবাহ, তদুপলক্ষে দত্ত, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে অধিবেদনিক পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

দেবলও বলিয়াছেন, বৃত্তি অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদন করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাদৃশ ধন, আভরণ, শুল্ক ও লাভ অর্থাৎ সুদ, এই সকল স্ত্রীধন। স্ত্রী এই সকলের ভোগাধিকারিণী। পতি আপৎ ভিন্ন অন্য স্থলে তৎসমস্ত গ্রহণ করিতে পারেন না।

ব্যাস বলিয়াছেন, বিবাহসময়ে বরকে উদ্দেশ করিয়া, যাহা কিছু দেওয়া যায়, তৎসমস্ত ধন কন্যার, অন্যে কেহই তাহার ভাগ পাইবে না।

এখানে, উদ্দেশ অর্থাৎ, এই ধন কন্যার হইবে, এইরূপ উদ্দেশ করিয়া, বরকে যাহা দান করা যায়, তাহাই কন্যার ধন, বুঝাইবে। কন্যার হইবে, এইরূপ অভিপ্রায়ে দেওয়া না হইলে, স্ত্রীধন হইবে না। এই কারণে, এস্থলে, বিবাহকাল উপলক্ষমাত্র। সকল কালেই সকল ব্যক্তির উদ্দেশে দান করিলে, সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরই উক্ত প্রদত্ত বস্তুতে স্বত্ব জন্মিবে। কেননা, দাতার অভিসন্ধিই স্বত্বের কারণ। সুতরাং, বিবাহকাল বলিয়া, কোন কথা নাই।

এতদুপলক্ষে প্রামাণিক বচন এই, দুহিতার পতিকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা সেই দুহিতাকেই অর্শিয়া থাকে। স্বামী মৃত বা জীবিত যাহাই হউন, কোনমতেই ইহার বাধক হইতে পারিবেন না। সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তদীয় ধন তাহার কন্যাপুত্রাদিরা পাইবে।

এই বচনে, বিবাহকাল বলিয়া, কোনরূপ বিশেষনির্দ্দেশ নাই। সেই দুহিতাকেই অর্শিয়া থাকে, এইরূপ বলাতেই, কন্যার উদ্দেশেই যে ঐরূপ দান করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝাইয়া থাকে। সেইজন্য, উদ্দেশ করিয়া, এই শব্দ প্রয়োগ করেন নাই॥ ৫৫॥

এইরূপে, পূর্ব্বোক্ত বচন সকলে স্ত্রীধনের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা যখন কীর্ত্তন করা হয় নাই, তখন মনু প্রভৃতির কথিত ছয় সংখ্যাই যে একবারে ব্যবস্থাপিত, তাহা নহে। তবে, তত্তৎ বচনসমূহ যে একমাত্র স্ত্রীধনকীর্ত্তন উদ্দেশেই বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে।

স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছা ও সম্মতি ব্যতিরেকেই স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, যাহার দান, বিক্রয় ও ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম স্ত্রীধন।

কাত্যায়ন ইহাকেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রী শিল্পকার্য্য করিয়া

যে ধন উপার্জ্জন করে, অথবা অন্য কেহ প্রীতিপূর্ব্বক তাহাকে যাহা প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে স্বামীর স্বামিত্ব আছে। তদ্ব্যতীত, ধনের নাম স্ত্রীধন।

এখানে অন্যশব্দে পিতা, মাতা ও ভাতৃকুল ব্যতিরিক্ত, বুঝিতে হইবে। এবং স্বামিত্ব-শব্দে, স্বামী আপৎ ভিন্ন অন্য সময়েও উহা গ্রহণ করিতে পারেন। অতএব, স্ত্রীর ধন, এই অর্থে স্ত্রীধন নহে। কেননা স্ত্রী সর্ব্বথা পরাধীন। পূর্ব্বোক্ত ধনদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত স্ত্রীধনেই স্ত্রীর দান বিক্রয়াদির অধিকার আছে।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, ঊঢ়া হউক আর অনূঢ়াই হউক, স্ত্রী পতির বা পিতার গৃহে অবস্থিতিকালে পতির বা পিতামাতার নিকট যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সৌদায়িক। সৌদায়িক ধনে স্ত্রীর সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে। যেহেতু, তাঁহারা দয়া করিয়া, তাহারে জীবিকাস্বরূপ তাহা দান করেন। এইজন্য, সেই সৌদায়িক ধনে স্ত্রীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। উহা স্থাবর বা অস্থাবর, যাহাই হউক, স্ত্রী সেই প্রভুতাবলে, উহার ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে পারে।

সুদায়শব্দে যাহাদের সহিত ধনাধিকারসম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, তাদৃশ আত্মীয়দিগকেই বুঝায়। তাহা হইলে, সৌদায়িক শব্দের অর্থ, সুদায় হইতে প্রাপ্ত, বুঝিতে হইবে। ভর্ত্তৃদত্তমাত্র স্থাবর সৌদায়িক ধনে স্ত্রীর দান বিক্রয়ের অধিকার নাই।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, ভর্ত্তা প্রীত হইয়া স্ত্রীকে যাহা দেন, তাঁহার মৃত্যুতে স্ত্রী ইচ্ছা-নুসারে তাহা ভোগ করিতে পারে। কেবল স্থাবর ধনে এইরূপ ইচ্ছাব্যবহার চলিবে না।

এস্থলে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ধনের বিশেষ উল্লেখ থাকাতে, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্ন অন্যান্য স্থাবর ধনের দানবিক্রয়করণে স্ত্রীর অধিকার আছে। তাহা হইলে, উপরে যে বলা হইয়াছে, স্থাবর বা অস্থাবর যাহাই হউক, ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়॥ ৫৬॥

দুর্ভিক্ষাদি ঘটিলে, স্বামী যদি স্ত্রীধন ব্যতিরেকে জীবিকানির্ব্বাহে কোনক্রমেই সক্ষম না হন, তাহা হইলে, তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন, অন্য সময়ে নহে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ, ধর্ম্মকার্য্য, পীড়া, ঋণ আদায় করিবার জন্য উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক স্নান ভোজনাদির অবরোধ, এই সকল ঘটনায় স্বামী স্ত্রীধন গ্রহণ করিলে, তাহা আর স্ত্রীকে প্রদান না করিতে পারেন। কিন্তু তত্তৎ ঘটনা ভিন্ন অন্যান্য স্থলে স্ত্রীধনগ্রহণে তাঁহার ক্ষমতা নাই।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, স্বামীই হউক, পুত্রই হউক, পিতাই হউক, আর ভ্রাতাই হউক, স্ত্রীধনের আদান প্রদানে কাহারই প্রভুত্ব নাই। যদি ইহাদের মধ্যে একতর বলপূর্ব্বক স্ত্রীধন ভোগ করে, তাহা হইলে, বৃদ্ধির সহিত সেই স্ত্রীধন তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এবং রাজাও তাহাকে দণ্ড প্রদান করিবেন।

তবে, যদি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া, প্রীতিপূর্ব্বক ভোগ করে, তাহা হইলে, ভোগকর্ত্তা যখন ধনবান্ হইবে, তখন মূলমাত্র প্রদান করিবে, সুদ দিতে হইবে না।

পুনশ্চ, স্বামীর যদি দুই বিবাহ থাকে, তজ্জন্য তাহাকে ভাল না বাসেন, তাহা হইলে, প্রীতি-পূর্ব্বক প্রদত্ত স্ত্রীধনও বলপূর্ব্বক দেওয়াইতে হইবে। গ্রাস, আচ্ছাদন ও বাসগৃহ না থাকিলে, স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবে। আর, স্বামীর মৃত্যুর পর, স্বামিসাধারণ-ধনাধি-কারী দেবরাদির নিকট হইতেও, আপনার পতিযোগ্য অংশের ভাগ পাইবে।

ইহার অর্থ এই, স্বামী স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া, যদি সেই ভার্য্যাকে ত্যাগপূর্ব্বক অপর স্ত্রীর সহিত বাস ও তাহাকে অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে, রাজা গৃহীত ধন বলপূর্ব্বক দেওয়াইবেন।

আর, ভর্ত্তা যদি গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদান না করে, তাহা হইলে, স্ত্রী তাহাও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ ৫৭ ॥

ইতি স্ত্রীধনলক্ষণ সম্পূর্ণ।

অধুনা, স্ত্রীধনবিভাগ বর্ণন করা যাইতেছে। তদুপলক্ষে মনু বলিয়াছেন, জননীর মৃত্যু হইলে, সমুদায় সহোদর ও অবিবাহিতা সহোদরা ভগিনীগণ সমানে তাহার ধন ভাগ করিয়া লইবে।

এখানে তাঁহার ধনশব্দে অযৌতুক ধন বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ, এই বচনে দ্বন্দ্বসমাসের সংস্রব না থাকিলেও, তাহার সমানার্থ চকার অর্থাৎ ওশব্দ দ্বারাই ভ্রাতা ও ভগিনীর পরস্পর একযোগে বিভাগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, ভগিনী ও সহোদর অর্থাৎ দত্তকাদিব্যতিরিক্ত ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়া, ভাগ করিয়া লইবে; ইহাই উক্ত বচনের অর্থ। বৃহস্পতিও চকারশব্দ দ্বারা সমুচ্চয় অর্থাৎ সকলে মিলিয়া লইবে, বলিয়াছেন। যথা, স্ত্রীধনে তাহার পুত্রেরা অধিকার প্রাপ্ত ও কন্যাও তাহার অংশভাগিনী হইয়া থাকে। কন্যা অবিবাহিতা হইলে, তাহার সহিত পুত্রেরা মাতৃধনের সমান ভাগ পাইবে। বিবাহিতা কন্যা, পুত্র থাকিতে, মাতার অযৌতুক ধন প্রাপ্ত হয় না।

শঙ্খ ও লিখিত, ইহাঁরাও উভয়ে বলিয়াছেন, সমুদায় সোদর ও কুমারী ভগিনীগণ মাতৃধনের সমাংশভাগী হইয়া থাকে।

এইরূপে শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রথমে পুত্রশব্দের প্রয়োগ করিয়া, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত সকল অবস্থাতেই পুত্রগণের মাতৃধনে অধিকার নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। চশব্দের প্রয়োগও সর্ব্বত্রই লক্ষিত এবং উহা দ্বারা সমুচ্চয় পূর্ব্ববৎ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এই কারণে, বিতণ্ডানিপুণ ব্যক্তি যে নিম্নলিখিত দেবলবচন আশ্রয় করিয়া, বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা তাহার গলহস্তস্বরূপ জানিবে। দেবলবচন, যথা,

স্ত্রী মরিলে, তাহার পুত্র ও অনূঢ়া কন্যারা তাহার স্ত্রীধন সমানে ভাগ করিয়া লইবে। পুত্র বা কন্যা কোনরূপ সন্তান না থাকিলে, সেই ধন স্বামী, বা জননী, অথবা ভ্রাতা কিংবা পিতা প্রাপ্ত হইবেন।

এই বচনে পুত্র ও কন্যা উভয়েরই মাতৃধনে যে সমান স্বত্ব, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেবল কুমারীই সমস্ত মাতৃধন অধিকার করিবে, বলিলে, বিভাগসম্বন্ধে মন্বাদিরা যৌতুকধনবিভাগ উপলক্ষে যে বিশেষ বচন বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহার কোন অর্থই থাকে না। কেননা, তাহা হইলে, কন্যা ও পুত্র বলিয়া, অধিকারসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ প্রতিপত্তি লক্ষিত হয় না ॥ ৫৮ ॥

পুনশ্চ, যে ব্যক্তি উল্লিখিত মনুবচনের এইরূপে মীমাংসা করে যে, জননীর ধনে পুত্র ও কন্যার তুল্যবৎ অধিকারিত্ব হইলেই, সমভাগবিধান যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। নতুবা, কেবল ভগিনীদিগের, তদভাবে কেবল ভ্রাতৃবর্গের অধিকার হইলে, যদি কোনরূপ বিশেষ বচন নির্দ্দেশ না থাকে, তাহা হইলে, ধনসম্বন্ধে সমান বিভাগই সিদ্ধ হয়। এইরূপ যুক্তি দ্বারাই সমান ভাগব্যবস্থা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে, সমানশব্দপ্রয়োগের কোন অর্থই লক্ষিত হয় না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ের অধিকার, বলিলেও, উক্তরূপ যুক্তিবলে ইহাই প্রতিপাদিত হয়, যে ভ্রাতা ও ভগিনী সমান ভাগ করিয়া লইবে। এবিষয়ে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য হইবে না। সুতরাং, এরূপ স্থলে যদি সমানশব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেও, পূর্ব্ববৎ তাহার কোনরূপ অর্থই উপলব্ধ হয় না।

পুনশ্চ, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কেবল ভ্রাতৃগণের অধিকারপক্ষেও, পিতৃধনের ন্যায়,

মাতৃধনেও বিংশোদ্ধারাদিপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। তাহারই নিবারণার্থ সমানশব্দ প্রয়োগ করায়, যখন সেই নিবারণরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন কিরূপে তাহার নিরর্থকতা হইতে পারে? ইহার ভাবার্থ এই, মনু বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ পিতৃধনের শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবেন। সেইজন্য সেখানে সমানশব্দ প্রয়োগ করেন নাই। মাতৃধনে জ্যেষ্ঠের ঐরূপ শ্রেষ্ঠাংশপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। সেইজন্যই সে স্থলে সমানশব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং, সমানশব্দপ্রয়োগ কখনই নিরর্থক বলা যাইতে পারে না।

এইরূপে, তত্তৎ বচনের প্রকৃত অর্থগ্রহে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ঐরূপ মীমাংসায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রাজ্ঞ সমাজে কিঞ্চিজ্জ্ঞ বলিয়া, অবশ্য অবজ্ঞাস্পদ হইবেন ॥ ৫৯ ॥

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণেই পুত্র ও কুমারী কন্যা উভয়ে যৌতুক ভিন্ন ধনে তুল্যাধিকরে প্রাপ্য হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একতরের অভাবে, অন্যতরের ঐ ধন প্রাপ্য হইবে। উভয়ের অভাবে বিবাহিতা পুত্রবতী দুহিতা ও সম্ভাবিতপুত্রা কন্যা উভয়ের ঐ ধনে তুল্যাধিকার। কেননা, উভয়েই স্ব স্ব পুত্র দ্বারা পার্ব্বণ পিণ্ডদানে অধিকারিণী। অতএব পূর্ব্বোক্ত দুহিতার অভাবে দৌহিত্রেরই মাতামহীর ধনে অধিকার। কেননা, দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায়, পার্ব্বণ পিণ্ডদান দ্বারা পরলোকে মাতামহ ও মাতামহীর উদ্ধার করিয়া থাকে। ইহা মনু বলিয়াছেন। বন্ধ্যা ও বিধবা দুহিতা মাতার অযৌতুক ধনে অধিকারিণী নহে। কেননা, তাহারা যেমন নিজে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পার্ব্বণপিণ্ড দান করিতে পারে না, আপনার পুত্রাদি দ্বারাও তদ্রূপ পিণ্ড-দান তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এই কারণেই নারদ বলিয়াছেন, অনুরূপ সন্তান দর্শনে সমর্থ হইলে, দুহিতা পুত্রের অভাবে অধিকারিণী হইয়া থাকে। আর, পৌত্র ও দৌহিত্র উভয়ের সদ্ভাবে পৌত্রেরই অধিকার প্রসিদ্ধ। কেননা, পরিণীত দুহিতার অধিকারসম্বন্ধে পুত্র দ্বারা বাধ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং, সেই পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র সেই দুহিতার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রের অধিকারসম্বন্ধে যে বাধক হইবে, ইহা সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত। ॥ ৬০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রপৌত্র হইতে দৌহিত্র পর্যান্ত সকলের অভাব হইলে, বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যা মাতৃধনে অধিকারিণী হইবে। কেননা, তাহারা প্রজা অর্থাৎ সন্তানশব্দের বাচ্য। ইহাদের অভাবে অন্যের অধিকার হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

তবে যে কন্যামাত্রের অধিকারপ্রতিপাদনার্থ গৌতম বলিয়াছেন, অদত্তা বা দত্তা, যাহাই হউক, কন্যার স্ত্রীধনে অধিকার হইয়া থাকে;

নারদও বলিয়াছেন, মাতার ধন কন্যার প্রাপ্য, কন্যার অভাবে পুত্রের হইয়া থাকে;

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, দুহিতার অভাবে পুত্রেরা মাতৃধন পাইয়া থাকে;

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, ঋণাবশিষ্ট মাতৃধন কন্যার প্রাপ্য, কন্যার অভাবে পুত্রগামী হইয়া থাকে;

এই কয়টী বচনে, পূর্ব্বোক্ত দেবলাদিবচনের সহিত বিরোধ ঘটাতে, স্পষ্টই বুঝিতে হইবে, একমাত্র যৌতুকধনবিভাগপ্রসঙ্গেই তত্তৎ বচনের অবতারণা হইয়াছে।

এইজন্যই, ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, মাতার যৌতুক ধন কুমারীরই প্রাপ্য।

যৌতুকশব্দে পরিণয় দ্বারা যে ধন লাভ করা যায়। যুধাতুর অর্থ মিশ্রণ। তাহা হইতে যুতপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যুতশব্দের অর্থ মিশ্রতা। মিশ্রিতশব্দে স্ত্রী পুরুষের একশরীরতা। বিবাহ দ্বারাই সেই একশরীরতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, বিবাহ হইলে, স্ত্রীর অস্থির সহিত পুরুষের অস্থি, মাংসের সহিত মাংস এবং স্ত্রীর ত্বকের সহিত পুরুষের ত্বক একীভূত হইয়া যায়।

অতএব, বিবাহকালে লব্ধ ধনকে যৌতুক বলে। এই কারণেই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, মাতার পারিণায্য কন্যারা ভাগ করিয়া লইবে।

পারিণায্যশব্দে পরিণয়লব্ধ ধন অর্থাৎ যৌতুক॥ ৬১॥

মনু বলিয়াছেন, স্ত্রীর পিতৃদত্ত যে কোন ধন ব্রাহ্মণী কন্যা গ্রহণ করিবে, তাহার অভাবে পুত্রের অর্শিবে।

এস্থলে, পিতৃদত্ত, এইরূপ বিশেষ থাকাতে, ইহাই বুঝিতে হইবে, বিবাহ ভিন্ন অন্য সময়ে পিতা কন্যাকে যাহা প্রদান করিবেন, প্রথমে তাহা কুমারী কন্যামাত্রেরই প্রাপ্য হইয়া থাকে অন্যান্য অযৌতুক ধনের ন্যায়, পুত্র তাহার ভাগ পাইতে পারিবে না। ইহাই এই বচনের প্রতিপাদক। এবং ব্রাহ্মণীশব্দ-প্রয়োগের কোন অর্থই নাই। অথচ, উহার সার্থকতারক্ষার নিমিত্ত এইরূপ বলা যাইতে পারে, চতুর্ব্বর্ণ বিবাহপ্রসঙ্গে পতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য যে সকল পত্নী পরিগ্রহ করেন, তাহারা সন্তানহীন হইলে, তাহাদের পিতৃদত্ত ধন সপত্নীদুহিতা ব্রাহ্মণী কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। সেস্থলে, অপ্রজঃ-স্ত্রীধন ভর্ত্তার, এইরূপ বচন ঘটান যাইতে পারে না, ইহাই মনুবচনের অর্থ। তাহা না হইলে, সমুদায় বচনের অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়।

এ স্থলে, এ কথাও বলিতে পার না যে, নারদাদি দুহিতার অভাবে পুত্রগণের মাতৃলব্ধ যৌতুক ধনে অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা, অতিনিকটবর্ত্তী দুহিতাশব্দের সহিত অন্বয়শব্দের সম্বন্ধ আছে।

এইরূপ না বলিতে পারিবার কারণ এই, দুহিতাশব্দের অর্থ জন্যবিশেষস্বরূপ। এতাবতা জনকেরই সহিত আকাঙ্ক্ষিতা আছে। পুত্রের সহিত তাহার অন্বয় হইতে পারে না। কেননা, পুত্র ও দুহিতার ন্যায় জন্যান্তরমাত্র। এই কারণে উভয়ে পরস্পর সমান। সুতরাং, পরস্পরের অন্বয় কোন অংশেই সম্ভব হইতে পারে না।

পুনশ্চ, জন্য না বলিয়া, কেবল লক্ষণা দ্বারা দুহিতা ও পুত্র শব্দে স্ত্রী ও পুরুষ জাতিরূপ অর্থ করিয়া, উভয়ের অন্বয় করিব, এইরূপও বলিতে পার না। কেননা মাতার সহিত অন্বয় করিলে, ঐরূপ লক্ষণা না করিয়াই, মুখ্যার্থ সমাহিত হইয়া থাকে। মাতৃশব্দের সহিত দুহিতৃপদের অন্বয় করিলে, দুহিতৃপদের মুখ্যতা স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বল, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দুহিতৃশব্দ গ্রহণ না করিয়া, তৎশব্দ দ্বারাই দুহিতৃশব্দের স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সহিত অন্বয় করিব।

ইহার উত্তর এই, তৎশব্দ সর্ব্বনামঘটিত। সুতরাং, তদ্দ্বারা অন্য স্ত্রীরূপ দুহিতাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। তাহাতে দুহিতৃশব্দের সহিত তৎশব্দের অর্থগত কোনরূপ পার্থক্যই থাকে না।

পুনশ্চ, দুহিতারা, এই পদটী প্রথমান্ত ও তাহাদের হইতে, এই পদটী পঞ্চম্যন্ত। এইজন্য ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত অন্বয়যোগ্য পুত্রবাচক অন্বয়শব্দের সঙ্গে ইহাদের অন্বয় সম্ভব নহে। সুতরাং মাতার, এই পদটী দূরবর্ত্তী হইলেও, ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত হওয়াতে, অন্বয়পদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। এইরূপে মাতার অন্বয় অর্থাৎ পুত্র পাইবে, ইত্যাকার অর্থ প্রতিপাদিত হইলে, নারদ ও কাত্যায়নবাক্যেও মাতারই অন্বয় অর্থাৎ পুত্র, এই অর্থই ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে কেননা, ঐরূপ অর্থ করিলে, কোনপ্রকার বিরোধই ঘটে না॥ ৬২॥

পুনশ্চ, অঙ্গজ থাকিলে, ধন তদ্গামী হইয়া থাকে। বৌধায়নের এই বচনানুসারে ঘনিষ্ঠতা বশতঃ অঙ্গজ অর্থাৎ পুত্রের অধিকারই ন্যায়সঙ্গত রূপে পরিগণিত হয়; দৌহিত্র অনঙ্গজ অর্থাৎ পুত্র নহে; তাহাতে আবার দূরবর্ত্তী; এবিধায় তাহার অধিকার প্রসিদ্ধ নহে।

অতএব, পরিণয়লব্ধ ধন দুহিতারই, পুত্রগণের নহে। এতদুপলক্ষে গৌতমের ক্রমবিধায়ক বচন এই, অদত্তা ও অপ্রতিষ্ঠিতা দুহিতারা মাতার স্ত্রীধনে অধিকারিণী।

ইহার মধ্যে বিশেষ এই, প্রথম অদত্তা কন্যা পাইবে, তৎপরে বাগ্‌দত্তা, তদভাবে বিবাহিতা কন্যার তাহা প্রাপ্য হইবে। তন্মধ্যে, প্রথম পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা এবং পরে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার অধিকার, বুঝিতে হইবে। কেন না, সামান্য আকারে প্রথমে দুহিতৃশব্দ নির্দ্দেশ করিয়া, পরে যখন অপ্রদত্তা, ইত্যাদি পদপ্রয়োগ হইয়াছে, তখন, ক্রমশঃ অধিকারপ্রতিপাদনই এই বচনের তাৎপর্য্য।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ব্রাহ্মাদি বিবাহ সময়ে স্ত্রী যাহা প্রাপ্ত হয়, সে নিঃসন্তান মরিলে, তাহার স্বামী সেই ধনে অধিকারী হইয়া থাকে। এবং সন্তানশালিনী হইয়া মরিলে, দুহিতারা পাইবে। তন্মধ্যে প্রথমে কন্যা, তদভাবে বাগ্‌দত্তা, তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা পর্য্যন্ত বিবাহিতা সকলে ক্রমশঃ তাহার অধিকারিণী হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার কন্যার অভাবে পুত্রের তাহাতে অধিকার বর্ত্তে। আর, পুত্র বা কন্যা কেহ না থাকিলে, ভর্ত্তাই তাহা পাইবেন। বৃহস্পতির মতে অযৌতুক ধনে কুমারী ও পুত্রের অভাবে বিবাহিতারও অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,—

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, অদত্তা কন্যা থাকিলে, বিবাহিতা কন্যা প্রাপ্ত হইবে না।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, অদত্তা কন্যা না থাকিলে, দত্তা কন্যারই অধিকার হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

অধুনা, মিতাক্ষরার মত খণ্ডন করিবার জন্য আশঙ্কা করিতেছেন,—বৃহস্পতির উল্লিখিত বচন কেবল যৌতুকধনমাত্র-ধনবিভাগ-বিষয়েই উপন্যস্ত হয় নাই। কিন্তু, ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর যৌতুক বা অযৌতুক, যাবতীয় ধনবিভাগ উপলক্ষে এই বচন ঘটিয়া থাকে।

এ কথা বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে, বন্ধুদত্ত, এই পদটী পদভ্রষ্ট হইয়া উঠে। এবং মনুবচনেরও সহিত বিরোধ ঘটে।

যথা, মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য এই সকল বিবাহে স্ত্রী যে ধন প্রাপ্ত হয়, সে নিঃসন্তান মরিলে, ভর্ত্তারই তাহাতে অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। আর, আসুরাদি বিবাহ উপলক্ষে যে ধন প্রাপ্ত হয়, নিঃসন্তান মৃত্যু হইলে, প্রথমে মাতার, পরে পিতার তাহা প্রাপ্য হইয়া থাকে।

এই দুইটী মনুবচনের মধ্যে পরবচনে, ইহাকে দেওয়া হয়, এই যে পদটী উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্ববচনের অনুষঙ্গ থাকাতে, বিবাহ উপলক্ষে যে ঐ ধন দেওয়া হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এতাবতা, উহার অর্থ যৌতুকমাত্র ধন, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়াতে, যৌতুক অযৌতুক সকল স্ত্রীধনই বলা যাইতে পারে না। কেননা,

যম বলিয়াছেন, আসুরাদি বিবাহে যাহা দেওয়া যায়।

এই বচনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইতে সপ্তপদীগমন পর্য্যন্ত ক্রিয়াকালের মধ্যে যে দ্রব্য দেওয়া হয়, এই কথা বলাতে, যৌতুকধনমাত্রই ইহার অর্থ, বুঝাইয়া থাকে। নতুবা, বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে স্ত্রী কর্ত্তৃক লব্ধ ধনের অধিকারস্থলে যদি সন্তানের অভাব ঘটে, তাহা হইলে, তাহার গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং, ব্রাহ্মশব্দ ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী পর্য্যন্তেই ঘটিয়া থাকে। একথা বলিতে পার না।

কেননা, বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে যে স্ত্রীধন লাভ হয়, তাহার যেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা পরে বলা যাইবে ॥ ৬৪ ॥

সম্প্রতি অপ্রজঃ-স্ত্রীধনবিষয়ক অধিকারব্যবস্থা কথিত হইতেছে। এতদুপলক্ষে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ব্রাহ্মাদি বিবাহচতুষ্টয়ে পরিণীতা নিঃসন্তানা পত্নীর ধনে স্বামীর অধিকার।

এস্থলে, ব্রাহ্ম হইয়াছে আদি যাহাদের, এই অর্থে ব্রাহ্মাদি, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা,

দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, ও গান্ধর্ব্ব এই চারি বিবাহ সিদ্ধ হইল। তাহা হইলেই, ব্রাহ্মের সহিত মিলিয়া সর্ব্বসমেত পাঁচটী বিবাহ হইয়া থাকে। মনুও দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য এই কয়টী বিবাহের কথা বলিয়াছেন।

এই সকল বিবাহ উপস্থিত হইলে, স্ত্রী তৎপ্রসঙ্গে যে ধন লাভ করে, তাহার নিঃসন্তান মৃত্যু হইলে, ভর্ত্তার তাহাতে অধিকার জন্মে। নতুবা, ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে যাবতীয় ধন প্রাপ্ত হয়, তৎ সমস্ত তাহার স্বামীর হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে। ইহার কারণ এই, ব্রাহ্মাদি চারি বিবাহে, ইত্যাদি বচনে ব্রাহ্মাদি শব্দের কালার্থতা প্রযুক্ত, যদি ঐ ব্রাহ্মাদিশব্দ স্ত্রীপর হয়, তাহা হইলে, উভয়ের একত্বাবশতঃ ব্রাহ্মাদি পদেও একবচন ও ষষ্ঠী প্রয়োগ হইতে পারে। কেননা, প্রস্তাবিত বচনে স্ত্রীশব্দের উত্তর ঐরূপ একবচন ও ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ৬৫॥

বিবাহকালকে লক্ষ্য করিলে, বর্ত্তমান সম্বন্ধে লক্ষণা করিতে হয়। আবার, বিবাহিতা স্ত্রীতে লক্ষণা করিলে, অতিক্রান্ত বিবাহক্রিয়াসম্বন্ধে লক্ষণা সঙ্গত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা জঘন্য; এইজন্য যুক্তিবিরুদ্ধ।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মাদি শব্দ বিবাহিত-স্ত্রীবাচকও হইতে পারে না। কেননা, মন্বাদিরা তত্তৎ-লক্ষণ বিবাহবাচক রূপেই তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, ব্রাহ্ম, দৈব ইত্যাদি শব্দের অর্থ কখন স্ত্রী হইতে পারে না।

তথাহি মনু বলিয়াছেন, সংক্ষেপে এই অষ্টবিধ বিবাহ শ্রবণ কর।

এইরূপ উপক্রম করিয়া, তিনি যথাক্রমে তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, ব্রাহ্ম দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ইত্যাদি।

নারদও বলিয়াছেন, বর্ণ সকলের সংস্কারার্থ অষ্টবিধ বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্ম, ইত্যাদি।

বিষ্ণুও বলিয়াছেন, বিবাহ অষ্টবিধ। যথা, ব্রাহ্ম, দৈব ইত্যাদি।

অতএব, বিশ্বরূপনামক পণ্ডিত যে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মাদি বচন বিবাহকাললব্ধ-স্ত্রীধন-বিষয়ক; অন্যান্য স্ত্রীধনে ইহার সম্পর্ক নাই, তাহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য॥ ৬৬॥

আসুরাদি বিবাহসময়ে লব্ধ স্ত্রীধন, স্বামী জীবিত সত্ত্বেও, মাতা গ্রহণ করিবেন, তদভাবে পিতার অর্শিবে। যেহেতু, মাতাপিতা তাহা পাইবেন, ইত্যাদি বচনে ক্রমাগত অর্থাৎ প্রথমে মাতা ও পরে পিতা, এইরূপ ক্রমাগত বিভাগই প্রতীত হয়। মাতাপিতার এককালীন অধিকার বুঝাইলে, মাতাপিতা শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, কেবল মাতা পিতা উভয় শব্দের বাচক পিতৃশব্দ প্রয়োগ করা হইত। তথাহি, কন্যাধনে মাতার অভাবে পিতার অধিকার-শ্রুতির ন্যায়, এখানেও তদ্রূপ হওয়া বিধেয়।

তথাচ, বৌধায়ন বলিয়াছেন, সোদরেরা স্বয়ং মৃতকন্যার ধন গ্রহণ করিবে। তদভাবে মাতার হইবে, তদভাবে পিতা পাইবেন। ইহার দ্বারা কন্যার ধন ব্যাখ্যা করা হইল।

আচ্ছা, কন্যার ধনে যেমন অগ্রে ভ্রাতাদের অধিকার, সেইরূপ যৌতুক ধনও ভ্রাতারা অগ্রে পাইবে, পরে মাতা প্রভৃতির অর্শিবে, এইরূপ বলি না কেন?

ইহার উত্তর এই, এ বিষয়ের কোনরূপ প্রমাণবচন নাই। মাতাপিতাই উহাতে অগ্রিম অধিকার শ্রুত হওয়া যায়। তাহারই প্রমাণবচনও আছে। তজ্জন্য, ঐরূপ বলিতে পার না॥ ৬৭॥

পুনশ্চ, বিবাহের পর স্ত্রী পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভর্তৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, সেই ধন ভ্রাতৃগামী হইয়া থাকে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বন্ধুদত্ত, শুল্ক, অন্বাধেয়, এই সকল ধন, স্ত্রী নিঃসন্তান মরিলে পর, বান্ধবেরা প্রাপ্ত হয়।

এখানে বন্ধুদত্তশব্দে মাতাপিতা যাহা দেন, উহাকে বুঝাইয়া থাকে। অতএব বান্ধব শব্দে এখানে বন্ধুর পুত্র কিনা, বন্ধুশব্দবাচ্য মাতাপিতার অপত্য; তাহা হইলেই, ভ্রাতৃগণ, এই অর্থ হইল।

বৃদ্ধ কাত্যায়নও বলিয়াছেন, মাতাপিতা কন্যাকে যে স্থাবর সম্পত্তি দান করেন, কন্যা নিঃসন্তান মরিলে, তাহা সর্ব্বদা ভ্রাতৃগামী হইয়া থাকে। এস্থলে, সন্তানহীনতামাত্র উপলক্ষ করিয়া ভ্রাতার অধিকার অবগত হওয়া যাইতেছে। তন্নিবন্ধন সর্ব্বদাশব্দে ব্রাহ্ম হইতে পৈশাচপর্য্যন্ত বিবাহে বিবাহিতা নিঃসন্তান স্ত্রীর ধন ভ্রাতৃগামীই হইয়া থাকে, বিশ্বরূপ যে এই কথা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য। আর স্থাবরশব্দে, দণ্ডাপূপন্যায়ে অন্যান্য ধনও সিদ্ধ হইয়া থাকে। পুনশ্চ বন্ধুদত্তশব্দে কন্যাবস্থায় পিতামাতা যাহা দেন, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। কেননা, বিবাহের পর লব্ধ ধনকে অন্বাধেয় বলে। তাহাতে ভ্রাতার অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর বিবাহকালীন প্রাপ্ত ধনে স্বামী বা পিতামাতার অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি পঞ্চবিধ বিবাহে লব্ধ যৌতুক ধনে প্রথমে ভর্ত্তার এবং আসুরাদি ত্রিবিধ বিবাহে যে যৌতুক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রথমে মাতার ও পরে পিতার অধিকার হয়॥ ৬৮॥

কাত্যায়ন অন্বাধেয়শব্দের অর্থ করিয়াছেন। যথা, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামিকুল ও বন্ধুকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অন্বাধেয়।

এখানে স্বামিকুলশব্দে শ্বশুরাদি ও বন্ধুকুলশব্দে পিতৃমাতৃকুল বুঝিতে হইবে।

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর এবং পিতামাতার নিকট হইতে প্রীতিপুরঃসর যাহা প্রাপ্ত হয়, ভৃগু তাহাকে অন্বাধেয় বলিয়াছেন।

শুল্কশব্দের অর্থ যথা, গৃহকর্ম্মী অর্থাৎ ঘরামী ও মিস্ত্রী, উপস্করকর্ম্মী অর্থাৎ ঝাড়ুদার, বাহকর্ম্মী অর্থাৎ বলদে, দোহী অর্থাৎ দোয়াল, আভরণকর্ম্মী অর্থাৎ স্বর্ণকার, ইহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করিবার জন্য, ইহাদের স্ত্রীদিগকে যে উৎকোচ প্রদান করা যায়, তাহার নাম শুল্ক। উহা দ্বারা তাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এইজন্য উহার নাম মূল্য বলা যায়।

ব্যাস আর একপ্রকার শুল্কের কথা বলিয়াছেন। যথা, স্ত্রীকে স্বামিগৃহে লইয়া যাইবার উদ্দেশে যে উৎকোচাদি দেওয়া যায়, তাহাকে শুল্ক বলে।

ব্রাহ্মাদি সকল বিবাহেই উহা একরূপ। ভগিনী নিঃসন্তান মরিলে, তাহার ঐ স্ত্রীধন ভ্রাতারা ভাগ করিয়া লইবে। নতুবা, আসুরাদি বিবাহে কন্যাকে যে পণ দেওয়া যায়, তাহাকেই এখানে শুল্কশব্দে বলা হইয়াছে, তাহা নহে। কেননা, পণ দিবার বিধি কেবল আসুর বিবাহেই আছে; অন্যান্য বিবাহে নহে।

যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পণ দিয়া যে বিবাহ করা যায় তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। যুদ্ধে কন্যাকে হরণ করিয়া যে বিবাহ করা হয়, তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ। আর, কন্যাকে নিদ্রিতাদি অবস্থায় দূষিত করিয়া, বিবাহ করার নাম পৈশাচ বিবাহ॥ ৬৯॥

অতএব রাক্ষসাদি বিবাহে শুল্কের অভাব বশতঃ, সেই শুল্ক যাহাযো আসুরাদি বিবাহে যে ধন দেওয়া হয়, তাহাই কেবল ভ্রাতৃগামী হইয়া থাকে, এইরূপ বিধিবিধান সর্ব্বথা গ্রাহ্য। পুনশ্চ, আসুরাদি বিবাহে যে পণ প্রদত্ত হয়, তাহা স্ত্রীধন নহে। কেননা পিত্রাদি কর্ত্তৃক গৃহীত পণকেই শুল্ক বলিয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, বিদ্বান্ পিতা কন্যার কিছুমাত্র শুল্ক অর্থাৎ পণ লইবেন না। লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে, অপত্যবিক্রয়ী হইতে হয়।

এখানে পিতাশব্দ উপলক্ষমাত্র। অতএব ভ্রাতা প্রভৃতিরাও পণ গ্রহণ করিলে, শুল্কগ্রাহী হইয়া থাকেন। এতাবতা স্থির হইল, পিত্রাদি কর্তৃক গৃহীত পণই শুল্ক।

অতএব কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, আসুরাদি বিবাহেই কেবল শুল্করূপ স্ত্রীধন সম্ভবিত হইয়া থাকে। একবচনের মধ্যে সেই আসুরশব্দের সহিত বন্ধুদত্ত ও অন্বাধেয় শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং, তাহাতে ভ্রাতার অধিকার হইয়া থাকে। এই মত খণ্ডিত হইল। কিন্তু উক্ত শুল্করূপ স্ত্রীধন সকল বিবাহেই সম্ভবিত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বত্রই ভ্রাতার অধিকার। উক্ত বচনে এতৎসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষনির্দ্দেশ নাই।

তথাহি, কাত্যায়নবচনের সহিত গৌতমবচনের অর্থগত সাম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা, ভগিনীর শুল্কে প্রথমে ভ্রাতার অধিকার, তাহার পর মাতার ও তদনন্তর পিতার। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ভ্রাতার পর পিতার ও তদনন্তর মাতার অধিকার বর্ত্তে॥ ৭০॥

অতএব প্রথমে সোদর ভ্রাতার, তদভাবে মাতার, মাতার অভাবে পিতার এবং এই সকলের অভাবে ভর্ত্তার উক্ত ধন অর্শিয়া থাকে।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বন্ধুদত্ত ধন প্রথমে বন্ধুগণের, ও তাহাদের অভাবে ভর্ত্তৃগামী হইয়া থাকে। এস্থলে, বন্ধুগণের অভাবশব্দে ভ্রাতার অভাব বুঝিতে হইবে। ভ্রাতার অভাবে পিতা মাতার অধিকার দণ্ডাপূপন্যায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যেস্থলে ভর্ত্তারও পর্য্যন্ত অভাব ঘটে, সেখানে বৃহস্পতি এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, মাতৃষ্বসা অর্থাৎ মাসি, মাতুলানী অর্থাৎ মামী, পিতৃব্যপত্নী অর্থাৎ খুড়ী ও জেঠাই, পিতৃষ্বসা অর্থাৎ পিসী, শ্বশ্রূ অর্থাৎ শাশুড়ী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী, ইহাঁরা সকলে মাতার তুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যদি ইহাঁদের ঔরস পুত্র কিম্বা সুত, অথবা দৌহিত্র কিম্বা তৎপুত্র না থাকে, তাহা হইলে, ভাগিনীর পুত্র প্রভৃতিরা সেই স্ত্রীধন পাইবে।

এখানে ঔরসশব্দে পুত্র কন্যা, বুঝিতে হইবে। কেননা, তাহারা সকলের প্রধান। এবং সুতশব্দে সপত্নীর পুত্র বুঝাইবে।

কেননা, মনু বলিয়াছেন, সমুদায় পত্নীগণের মধ্যে যদি এক স্ত্রীর পুত্র জন্মে, তাহা হইলে, সকল স্ত্রীই সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবতী হইয়া থাকে।

সুতরাং, ঔরসবিশেষণযুক্ত করিলে, সুতপদের কোন অর্থই হয় না। বিশেষতঃ, তাহাতে, সপত্নীপুত্র সত্ত্বেও ভগিনীপুত্রাদির অধিকারপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঔরস পুত্র কন্যা ও সপত্নী-পুত্রের অভাবে দৌহিত্র অধিকারী হয়।

এখানে পুত্রশব্দে স্বকীয় পুত্র ও সপত্নীপুত্রের পুত্র অর্থাৎ আপনার পৌত্র ও সপত্নীপৌত্র উভয়কে বুঝিতে হইবে। কেননা পৌত্রগণের পিণ্ডদানে অধিকার। তদ্বিধায়, দৌহিত্রপুত্র, এইরূপ অর্থ হইবে না। তাহার পিণ্ডদানে অধিকার নাই॥ ৭১॥

অতএব পুত্র হইতে দুহিতা পর্যান্ত এবং ভ্রাতা হইতে ভর্ত্তা পর্য্যন্ত, ইহাদের অভাবে, শ্বশুর ও ভ্রাতৃশ্বশুরাদি সপিণ্ডগণ সত্ত্বেও, অগত্যা ভগিনীপুত্রাদির অধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে, বলিতে হইবে। কেননা, মাসী প্রভৃতিকে যখন মাতৃতুল্য বলা হইয়াছে, তখন ভগিনীপুত্রাদিরা অবশ্য পুত্রতুল্য বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই, তাহারা যে পিণ্ডাধিকারী হইয়া থাকে, তাহাও প্রকাশ করা হইল দায়ভাগপ্রকরণে একমাত্র ধনাধিকারজ্ঞাপনার্থই পিণ্ডদাতৃত্বের সূচনা করা হইয়াছে। তদ্বিধায়, ভগিনীর পুত্র, স্বামির ভাগিনেয়, দেবরের ও ভাসুরের পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা ও দেবর ইহারা আপনাদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে পরস্পরের

অধিকারী হইয়া থাকে। তদ্‌বিধায় সর্ব্বশেষে দেবরেরই অধিকার সিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহা কিন্তু মহাজনবিরুদ্ধ। অতএব উপকারকস্বরূপ বস্তুবল আশ্রয় করিয়া, বলা যাইতেছে ॥ ৭২ ॥

যথা, মনু বলিয়াছেন, তিন পুরুষের জলদান করিবে। এবং তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ডদান ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে।

দায়প্রকরণে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে।

পুনশ্চ, যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে পিণ্ডদাতাই অংশভাগী হইবে।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পিণ্ডদান দ্বারাই ধনাধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং, ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিণ্ডদাতা এবং নরক হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। সুতরাং, প্রধানতঃ তাহারই অধিকার প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, বেদবিদ্‌গণ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, মাতুল ভাগিনেয়ের, ভাগিনেয় মাতুলের শ্বশুরের, গুরুর, সখার, মাতামহের, ইহাদের পত্নীসকলের, মাতৃষ্বসা ও পিতৃষ্বসার পিণ্ডদান করিবে।

বৃদ্ধ শাতাতপের এই বচনানুসারে এই সকলের পিণ্ডদাতৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এই পিণ্ডদানের বিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক অধিকারক্রম বর্ণন করা যাইতেছে।

তন্মধ্যে প্রথম দেবর তাহার পিণ্ড, তাহার ভর্ত্তৃপিণ্ড ও তাহার ভর্ত্তার দেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের পিণ্ডদাতৃত্ব ও সপিণ্ডত্ববশতঃ ভ্রাতৃভার্য্যার ধনে অধিকারী হইয়া থাকে।

তাহার অভাবে ভাসুর ও দেবরের পুত্র তৎপিণ্ড তদ্‌ভর্ত্তৃপিণ্ড ও তৎভর্ত্তৃদেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের পিণ্ডদাতৃত্ব ও সপিণ্ডত্বপ্রযুক্ত পিতৃব্যের স্ত্রীধনে অধিকারী হয়।

তাহার অভাবে ভগিনীপুত্র অসপিণ্ড হইলেও, তৎপিণ্ড, তৎপুত্রদেয় তৎপিত্রাদি পিণ্ডত্রয়ের দাতৃত্ববশতঃ মাতৃষ্বসার ধনে অধিকারী হয়।

তাহার অভাবে স্বভর্ত্তৃভাগিনেয়পুত্র তৎভর্ত্তৃদেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের, তাহার ও ভর্ত্তার পিণ্ডদান প্রযুক্ত মাতুলানীধনে অধিকারী হয়।

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, ভগিনীপুত্র যেরূপ পিত্রাদিত্রয়ের পিণ্ডদান করে, ভর্ত্তৃভাগিনেয়েরও তদ্রূপ শ্বশুরাদিত্রয়ের পিণ্ডদানাধিকার লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে, স্বীয় ভগিনীপুত্র কিরূপে ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের পূর্ব্বে অধিকারী হইয়া থাকে?

ইহার উত্তর এই, ভগিনীপুত্র পুত্রদেয় পিণ্ডত্রয় দানে অধিকারী বলিয়া পুত্রস্থানীয় হইয়া থাকে। আর ভর্ত্তৃভাগিনেয় ভর্ত্তৃদেয় পিণ্ডত্রয়ের দানাধিকার বশতঃ ভর্ত্তৃস্থানীয় বলিয়া, পরিগণিত হয়। অতএব, ধনাধিকারসম্বন্ধে পুত্র অপেক্ষা ভর্ত্তা দুর্ব্বল হওয়াতে, ভর্ত্তৃভাগিনেয়ও ভগিনীপুত্র অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। এইরূপেই উভয়ের বলাবল চিন্তা করা ন্যায়সঙ্গত।

ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের অভাবে ভ্রাতৃপুত্র পিসীর এবং তদীয় পিতৃপিতামহ উভয়ের পিণ্ডদান প্রযুক্ত পিতৃষ্বসার ধনে অধিকারী হয়।

তাহার অভাবে জামাতা শ্বশুর ও শাশুড়ীর পিণ্ডদাতা বলিয়া, শাশুড়ীর ধনে অধিকারী হয়।

এইরূপ ক্রমই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। স্বস্ত্রীয়াদ্য, ইত্যাদি বচন ক্রমজ্ঞাপক নহে। অধিকারীমাত্র জ্ঞাপনার্থই উহার অবতারণা হইয়াছে।

পুনশ্চ, এই ছয় জনের অভাবে শ্বশুর ও ভাসুর প্রভৃতির সপিণ্ডত্বের আনন্তর্য্য অবলম্বন করিয়া, ধনাধিকার, বুঝিতে হইবে ॥ ৭৩ ॥

যদি বল, যেখানে কোনরূপ সপিণ্ড না থাকে, সেইস্থলেই বৃহস্পতির এই বচন ঘটিবে।

ইহার উত্তর এই, এ কথা বলিতে পার না। কেননা, পূর্ব্বোক্ত অধিকারীশৃঙ্খলায় দেবর, দেবরপুত্র ও ভাশুরপুত্রের অধিকার প্রতিপাদিত ও অতিনিকটসম্পর্কীয় শ্বশুরাদিকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। অতএব, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যবচনের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহে সমর্থ না হইয়া,

স্বস্ত্রীয়াদ্যা, ইত্যাদি বচনানুসারে যে অধিকারবিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে, প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতগণের পক্ষে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭৪ ॥

ইতি অতীব দুরূহ অপ্রজঃস্ত্রীধনাধিকার সম্পূর্ণ।

অধুনা, সংক্ষেপে স্ত্রীধনাধিকারক্রম লিখিত হইতেছে। যথা, অদত্তা কন্যার ধনে প্রথমে ভ্রাতার, তদভাবে মাতার ও তদভাবে পিতার অধিকার হইয়া থাকে। বরদত্তাতিরিক্ত বাগ্দত্তার ধনেও ঐরূপ ব্যবস্থা। তবে বিশেষ এই, বরদত্ত ধন ব্যয় করিয়া যাহা থাকিবে, তাহা বরেরই প্রাপ্য হইবে।

বিবাহিতা স্ত্রীর যৌতুক ধনে প্রথম অদত্তা কন্যার, তদভাবে বাগ্দত্তার, তদভাবে পুত্রবতী বিবাহিতা তনয়ার ও সম্ভাবিতপুত্রার, সমান অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। ইহাদের উভয়ের মধ্যে একের অভাবে একের, তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার সমানে অধিকার হয়। তন্মধ্যে এক থাকিলে, একেরই অধিকার হইয়া থাকে। সমুদায় কন্যার অভাবে মাতার যৌতুক ধন পুত্রগামী হয়। তদভাবে সপত্নীপুত্র, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র, তদভাবে সপত্নীপৌত্র, তদভাবে সপত্নীপ্রপৌত্র, যথাক্রমে উহা প্রাপ্ত হয়।

ইহাদের সকলের অভাবে ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহে লব্ধ যৌতুক ধন প্রথমে ভর্ত্তার প্রাপ্য হয়। তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে পিতা, প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর আসুরাদি বিবাহত্রয়ে লব্ধ যৌতুক ধন প্রথম মাতার, পরে পিতার, পরে ভ্রাতার, পরে ভর্ত্তার অধিকারগত হয়। তদভাবে দেবরগামী হইয়া থাকে। দেবরের অভাবে দেবরপুত্র ও ভাসুরপুত্রের সমানরূপ অধিকারে আইসে। তদভাবে ভগিনীপুত্র, তদভাবে ভর্ত্তার ভাগিনেয়, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে জামাতা, তদভাবে শ্বশুর, তদভাবে ভাসুর, তদভাবে নিকট সপিণ্ড, তদভাবে সকুল্য এবং তদভাবে সমানোদক ক্রমে উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যৌতুক ভিন্ন পিতৃদত্ত স্ত্রীধন প্রথমে কুমারীর, পরে পুত্রের, পরে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা এই উভয়ের সমানে, পরে পৌত্রের, পরে সপত্নীপুত্রের, পরে দৌহিত্রের, তদভাবে প্রপৌত্রের, তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা উভয়ের সমানে অধিকৃত হইয়া থাকে। তদভাবে পূর্ব্বকথিত যৌতুক ধনের ন্যায়, ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহের পূর্ব্বে বা পরেই হউক, যথাক্রমে স্বামী, ভ্রাতা, মাতা ও পিতার অধিকারে আইসে। এইরূপ, আসুরাদি বিবাহত্রয়ের পূর্ব্বে বা পরে ঐ পিতৃদত্ত স্ত্রীধন যথাক্রমে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভর্ত্তার এবং তদভাবে পূর্ব্বের ন্যায় দেবরাদির প্রাপ্য হয়।

পুনশ্চ, বন্ধুদত্ত, শুল্ক, অন্বাধেয়, পুত্রদত্ত, বিবাহের পূর্ব্বে লব্ধ, অথবা বিবাহের পর, সম্পর্কীয় বা আত্মীয় ভিন্ন অন্যের প্রদত্ত, অথবা শিল্প দ্বারা লব্ধ ইত্যাদি পিতৃদত্তাতিরিক্ত যাবতীয় অযৌতুক ধনে পুত্র ও কুমারীর তুল্যরূপে অধিকার লাভ হইয়া থাকে। এক থাকিলে, একেরই অধিকার হয়। তদভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা উভয়ের তুল্যরূপ প্রাপ্য হইয়া থাকে। তদভাবে যথাক্রমে পৌত্রের, সপত্নীপুত্রের ও দৌহিত্রের অধিকারলাভ হয়। তদভাবে প্রপৌত্রের, সপত্নীপৌত্রের ও সপত্নীপ্রপৌত্রের অধিকারে আইসে। তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবার তুল্যাধিকার; তদভাবে ভ্রাতার, তদভাবে মাতার, তদভাবে পিতার তদভাবে ভর্ত্তার, তদভাবে দেবরাদি সমানোদক পর্য্যন্তের পূর্ব্ববৎ নৈকট্যানুসারে প্রাপ্য হইয়া থাকে।

ইতি স্ত্রীধনাধিকারক্রমসংক্ষেপ সম্পূর্ণ।

অনধিকারীর নিরসন দ্বারা প্রকৃত অধিকারী জানা যায়। সেইজন্য, বিভাগের অনধিকারী অর্থাৎ যাহারা ভাগ পাইবার যোগ্য নহে, তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

এতদুপলক্ষে আপস্তম্ব বলিয়াছেন ধর্ম্মযুক্ত অংশীমাত্রেই ধনের ভাগ পাইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে ধনের বিনিয়োগ করে, জ্যেষ্ঠ হইলেও, তাহাকে ভাগ দিবে না।

বালনামক পণ্ডিত এই বচনটী ব্যাকুলিত করিয়া, ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ যদি ধর্ম্মপথে দ্রব্য বিনিয়োগ করেন, তাঁহাকে পিতার সমানে ভাগ দিবে। সেইরূপ, অপপাত্রিত অর্থাৎ পাতিত্যাদিবশতঃ যাহার জলগ্রহণ পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছে, তাহার ধনাধিকার ও পিণ্ডোদকদান নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সবর্ণার পুত্রও গুণহীন হইলে, পৈতৃকধনে অধিকার প্রাপ্ত হয় না। ধনীর পিণ্ডদাতা ধার্ম্মিক পৌত্রেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুষ্যাদি ঋণ হইতে পিতাকে ত্রাণ করে। সুতরাং, এই সকলের বিপরীত পুত্রে প্রয়োজন নাই।

বৎস প্রসব করে না ও গর্ভিণী হয় না, এতাদৃশ গবীতে প্রয়োজন কি? সেইরূপ, যে পুত্র বিদ্বান্ বা ধার্ম্মিক নহে, তাহার জন্মিয়াই বা ফল কি?

যাহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, শৌর্য্য নাই, তপশ্চরণ নাই এবং বিজ্ঞান ও আচার নাই, তাদৃশ পুত্র মল মূত্রের সমান।

আপস্তম্বের উক্ত এই বচনের অর্থ এইরূপ, পুত্র উপনয়নবিহীন হইলেও, শ্রেষ্ঠ; তথাপি অপর বেদপরায়ণ হইলেও, শ্রেষ্ঠ নহে। পুনশ্চ, পুত্র পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে। ইত্যাদি বচনানুসারে পিত্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য পুত্র কর্ত্তৃক বিহিত হইলে, মহাফল প্রদান করে, এইরূপ শ্রূয়মাণ হওয়াতে, পুত্র যে পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া থাকে, ধনাধিকার তাহার বেতনস্বরূপ। অতএব শ্রাদ্ধাদি না করিলে, কিরূপে বেতন পাইতে পারে?

এইজন্যই মনু বলিয়াছেন, শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে অধিকার না থাকিলে, কোন ভ্রাতাই ধনাধিকার প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ, ক্লীব ও পতিত এবং জন্মান্ধ ও জন্মবধির, ইহারাও অংশ পায় না। পুনশ্চ, জড়, মূক, উন্মত্ত ও ইন্দ্রিয়বিকল অন্যান্য পুত্রাদিরও ধনে অধিকার নাই॥ ৭৫॥

কাত্যায়ন ক্লীবশব্দের অর্থ করিয়াছেন। যথা, যাহার মূত্রে ফেণা নাই, যাহার বিষ্ঠা জলে মগ্ন হয়, যাহার শিশ্ন উত্থানশক্তিপরিশূন্য ও শুক্রহীন, তাহাকেই ক্লীব বলিয়া থাকে।

এখানে মূকশব্দের অর্থ বর্ণোচ্চারণে ক্ষমতাহীন এবং জড়শব্দে বেদগ্রহণে অসমর্থ।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, পতিত, পতিতের পুত্র, ক্লীব, পঙ্গু, উন্মাদগ্রস্ত, জড়, অন্ধ, অচিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত, এই সকল পুত্র ধনের অংশ পায় না। কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইয়া থাকে। তবে বিশেষ এই, ঔষধাদি দ্বারা অচিকিৎস্য রোগের শান্তি হইলে, ভাগ পাইবে।

এখানে পঙ্গুশব্দে পদদ্বয়ে গমন করিতে পারে না। অংশ না পাইলেও, ঐ সকলকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে হইবে। কেবল পতিত ও পতিতের পুত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে না।

তথাহি, দেবল বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যু হইলে, ক্লীব, কুষ্ঠরোগী, উন্মত্ত, জড়, অন্ধ, পতিত, পতিতের অপত্য ও লিঙ্গী ইহারা ধনাংশভাগী হইবে না। তাহাদের মধ্যে পতিতকে পরিত্যাগ করিয়া, আর সকলকেই অন্নবস্ত্র প্রদান করিবে। তাহাদের পুত্রেরা যদি দোষবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে, পিতৃদায়াংশ প্রাপ্ত হইবে।

লিঙ্গীশব্দে সন্ন্যাসী ও যতি প্রভৃতি। পতিতশব্দ উপলক্ষমাত্র, তাহার পুত্রকেও বুঝিতে হইবে। কেননা, পতিত হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহারও পাতিত্যসংঘটন হইয়া থাকে।

তথাহি, বৌধায়ন বলিয়াছেন, অন্ধ, বধির, জড় ও রুগ্ন প্রভৃতি কর্ম্মের বহির্ভূত ব্যক্তি-

দিগকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক পরিপালন করিবে। কেবল পতিত ও তাহার পুত্রের ভরণ করিবে না।

নারদও বলিয়াছেন, পিতার বিপক্ষ, পতিত, ক্লীব ও উপপাতকগ্রস্ত, ইহারা ঔরস হইলেও, যখন অংশ পাইতে পারে না, তখন ক্ষেত্রজ পুত্রেরা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে?

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, অক্রমোঢ়া স্ত্রীর গর্ভে সগোত্র হইতে সমুৎপন্ন এবং সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ধনাধিকারী হয় না। ॥ ৭৬॥

প্রথমে হীনবর্ণায়া স্ত্রী বিবাহ করিয়া, পরে উত্তমবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাহাদের উভয়কেই অক্রমোঢ়া বলে। তাহাদের উভয়ের গর্ভে, নিযুক্ত সগোত্র হইতে সমুৎপন্ন ক্ষেত্রজ পুত্র ধনের অংশভাগী হয় না। কিন্তু অক্রমোঢ়া স্ত্রীতে সবর্ণ পতি কর্তৃক সমুৎপাদিত ঔরস পুত্রও ধনাধিকারী হইয়া থাকে। আবার, ক্রমোঢ়ার গর্ভে অসবর্ণ কর্তৃক উৎপাদিত অনুলোমজ পুত্রের অধিকার সিদ্ধ হয়।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, অক্রমোঢ়ার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পিতার সবর্ণ হইলে, ধনাধিকারী হয়। এবং ক্রমোঢ়ার গর্ভে অসবর্ণ-প্রসূত হইলেও, ধনের অংশ পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিলোম অর্থাৎ হীনবর্ণ হইতে উত্তমবর্ণীয়ার গর্ভে সমুৎপন্ন পুত্রধন অধিকারী হয় না। তদীয় পিতৃধনগ্রাহী পিতৃব্য প্রভৃতি বন্ধুরা তাহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রদান করিবে। বন্ধুগণের অভাবে, প্রতিলোমজ পুত্রও ধনাধিকারী হইয়া থাকে। পুনশ্চ, তদীয় বান্ধবেরা পিতৃধন প্রাপ্ত না হইলে, রাজা তাহাদিগকে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করাইতে পারিবেন না।

আর ক্লীবাদিরাও দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তথাহি, শাস্ত্রে বলিয়াছেন, ক্লীবাদির যদি দারপরিগ্রহ করিতে কথঞ্চিৎ অভিলাষ হয়, তাহা হইলে, তাহাদের উৎপন্ন অপত্যগণও ধনের অধিকারী হইবে।

সত্য বটে, ক্লীবদের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা নাই এবং অধ্যয়নাভাবে বোবা প্রভৃতিরও উপনয়নাভাব ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহারা পতিত। এই কারণে ক্লীবের দারপরিগ্রহের সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি, ক্লীবের পত্নীতে অন্য কর্তৃক পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। পুনশ্চ, উপনয়নের অযোগ্য ব্যক্তিরই উপনয়ন হয় না। সুতরাং, সে শূদ্রের ন্যায়, পতিত নহে। উপনয়নযোগ্যের যদি উপনয়ন না হয়, তাহা হইলেই, তাহার পাতিত্য জন্মিয়া থাকে। উক্ত কারণে ক্লীবাদির যথাসম্ভব ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রেরা ক্লীবত্বাদিশূন্য হইলে, স্ব স্ব পিতার অনুসারে ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাবৎ বিবাহ না হয়, তাবৎ উহাদের দুহিতাদের ভরণ করিবে। উহাদের পুত্রহীনা পত্নী যাবজ্জীবন ভরণের উপযোগিনী।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ক্লীব প্রভৃতির ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে, ভাগ পাইবে। উহাদের দুহিতাদিগকে, যাবৎ বিবাহ না হয়, তাবৎ ভরণ করিবে। আর, উহাদের পত্নীরা পুত্রহীনা ও সাধুচারিণী হইলে, যথাবৎ গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। ব্যভিচারিণী ও প্রতিকূলকারিণী হইলে, নির্ব্বাসিত করিবে, গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে না॥ ৭৭॥

সম্প্রতি বিভাজ্য অর্থাৎ যাহা ভাগের উপযুক্ত ও অবিভাজ্য অর্থাৎ যাহার ভাগ হইতে পারে না, তাদৃশ দ্বিবিধ দায়প্রকরণ বর্ণন করা যাইতেছে। এতদুপলক্ষে কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পিতামহের ধন, পিতার ধন, সাধারণের ধন ও স্বোপার্জ্জিত ধন, এই সকল ধনই দায়াদগণের বিভাগে বিভাজ্য হইয়া থাকে॥ ৭৮॥

মনু ও বিষ্ণু উভয়ে উপঘাত বাক্যবলে উপার্জ্জিত ধন অবিভাজ্য বলিয়াছেন। যথা, পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না করিয়া, স্বয়ং পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার নাম স্বোপার্জ্জিত, তজ্জন্য ইচ্ছা না হইলে, অন্যকে সেই ধন দিবে না।

এখানে পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না থাকাতে, অন্যের তাহাতে স্বত্ব বর্ত্তিতে পারে না। পুনশ্চ স্বচেষ্টায় লব্ধ বলিয়া, অপর সাধারণের শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় নাই। এই কারণে অর্জ্জকই কেবল নিজে সেই ধন পাইবে; অপরের তাহাতে কোন স্বত্ব ঘটিতে পারে না। কেননা, ঐ ধন স্বকীয় চেষ্টা অর্থাৎ নিজের শ্রম দ্বারাই তাহার লব্ধ হইয়াছে।

তথাহি ব্যাস বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্য আশ্রয় না করিয়া, স্বীয় শক্তিসহায়ে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, দায়াদদিগকে তাহা প্রদান করিবে না। এইরূপ, তাহার বিদ্যালব্ধ ধনও দায়াদেরা পাইবেন না।

স্বীয় শক্তি সহায়ে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সামান্যতঃ এইরূপ বলাতে এবংবিধ যাবতীয় দ্রব্যই আপনার অসাধারণ বুঝিতে হইবে। অন্যের তাহাতে স্বত্ব বর্ত্তিবে না।

পুনশ্চ, স্বীয় শক্তিদ্বারা লব্ধ বিদ্যাধনও আপনার সমান ও আপনার অপেক্ষা অধিক বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অংশগত হইয়া থাকে। এইজন্য আপনার অপেক্ষা ন্যূনবিদ্যা-সম্পন্ন ও একবারেই বিদ্যাবিহীন ব্যক্তিগণ তাহার ভাগ পাইবে না। ইহাই জানাইবার জন্য বিদ্যালব্ধপদ প্রযোজিত হইয়াছে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্যের আশ্রয় না লইয়া, স্বয়ং যাহা অর্জ্জন করা যায়, তাহা মিত্র বা বিবাহ, যাহা হইতেই প্রাপ্ত হউক দায়াদগণের তাহাতে অধিকার নাই।

এখানে মিত্রাদিশব্দ উপলক্ষ মাত্র। কেননা, যেখানেই এইরূপ অনুপঘাত সম্ভব, সেই-খানেই প্রায় ঐরূপ ঘটিবে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, যাহার যে বিদ্যাধন, তাহা তাহারই হইবে। এইরূপ, মিত্র হইতে বিবাহ হইতে ও ঋত্বিকতা হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও নিজস্ব হইয়া থাকে। অন্যের তাহাতে অংশ নাই।

ব্যাস বলিয়াছেন, বিদ্যালব্ধ, শৌর্য্যলব্ধ ও সৌদায়িক ধন বিভাগসময়ে দায়াদেরা কোন-রূপে তাহার অভিলাষ করিবে না।

সৌদায়িক শব্দে পিতা ও পিতৃব্যাদি সুদায় সম্বন্ধিগণের নিকট হইতে তাহাদের অনুগ্রহাদি সহায়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে।

নারদও বলিয়াছেন, শৌর্য্যলব্ধ ও বিদ্যালব্ধ ধন এবং ভার্য্যাধন, এই ত্রিবিধ ধন অবিভাজ্য। সেইরূপ, পিতৃপ্রসাদলব্ধ ধনও ভাগ করিয়া লইতে পারা যায় না। অতএব ইহাদের পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য ধনের ভাগ করিবে।

ভার্য্যাপ্রাপ্তিকালে যে ধন লাভ করা যায়, তাহার নাম ভার্য্যাধন। ইহার অপর নাম ঔদ্বাহিক। এই সকল বর্জ্জন করিয়া, অন্য ধনের বিভাগ করিবে, ইহা অন্য বচন হইতে অনুবৃত্ত হইতেছে ॥ ৭৯ ॥

ইহা দ্বারা, শৌর্য্যাদিলব্ধ ধন হইলেই যে অবিভাজ্য হইবে, তাহাও বলা যায় না। কেননা, শৌর্য্যাদি দ্বারা অর্জ্জিত ধনেরও বিভাগ শুনিতে পাওয়া যায়।

তথাহি, ব্যাস বলিয়াছেন, সাধারণের স্বত্বাস্পদীভূত বাহনাদি যাহা কিছু আশ্রয় করিয়া শৌর্য্যাদি প্রকাশ পুরঃসর যে ধন লাভ করা যায়, অন্যান্য ভ্রাতারা তাহার ভাগ পাইয়া থাকে। তবে বিশেষ এই, তাহাকে ভাগদ্বয় দিয়া যাহা থাকিবে, অন্যান্য ভ্রাতারা সকলে তাহারই অংশ করিয়া লইবে।

নারদও সাধারণের দ্রব্যে অর্জ্জিত ধনের বিভাগ বিধান করিয়াছেন। যথা, ভ্রাতা বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে, অপর ভ্রাতা যদি তাহার পোষ্যবর্গের পোষণ করে, তাহা হইলে, সেই পোষণকর্ত্তা ভ্রাতা বিদ্যাহীন হইলেও, প্রথমোক্ত ভ্রাতার বিদ্যার্জ্জিত ধনের ভাগ পাইবে।

এখানে পোষণ করে, এইরূপ এক বচন নির্দেশ থাকাতে, বুঝিতে হইবে, অপর ভ্রাতা যদি স্বকীয় ধন ব্যয় ও শরীরায়াস স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত ভ্রাতার কুটুম্বপোষণ করে, তাহা হইলে, তাহার বিদ্যোপার্জ্জিত ধনে তাহারও অধিকার হইবে, ইহাই বচনের অর্থ।

তথাহি, বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ভ্রাতা যদি গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত অন্যবিধ পিত্র্যদ্রব্য আশ্রয় না করিয়া, ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে, যদি ইচ্ছা না থাকে, অবিদ্বান্ ভ্রাতাকে সেই স্বোপার্জ্জিত ধনের অংশ প্রদান করিবে না।

এখানে পিত্র্যশব্দ, সাধারণধনবিষয়ক, বুঝিতে হইবে। উহার আশ্রয় ব্যতিরেকে উপার্জ্জিত ধন বিদ্বান্ ভ্রাতা অনিচ্ছায় কখন অবিদ্বান্ ভ্রাতাকে দিবে না। কিন্তু সাধারণের উপঘাত ব্যতিরেকেও উপার্জ্জিত ধনের ভাগ অপর বিদ্বান্ ভ্রাতাকে প্রদান করিতে হইবে।

তথাহি, গৌতম বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ভ্রাতা ইচ্ছা না থাকিলে, স্বয়মর্জ্জিত ধন অবিদ্বান্ ভ্রাতাকে দিবে না।

এখানে, স্বয়মর্জ্জিতশব্দে সাধারণের ধন আশ্রয় না করিয়া, স্বকীয় পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহাই, বুঝিতে হইবে। এইরূপ ধন অবিদ্বান্দিগকে দিতে ইচ্ছা না থাকিলে, দিবে না; কিন্তু বিদ্বান্দিগকে দিতে হইবে। ইহাই বচনের অর্থ। এইরূপ বিধান কেবল বিদ্যাধন-মাত্রবিষয়েই প্রযোজিত হইবে।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ভ্রাতা কখন অবিদ্বান ভ্রাতাদিগকে বিদ্যাধন দিবে না। কিন্তু আপনার সমান ও অধিক বিদ্যা বিশিষ্ট ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিবে।

এই বচনে বিদ্যাশব্দের যখন, সম ও অধিক, এই পদের সহিত সম্বন্ধ লক্ষিত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, সমান ও অধিক বিদ্যা বিশিষ্ট ভ্রাতা উহাদিগকে বিদ্যাধনের ভাগ অবশ্য প্রদান করিবে; কিন্তু ন্যূনবিদ্যাবিশিষ্ট ও বিদ্যাহীনদিগকে দিবে না॥ ৮৩॥

এইরূপে উল্লিখিত বচনপরম্পরা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, বিদ্যালব্ধ ও শৌর্য্যাদিলব্ধ ধনেও, সাধারণের উপঘাত ও অনুপঘাত অনুসারে যথাক্রমে বিভাগ ও অবিভাগ বিহিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সেই উপঘাতই প্রযোজক বলিয়া, তদ্বিশিষ্ট শ্রুতি কল্পনা করা যাইতে পারে। যথা, উপঘাতার্জ্জিত ধন বিভাগ করিবে। পরন্তু শৌর্য্যাদিপদবিশিষ্ট শ্রুতি কল্পনায় প্রয়োজন নাই। অবশ্যকল্পনীয় সামান্য শ্রুতির কল্পনা দ্বারাই তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং হোলাকাধিকরণে যাদৃশ ন্যায়ে শ্রুতি কল্পনা করা হয়, প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে। অথবা, যুক্তি দ্বারা এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, যে যাহা উপার্জ্জন করে, কোনরূপ বিশেষ বচন না থাকিলে, সে জীবিত সত্বে, তাহা তাহারই হইয়া থাকে। পুনশ্চ, যে স্থলে সাধারণ ধনমাত্রের উপঘাত করিয়া একের, এবং ধন ও শরীর উভয়ের উপঘাত করিয়া, অপরের, ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হয়, সেখানে একের এক ভাগ ও অপরের ভাগদ্বয় প্রাপ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই ইহা যুক্তিবলে জানা গিয়াছে।

ইহা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল, সাধারণ ধনের উপঘাত থাকিলে, যাহার স্বল্প বা মহৎ, যাবৎপ্রমাণ অংশের উপঘাত, তাহার তদনুসারেই ভাগ কল্পনা করিতে হইবে॥ ৮১॥

কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পিতৃধন হইতে বিভক্ত হইয়া, পুনরায় এক অন্নে বাস করত, পরে ধন বিভাগ করিবার সময়ে, যাহা হইতে উন্নতি অর্থাৎ ধনের বৃদ্ধি হইবে, সে দুই অংশ পাইবে।

শ্রীকরনামক পণ্ডিত ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এক অন্নে থাকিয়া, যে ব্যক্তি সাধারণের ধন আশ্রয় করিয়া, যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহার দুই ভাগ ও অন্যান্য ভ্রাতাদের এক এক ভাগ প্রাপ্য হইয়া থাকে। এই কারণে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সাধারণ

ধনের উপঘাত বিনা যাহা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহা অর্জ্জকেরই হইবে। এক অং থাকিলেও, সেই ধন সাধারণের হইবে না। ইহাই কাত্যায়ন ও ব্যাখ্যাকর্ত্তা উভয়েরই অভিপ্রেত। কেননা, উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধনে কোনরূপ ভাগবিশেষ নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহার দ্বারা জানা গেল, সংসৃষ্টের ন্যায়, অবিভক্তের পক্ষেও ঐরূপ ব্যবস্থা। অবিভক্ত অবস্থায় বিভাগের প্রাগভাব ও সংসৃষ্ট অবস্থায় তাহার প্রধ্বংস হওয়াতে, যে কারণে একত্র অবস্থিতি, তাহার কোন বিশেষ থাকে না। তজ্জন্য, সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের ভাগদ্বয়, এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইলেই, বচনের উপপত্তি হইয়া থাকে। নতুবা, এই বচন কেবল সংসৃষ্টবিষয়ক, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই. যেমন, হোলাকানুষ্ঠানার্থ, হোলাকা কর্ত্তব্য, এইরূপ শ্রুতি কল্পিত হইয়া থাকে, উহাতে আর বিশেষ করিয়া, পশ্চিমদেশীয়দের, এইরূপ শব্দ যোগ করিতে হয় না, সেইরূপ এখানেও, সাধারণ ধনের উপঘাত দ্বারা অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জক দুই অংশ লইবে, সামান্যতঃ এইরূপ শ্রুতি কল্পনা করা যাইতে পারে; তজ্জন্য সংসৃষ্টপদ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হয় না॥ ৮২॥

এইরূপে সাধারণের উপঘাত দ্বারা অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই অংশ, ইহা নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইল।

তথাহি, সাধারণের স্বত্বাস্পদীভূত বাহন বা আয়ুধ, যাহা কিছু আশ্রয় করিয়া, শৌর্য্যাদি দ্বারা যে ধন সংগ্রহ হয়, ভ্রাতৃগণ সকলেই তাহার ভাগ পাইবে। বিশেষ এই, অর্জ্জককে ভাগদ্বয় দিতে হইবে: অবশিষ্টেরা সমান অংশ করিয়া লইবে।

ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, উপঘাতস্থলেই ভাগদ্বয় বিহিত হইয়াছে। এই কারণে সাধারণের ধন ও শরীরব্যাপার ব্যতিরেকে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের ভাগদ্বয়প্রাপ্তি কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু অধিক দিতে হইবে। এই অধিক শব্দের অর্থ সমুদায় ধন কিংবা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম? তন্মধ্যে মুনিগণ বা নিবন্ধকারগণ কেহই কিঞ্চিৎ ন্যূনের ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। সাধারণ ধনের নিয়োগস্থলে অন্য ভ্রাতার যখন ভাগদর্শন করা যাইতেছে, তখন উপঘাতের অভাবে বিভাগেরও অভাব, অর্থাৎ যে স্থলে ঐরূপ উপঘাতে অর্জ্জিত হয় নাই, সেখানে তাহার ভাগ হইবে না; এইরূপ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত দুই ভাগ অর্জ্জকের, এই বচনের ন্যায়মূলকত্ব যুক্তিযুক্ত। কেননা, একের কেবল ধনমাত্রের উপঘাত, আর অর্জ্জককে ধন ও শরীর উভয় আশ্রয় করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য, অর্জ্জকের দুই ভাগ প্রাপ্তি ব্যবস্থা সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত। ঐরূপ ব্যবস্থা না করিয়া, শ্রুতি কল্পনা করিলে পিতা স্বয়ং দুই অংশ গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদি মূল শ্রুতিতে অর্জ্জকত্ববিশেষণ প্রবেশ করিয় থাকে। এইরূপে অর্জ্জক পিতা দুই অংশ লইবেন, ইত্যাদি শ্রুতি কল্পনা করিলে, অনর্জ্জক পিতার দুই অংশ প্রাপ্তি অসিদ্ধ হইয়া উঠে। অথবা পিতৃস্বাদিনিরপেক্ষ পৃথক অর্জ্জককেই অধিকারীরূপে কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং, সাধারণের উপঘাত ব্যতিরেকে যাহা অর্জ্জিত হয়, তাহা অর্জ্জকেরই; অন্যের নহে, ইহা সিদ্ধ হইল॥ ৮৩॥

পুনশ্চ. অবিভক্ত অবস্থায় অর্জ্জিত ধন সকল ভ্রাতা ভাগ করিয়া লইবে, সামান্যতঃ এইরূপ বচন কল্পনা করা যাইতে পারে না। করিলে, সাধারণ ধনের উপঘাত ব্যতিরেকে শৌর্য্যাদি দ্বারা লব্ধ ধনে অন্যের ভাগপ্রাপ্তি নিরাকৃত হয়।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, যাহার যে বিদ্যালব্ধ ধন, তাহা তাহারই হইবে। এইরূপে মৈত্র অর্থাৎ মিত্র হইতে লব্ধ, ঔদ্বাহিক অর্থাৎ বিবাহ হইতে লব্ধ এবং মাধুপর্কিক অর্থাৎ পৌরহিত্য হইতে লব্ধ ধন কেবল উপার্জ্জকের হইবে।

পুনশ্চ, মনু ও বিষ্ণু উভয়ে বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না করিয়া, নিজের শরীরায়াসে যাহা উপার্জ্জিত হইবে, সেই স্বোপার্জ্জিত ধন, ইচ্ছা না থাকিলে, অন্যকে দিবে না।

সাধারণের উপঘাত না থাকিলে, বিদ্যাদিধনেও অন্যে ভাগ পাইবে না। কেননা, উপঘাতস্থলে বিভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্যের অবিরোধে অর্থাৎ উপঘাত না করিয়া, স্বয় যাহা অর্জ্জন করা যায়, দায়াদগণ তাহার ভাগ পাইবে না। এইরূপ, মৈত্র ও ঔদ্বাহিক ধনও দায়াদগণের প্রাপ্য নহে। পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত ধন অন্যে হরণ করিয়া লইলে, যে ভ্রাতা তাহার উদ্ধার করে, সে দায়াদদিগকে তাহার অংশ দিবে না। এইরূপ বিদ্যালব্ধ ধনও অবিভাজ্য হইয়া থাকে।

নারদও বলিয়াছেন, শৌর্য্যলব্ধ ধন, বিবাহলব্ধ ধন, বিদ্যালব্ধ ধন এবং পিতৃপ্রসাদলব্ধ ধন অন্যের ভাগাধিকারে আসিবে না। এই সকল ব্যতীত, অন্যবিধ ধনের বিভাগ হইয়া থাকে।

ব্যাসও বলিয়াছেন, বিদ্যাপ্রাপ্ত ধন, শৌর্য্যপ্রাপ্ত ধন, এবং সৌদায়িক অর্থাৎ পিতৃব্যাদি হইতে প্রাপ্ত ধন বিভাগকালে দায়াদগণ অন্বেষণ করিবে না।

পিতামহ বা পিতা প্রীতিপূর্ব্বক যাহা দেন অথবা মাতা যাহা প্রদান করেন, তাহারও কেহ ভাগ পাইবে না। পিতৃদ্রব্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বকীয় শক্তি নিয়োগপূর্ব্বক যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বিদ্যা দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, দায়াদদিগকে তাহা দিবে না ॥ ৮৪ ॥

এইরূপে, উল্লিখিত বচনসমূহ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ, অম্বষ্ঠ ও করণাদি বর্ণান্তরাল এবং রথকারাদি সংকীর্ণ ইত্যাদি সকলজাতীয় ব্যক্তিগণেরই কি বিদ্যালব্ধ, কি সুদায়লব্ধ, কি স্বজনলব্ধ, কি মিত্রলব্ধ, কি বিবাহলব্ধ, কি পৌরহিত্যলব্ধ, কি শৌর্য্য ও যুদ্ধাদি লব্ধ, কি কৃষি সেবা ও বাণিজ্যাদিলব্ধ, কি শ্রমলব্ধ, অথবা কি অনুপঘাতে স্বীয় শক্তিমাত্রলব্ধ, কোন প্রকার ধনেরই বিভাগ হইবে না, বলাতে, সমস্ত ধনবিভাগই পর্য্যুদস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ন্যায়প্রাপ্ত অপর বিষয়ের অভাব বশতঃ, বিধি নির্বিষয় অর্থাৎ, কোনরূপ বিধি করিবারই আর আবশ্যকতা হয় না। আর যদি কোনরূপে এক বা দুইটী বিষয় অর্থাৎ বিধি বিধান করিবার স্থল পাওয়া যায়, তাহা হইলে, স্বপদ দ্বারা তাহার উল্লেখ করা মুনিগণের কর্ত্তব্য। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন অবিভক্ত অবস্থায় অর্জ্জিত অমুক ধন বিভাগ করিবে। ইহারই নাম স্বপদ দ্বারা উল্লেখ। ইহাতে যেমন লাঘব অর্থাৎ অল্পেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ শীঘ্র বুঝিতে পারা যায়। নতুবা, শৌর্য্যাদিলব্ধ ধন ভিন্ন অন্যধনের ভাগ করিবে, ইত্যাদি বিধানে বহুতর পদ যোজনা করিলে, বাহুল্য হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, তত্তৎ বিভাজ্য ধনের পর্য্যুদাস করিতে হইলে, সকল মুনিরই সর্ব্ববিধ অবিভাজ্য ধনের যথাযথ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, যে যে ধনের বিভাগ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। এই কারণে, মুনিগণ যে অবিভাজ্য ধন সকলের কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও বালকের প্রলাপবৎ হইয়া থাকে। পুনশ্চ, উপঘাত বিনা উপার্জ্জিত ধনের ভাগ হয় না। ঐ সকল বচনে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং কেহ কেহ যে অনাস্থাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, এরূপ স্থলে সকলের কীর্ত্তন না করিলে, দোষ হয় না। এই কারণে, সাধারণ ধনের উপঘাত দ্বারা অর্জ্জিত ধন ভাগ করিবে, এইরূপ বিধি করা বিধেয়। বাক্যমধ্যে শৌর্য্যাদিপদ প্রদর্শনার্থ। অতএব অবিভক্ত অবস্থায় উপার্জ্জিত ধনের সাধারণ নাম [illegible] কোন মতেই প্রমাণসঙ্গত নহে ॥ ৮৫ ॥
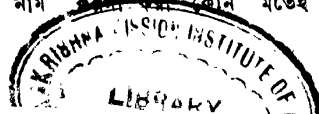
পুনশ্চ, পিতাপিতামহাদি ক্রমে প্রাপ্ত ধন কেহ অপহরণ করিলে, যে তাঁহার উদ্ধার করে, সে তাহা এবং বিদ্যালব্ধ ধনও দায়াদদিগকে দিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন আপনারও অনুমোদিত। অতএব পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধলেশসত্ত্বেও, উদ্ধারকারকতাসূত্রে অবিভক্তগণের সম্বন্ধ নিরাস করিয়া, পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধলেশশূন্যত্ব আশ্রয়-পূর্ব্বক ঋষি স্বোপার্জ্জিত ধনে অন্যের সম্বন্ধ সুদূরে নিরস্ত করিয়াছেন।

শ্রীকর বলিয়াছেন, যদি পিতৃদ্রব্যের অনুপঘাতে অর্জ্জিত দ্রব্য অর্জ্জকেরই হয়, তাহা হইলে, প্রতিগ্রহ দ্বারা উপার্জ্জিত ধনও কদাচিৎ অন্য ভ্রাতার হইতে পারে না। কেননা, পিতৃদ্রব্যের কোনরূপে বিনাশ করিয়া, প্রতিগ্রহ সম্ভবিত হয় না। একমাত্র দাতার সন্তোষ দ্বারাই প্রতিগ্রহ ধনপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। উহাতে পিতৃদ্রব্যের উপঘাতসম্ভাবনা নাই।

তথাহি, সোমলতারস ক্রয় করিতে হইলে, একবৎসরবয়স্ক গবী প্রভৃতি মূল্যস্বরূপ প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞে দুগ্ধপানাদি শরীরধারণের হেতু বলিয়া, যাগকর্ত্তাকে অবশ্য দুগ্ধাদি পান করিতে হয়। প্রতিগ্রহস্থলে সেরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা, দাতা যাহাকে যাহা দেন একমাত্র ধর্ম্ম উদ্দেশেই তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং, দ্রব্যান্তর প্রদান করিয়া, তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করিতে হয় না। পুনশ্চ, প্রতিগ্রহব্যাপার অল্পকাল মধ্যেই সমাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং, স্বর্গকাম ব্যক্তির যেমন দীর্ঘকালসাধ্য জ্যোতিষ্টোম যাগে শরীরধারণোপযোগী ভোজন আবশ্যক হইয়া থাকে, প্রতিগ্রহে সেরূপ করিতে হয় না। দাতার সন্তোষ হইলে, তৎক্ষণাৎ তিনি স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, দান করেন। তজ্জন্য, তাহার দ্রব্যান্তরপ্রত্যাশার সম্ভাবনা কোথায়। এতাবতা, প্রতিগ্রহস্থলে কোনরূপে সাধারণ দ্রব্যের উপঘাত করিতে হয় না।

শ্রীকরের এই মতবাদ সঙ্গত নহে। কেননা, প্রতিগ্রহ দেওয়াইবার জন্য উপহারপ্রদানাদি দ্বারা ধনের যে উপঘাত করিতে হয়, তাহার বহুল দৃষ্টান্ত লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ, কলিযুগে প্রতিগ্রহ সেবাধনের সমান। এইজন্যই স্মৃতিতে বলিয়াছেন, সত্যযুগে গৃহে আসিয়া দান করে; ত্রেতায় আহ্বানপূর্ব্বক, দ্বাপরে যাচ্ঞা করিলে এবং কলিযুগে উপসর্পণাদি করিলে, দান করিয়া থাকে॥ ৮৬॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দাতার সান্নিধ্যে বহুকাল অবস্থিতি করিলেও, তদীয় সন্তোষ ব্যতিরেকেও প্রতিগ্রহলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং, প্রতিগ্রহের প্রতি দাতার সন্তোষ কারণ নহে। এতদবস্থায়, দাতার সন্তোষ দ্বারা দ্রব্যের প্রতিগ্রহত্ব সিদ্ধ হয় না। এইরূপ মত-বাদও নিতান্ত মন্দ। কেননা, সন্তোষ দ্বারাই বহুকাল অবস্থিতি প্রভৃতি প্রতিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ দাতার নিকট বহুকাল বাস করিলেই, প্রতিগ্রহ পাওয়া যায় না তাঁহার সন্তোষ সমুৎপাদন আবশ্যক হইয়া থাকে। সকলের স্বভাব একরূপ নহে। তজ্জন্য, কাহাকে কিছু দান করিয়া, কাহারও নিকট বহুকাল অবস্থানাদি করিয়া এবং কাহারও বা গুণানুসন্ধান মাত্র করিয়া, তদীয় সন্তোষ লাভ করিতে পারা যায়। সহকারী অভাবে কার্য্যের উৎপত্তি না হইলে, কারণের ব্যাঘাত হয় না। এখানে দাতার স্বভাব সহকারী। সেইজন্যই বলিয়াছেন, বিবিধ উপায়ে পুরুষের সন্তোষসাধন করা যায়॥ ৮৭॥

দাতার নিকট অবস্থিতি না করিলে, প্রতিগ্রহপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু না খাইয়া ও না পরিয়া, কোনক্রমেই অবস্থিতি করিতে পারা যায় না। সুতরাং, যাবৎ প্রতিগ্রহপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ দাতার সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতে হইলে, ধন ব্যয় করিয়া পরম্পরাক্রমে প্রতিগ্রহপ্রাপ্তি সংঘটিত করে। যদি এইরূপ বল, তাহার উত্তর এই, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের পূর্ব্বেও যে ভোজন করা যায়, তাহাও যাগসময়ে শরীরধারণের উপযোগী হইয়া থাকে। কেননা, পূর্ব্বকৃত

ভোজন ব্যতিরেকে জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের সম্ভাবনা নাই। এতাবতা, পরম্পরাক্রমে সমুদায় ভোজনব্যাপারই জ্যোতিষ্টোমার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং, তত্তৎ ভোজনমাত্রেই একমাত্র যজ্ঞোদ্দেশেই বলিতে হয়; পুরুষের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। পুনশ্চ, ভোজন-ব্যাপার যজ্ঞার্থ হইলে, ভোজনের সাধন অন্নাদি দ্রব্যও একমাত্র যজ্ঞোদ্দেশ্যেই বিহিত হয়। আবার, সেই অন্নাদির অর্জ্জনোপায়ও যজ্ঞার্থক হইয়া থাকে। এইরূপে দ্রব্যের অর্জ্জন, দ্রব্য ও ভোজন কিছুতেই পুরুষের সম্পর্ক থাকে না।

শ্রীকর পণ্ডিতের এই মতবাদও অতিমাত্র মন্দ। কেননা, ভোজনব্যাপার পরম্পরাক্রমে জ্যোতিষ্টোমের উপকারক হইলেও, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তৃপ্তির হেতুবশতঃ পুরুষেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়া থাকে। ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞের উপকারক হইলেই যে ক্রতুর উদ্দেশে বিহিত হইয়া থাকে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। কেননা, উপকারকত্বের তাদর্থ্যব্যভিচার হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, অন্যের অবলোকনার্থ আনীত দীপাদি দ্বারা অন্যেরও অবলোকন হইয়া থাকে। অতএব, দ্রব্যার্জ্জন, দ্রব্য ও ভোজন, ইহাদের ক্রত্বর্থতা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে? এই কারণে উক্তরূপ দোষোদ্ভাবনের কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই।

যদি প্রাক্‌কালীন ভোজন দ্বারা দ্রব্যের প্রতিগ্রহোপকারকত্ব বাঞ্ছা করা যায়, তাহা হইলে, জন্মপ্রভৃতি বিনা ভোজনে শরীরধারণ অসম্ভব হওয়াতে, অর্জ্জনব্যাপার ঘটিয়া উঠে না। কেননা, পিতৃদ্রব্যের উপঘাতেই সকলপ্রকার ধনোপায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব, পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না করিয়া, ইত্যাদি বিশেষ নির্দ্দেশও নিরর্থক হয়। তজ্জন্য, ভক্ষণাদি উপভোগের উপযুক্ত ধনোপঘাত এস্থলে গ্রহণীয় হইতে পারে না। অবিভক্ত ধনের উপঘাতই বচনের একমাত্র প্রতিপাদ্য ॥ ৮৮ ॥

পুনশ্চ, ভক্ষণাদি উপভোগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ধনের উপঘাত, গৃহে থাকিলেও, অবশ্য করিতে হয়। তজ্জন্য, ধনার্জ্জনই উপঘাতের উদ্দেশ্য নহে। অর্জ্জনের উদ্দেশে সাধারণধনের ব্যয়কেই উপঘাত বলে। ইহাতে কোন দোষও ঘটে না।

এইজন্যই বিশ্বরূপ বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্য দান করিয়া, যদি ধন উপার্জ্জন করা হইয়া না থাকে, তাহা হইলে, বিবাহলব্ধ ধনের ন্যায়, তাহা সাধারণের ভাগার্হ হইবে না। উহা তাহার নিজেরই হইবে। উহা মাতার স্তনদুগ্ধপানাদির তুল্য। অতএব পিতা আনন্দিত ও ব্যয়শীল হইয়া, পুত্রের উপনয়ন ও বিবাহ প্রসঙ্গে বহুতর ধন ব্যয় করিলেও, ব্রহ্মচর্য্যার অনুসরণক্রমে ভিক্ষা বা রাজপ্রসাদ দ্বারা যে ধন লাভ করা যায়, এবং বিবাহসময়ে শ্বশুরাদির নিকট যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সাধারণের হইবে না। কেননা, ধনলাভের আশয়ে উক্তরূপ ধন ব্যয় করা হয় নাই। এই কারণে ধনার্জ্জন উদ্দেশেই সাধারণ ধনের উপঘাত করিয়া, যে ধন অর্জ্জিত হয়, তাহাই সাধারণের হইবে। উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধন সাধারণের হইবে না, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৮৯ ॥

জিতেন্দ্রিয়নামক পণ্ডিতও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে বিস্তার ক্রমে যে সকল বচন বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপতঃ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, যে কিছু ধন অসাধারণ উপায়ে অর্জ্জিত, তাহা অসাধারণ অর্থাৎ নিজস্ব হইবে। ইহা সুস্পষ্ট বুঝাইবার জন্য, যাহার যে বিদ্যাধন, ইত্যাদি বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যথা অমুক অমুক ধন, অসাধারণ বলিয়া, অবিভাজ্য, এবং অমুক অমুক ধন সাধারণ উপায়ে অর্জ্জিত বলিয়া, সাধারণের হইবে। ইহাই অনায়াসে হৃৎপ্রতীতি করিবার জন্য মুনিগণ কোথাও ধনের সাধারণ্য, কোথাও শ্রমের সাধারণ্য, কোথাও সম্বন্ধের সাধারণ্য অর্থাৎ তুল্যতা অবলম্বন করিয়া, অধিকারের ব্যবস্থা

বালকনামক নিবন্ধকারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোনরূপ প্রমাণ না থাকাতে, এক ভ্রাতার বিদ্যাদি দ্বারা লব্ধ ধনে অন্য ভ্রাতার অধিকার সম্ভব নহে ॥ ৯০ ॥

তবে যে, শিষ্টপরম্পরায় উপঘাত ব্যতীত প্রতিগ্রহোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ দৃষ্ট হয়, সে কেবল ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ অথবা, নিজের পুরুষার্থপ্রদর্শনার্থ ইচ্ছানুসারে সম্ভবিত হইয়া থাকে। অথবা, প্রতিগ্রহ দ্বারা লব্ধ ধন বিদ্যাধনের অন্তর্ভূত। বিদ্যাধন সাধারণধনের অনুপঘাতে অর্জ্জিত হইলেও, সমবিদ্য ও অধিকবিদ্যগণের তাহাতে ভাগপ্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে। এইরূপে তাহার বিভাগদর্শন করিয়া, ঐ বিভাগ যে বিদ্যাবিশেষজনিত, তাহা জানিতে না পারিয়া, লোকে ভ্রমক্রমে মনে করে, অবিভক্ত অবস্থায় অর্জ্জিত হওয়াতেই, ঐরূপে উহার ভাগ হইল। এই-প্রকার ভ্রমবশে স্বয়ংও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার দেখাদেখি অন্যান্যেরাও যে ঐরূপ করিবে, তাহাতে আর অনৌচিত্য কি? ॥ ৯১ ॥

পুনশ্চ, মনু বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ যে কিছু ধন অর্জ্জন করে, কনষ্ঠেরা বিদ্যানুপালী হইলে, তাহার ভাগ পাইতে পারে।

ইহার অর্থ এই, পিতা যেমন পুত্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেমন কনিষ্ঠদিগকে পালন করিবে। কনিষ্ঠেরাও ধর্ম্মতঃ পুত্রের ন্যায়, জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হইবে।

এই বচনে পিতাপুত্রবৎ অবস্থান প্রযুক্ত, পিত্রর্জ্জিতের ন্যায়, অনুপঘাতে অর্জ্জিত জ্যেষ্ঠ-ধনেও কনিষ্ঠগণের অধিকার হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে বিশেষ এই, পিতার অর্জ্জিত ধনে, বিদ্বান্ না হইলেও, অধিকার পাওয়া যায়; জ্যেষ্ঠের অর্জ্জিত ধনে, বিদ্যা-সম্পন্ন হইলেই, অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। উল্লিখিত বচনে, পিতার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের ও বিদ্যানুপালী ইত্যাদি যে যে পদ প্রযোজিত হইয়াছে, তাহারই সার্থকতাসিদ্ধির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল ॥ ৯২ ॥

তন্মধ্যে, বিদ্যাধন কাহাকে বলে, নির্ণয় করা যাইতেছে। যথা, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পণপূর্ব্বক প্রদত্ত প্রস্তাবে বিদ্যা দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহার নাম বিদ্যাধন। তাহা বিভাগে নিয়োগ করিবে না।

এইরূপ, শিষ্য হইতে, আর্ত্বিজ্য হইতে, প্রশ্ন হইতে, সন্দিগ্ধ প্রশ্নের নির্ণয় হইতে, স্বজ্ঞান-প্রখ্যাপন হইতে, বাদ ও প্রাধ্যয়ন হইতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, তাহাকেও বিদ্যাধন বলিয়া থাকে। তাহারও বিভাগে নিয়োগ নাই।

তথাহি, শিল্পকার্য্যে মূল্য অপেক্ষা যে কিছু অধিক পাওয়া যায়, এবং দ্যূতাদিস্থলে নিজের বদ্যা সাধ্যে পরকে পরাস্ত করিয়া, যাহা লাভ হয়, তাহার নাম বিদ্যাধন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, উহার বিভাগ নাই, জানিবে।

এই সকল বচনের অর্থ এই, যদি তুমি অমুক বিষয়ের উত্তমরূপ মীমাংসা বা সমাধান করিতে পার, তাহা হইলে, তোমাকে এত দিব, এইরূপ পণ করিয়া, কেহ কোন প্রস্তাব করিলে, তাহার সমাধান করিয়া দিয়া, যাহা লাভ করা যায়, তাহার বিভাগ হইবে না।

শিষ্য হইতে অর্থাৎ শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়া আর্ত্বিজ্য হইতে অর্থাৎ যজমানের নিকট দক্ষিণাদি দ্বারা যাহা লাভ করা যায়। দক্ষিণা কখন প্রতিগ্রহ হইতে পারে না। কেননা, উহা যাগকার্য্যের বেতন স্বরূপ।

এইরূপ, প্রশ্ন হইতে অর্থাৎ বিদ্যাসম্বন্ধে যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়া, পণ না থাকিলেও, পারিতোষিক স্বরূপ কেহ যাহা দান করে, তাহারও ভাগ হইবে না।

যাহা লাভ করা যায়, তাহারও ভাগ হইবে না। অথবা, উভয়ে পরস্পর বাদী হইয়া, সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা জন্য সমাগত হইলে, তাহার সম্যক্ নিরূপণ করিয়া দিয়া যে যষ্ঠাংশাদি লাভ করা যায়, তাহারও ভাগ হইবে না।

স্বজ্ঞানপ্রখ্যাপন অর্থাৎ শাস্ত্রাদিবিষয়ে আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিভাবিত করিয়া, প্রতিগ্রহাদি দ্বারা যাহা লাভ হয়, তাহারও ভাগ হইবে না।

বাদ অর্থাৎ উভয় ব্যক্তির শাস্ত্রবিজ্ঞানঘটিত বিবাদে অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হউক, পরস্পরের জ্ঞানবিষয়ক বিবাদস্থলে প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিয়া, যাহা লব্ধ হয়, তাহারও ভাগ হইবে না।

প্রাধ্যয়ন অর্থাৎ বহু ব্যক্তির এক বিষয়ে প্রতিযোগিতাস্থলে প্রকৃষ্টরূপ অধ্যয়ন করিয়া, যাহা লাভ করা যায়, তাহারও ভাগ হইবে না।

এইরূপ, শিল্পাদি বিদ্যা দ্বারা চিত্রকর ও স্বর্ণকারাদিবা যাহা প্রাপ্ত হয় এবং দ্যূতক্রীড়া দ্বারা অন্যকে পরাস্ত করত, যে কিছু লাভ করা যায়, তাহারও নাম বিদ্যাধন। অন্যে তাহার ভাগ পাইবে না॥ ৯৩॥

ইত্যাদি বচন সকলের ফলিতার্থ এই, যে কোন বিদ্যা দ্বারা যাহা কিছু লাভ হইয়া থাকে, তাহা অর্জ্জকের হইবে, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। ইহাই প্রদর্শন করিয়া, শ্রীকরাদি পণ্ডিতগণের ভ্রমনিরাস করিবার আশয়ে মহর্ষি কাত্যায়ন বিস্তারক্রমে বলিয়াছেন। অতএব, স্বজ্ঞানপ্রখ্যাপনাদি দ্বারা প্রতিগ্রহবলে যাহা কিছু লাভ করা যায়, তাহাও বিদ্যাধন। কেননা, বিদ্যা দেখিয়াই, বিদ্বান্‌কে ঐরূপ প্রতিগ্রহ দেওয়া হইয়া থাকে।

তথাহি, যম বলিয়াছেন, বিদ্যাশীল, নিত্যনৈমিত্তিকাদি-স্বধর্মচারী, স্বল্প লাভেই সন্তুষ্ট, ক্ষমাপরায়ণ অর্থাৎ কেহ পীড়ন করিলে, ক্ষমতা সত্ত্বেও তদীয় পীড়নে পরাঙ্মুখ, ইন্দ্রিয়াদি-দমনশীল, সত্যবাদী, প্রত্যুপকারে যত্নপরায়ণ, বৃত্তিহীন অথবা শিলোঞ্ছাদি বৃত্তিবিশিষ্ট, গোগণের গ্রাস আহরণে নিযুক্ত ও ব্যাঘ্রাদি হইতে তাহাদের পরিত্রাণকারক এবং যাগশীল ব্রাহ্মণই দানের প্রকৃত পাত্র।

ব্রতহীন, মন্ত্রহীন, জাতিমাত্রোপজীবী, ঈদৃশ ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে না; শিলা কখন শিলাকে পার করিতে পারে না।

এইরূপে, বিদ্যাবত্তা দ্বারাই পাত্রত্ব এবং অবিদ্বান্‌গণের অপাত্রত্ব স্থিরীকৃত হওয়াতে, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, বিদ্যাধ্যাপননিমিত্ত যাহা লব্ধ হয়, তাহাই বিদ্যাধন নামে পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহা তাহারা পূর্ব্বোক্ত কাত্যায়নবচন না দেখিয়াই বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা কোন মতেই গ্রাহ্য নহে। বিদধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাহা হইতে বিদ্যাশব্দ বিনিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যাশব্দে সকলপ্রকার জ্ঞান, বুঝাইয়া থাকে। এতাবতা, শিল্পজ্ঞান, দ্যূতজ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ ধনমাত্রেই বিদ্যাধন সিদ্ধ হইল॥ ৯৪॥

পুনশ্চ, শ্রীকরাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রতিগ্রহলব্ধ ধনকে যদি বিদ্যাধন বলা যায়, তাহা হইলে, যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের অভেদ দোষ সংঘটিত হয়। শ্রীকরের এই মতবাদও নিতান্ত মন্দ। কেননা, বিদ্যাধন সামান্যতঃ, যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহাদি নানা ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রেণীতে সম্বদ্ধ হইলেও, তত্তৎ ব্যক্তির কখন সংকীর্ণতা অর্থাৎ অভেদদোষ সংঘটিত হয় না। ইহার কারণ এই, যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ, ইহারা চিরকালই পৃথক্। তজ্জন্য, যাজন ও অধ্যাপন কখন প্রতিগ্রহ হইতে পারে না।

ইহার দৃষ্টান্ত যেমন, গো সামান্যতঃ একরূপ হইলেও, নীল, কপিল ও কাপোতিক অর্থাৎ

নির্ব্বিবাদ। অতএব, শিষ্য হইতে ও ঋত্বিকতা হইতে প্রাপ্ত ধনকে বিদ্যাধন স্মরণ করিয়া কাত্যায়ন মহর্ষি যাজন ও অধ্যয়ন উভয় ব্যাপারের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত কিছুমাত্র ভীত হন নাই। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, শ্রীকরাচার্য্য, পূর্ব্বপক্ষমাত্র আশ্রয় করিয়া, ঐরূপ সংকীর্ণতাদোষের আরোপ করিয়াছেন। সুতরাং, উহা গ্রাহ্য নহে॥ ৯৫॥

কাত্যায়ন শৌর্য্যাদি ধনের লক্ষণ করিয়াছেন। যথা, প্রাণসংশয় স্বীকার করিয়া, বলপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, প্রভু পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাতে যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তদুপলক্ষে যে কিছু ধন লাভ হইয়া থাকে, তাহাকে শৌর্য্যধন বলে। তাহার ভাগ হইবে না। সেইরূপ; ধ্বজাহৃত ধনও অবিভাজ্য হইয়া থাকে। শত্রুসৈন্য জয় করিয়া, স্বামীর জন্য প্রাণান্ত স্বীকার পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যাহা আহরণ করা যায়, তাহার নাম ধ্বজাহৃত ধন। ইহাও অন্যতর শৌর্য্যধন।

ভার্য্যার সহিত আগত অর্থাৎ ভার্য্যাপ্রাপ্তির সময়ে লব্ধ ধনের নাম বৈবাহিক ধন। তাহারও কেহ ভাগ পাইতে পারে না।

মনু ও বিষ্ণু উভয়ে অন্যান্য অবিভাজ্য ধনের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন, বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, কৃতান্ন, উদক, স্ত্রী, এবং যোগক্ষেম প্রচার এই সকল অবিভাজ্য।

এখানে বস্ত্রশব্দে অঙ্গযোজিত পংক্তিপরিচ্ছদার্থ বসন, পত্রশব্দে অশ্বাদি বাহন, অলঙ্কার অর্থাৎ অঙ্গুরীয়াদি আভরণ, কৃতান্ন অর্থাৎ লড্ডুকাদি, উদক অর্থাৎ কূপবাপীস্থ ব্যবহারযোগ্য জল, স্ত্রী অর্থাৎ দাসীব্যতীত স্ত্রী, যোগক্ষেমপ্রচার অর্থাৎ শয্যা, আসন, ভোজন ও আচমনাদির উপযুক্ত পাত্রাদি।

ব্যাসও বলিয়াছেন, যাজ্য, ক্ষেত্র, পত্র, কৃতান্ন, উদক ও স্ত্রী, এই সকল বস্তু, সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত অবিভাজ্য হইয়া থাকে।

যাজ্য অর্থাৎ যাগস্থান বা দেবতা; নতুবা যাজনলব্ধ ধন নহে। কেননা, তাহা বিদ্যাধনেরই অন্তর্গত। তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, গোগণের প্রচরণস্থান, রথ্যা বা পথ, অঙ্গযোজিত বস্ত্র, প্রাযোজ্য এবং শিল্পার্থ, এই সকল বস্তু বৃহস্পতির মতে অবিভাজ্য। প্রাযোজ্যশব্দে যাহাতে যাহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন, পণ্ডিতের পুস্তকাদি। মূর্খের তাহাতে অধিকার নাই। শিল্পার্থ অর্থাৎ শিল্পের উপযুক্ত, উহাতে শিল্পীগণেরই প্রয়োজন, যাহারা শিল্পজ্ঞানশূন্য, তাহাদের প্রয়োজন নাই।

শঙ্খ ও লিখিতও বলিয়াছেন, প্রজাপতির মতে, বাস্তুর বিভাগ হয় না, উদকেরও ভাগ নাই, পাত্র ও অলঙ্কারও অবিভাজ্য এবং যাহার যাহা উপযুক্ত নহে, যেমন মূর্খের সম্বন্ধে পুস্তকাদি, তাহারও কেহ ভাগ পাইবে না। এইরূপ, স্ত্রী, অঙ্গযোজিত বস্ত্র, জল, প্রচার অর্থাৎ জলপ্রণালী অথবা যোগক্ষেম প্রচার, রথ্যা, এই সকলও অবিভাজ্য॥ ৯৬॥

পিতা বর্ত্তমানে যে বাস্তুভূমিতে যে ব্যক্তি গৃহ ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ করে, তাহা তাহার অবিভাজ্য হইয়া থাকে। কেননা, পিতা নিষেধ না করাতে, তাহা তাহার অনুমোদিত বলিতে হইবে।

এইরূপ পিতামহের যে দ্রব্য বহুকাল অক্ষমতা বশতঃ নষ্ট হইয়াছে অথবা প্রতীকারপরাঙ্মুখতাবশতঃ অন্যান্যেরা তাহার প্রতীকার করে নাই, পিতা আপনার ধন ব্যয় ও শরীরায়াস স্বীকার করিয়া তাহার প্রতীকার করিলে তাহা পিতারই হইয়া থাকে, সাধারণের নহে।

যথা, মনু বলিয়াছেন, পিতা পুত্র কর্তৃক অনবাপ্ত অর্থাৎ অনুদ্ধৃত যে পিতামহধনের উদ্ধার করেন, তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে, পুত্রেরা সে ধনের ভাগ পাইবে না।

এই বচনে, অনবাপ্যস্থলে যে অনবাপ্যং অথবা অনবাপ্য পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বথা অসঙ্গত।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পিতামহের যে হৃত দ্রব্য পিতা স্বশক্তি দ্বারা উপার্জ্জন করেন, এবং বিদ্যা ও শৌর্য্যাদি দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতে, পিতার স্বামিত্ব। সুতরাং, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে তাহার দান বা ভোগ করিবেন। তাঁহার পরলোক হইলে, পুত্রেরা তাহার সমান অংশ করিয়া লইবে।

এখানে স্বশক্তিপদে অসাধারণ ধন ও শরীরব্যাপার দর্শন করান হইয়াছে। উল্লিখিত দুই বচনেই পিতৃপদ উপলক্ষ মাত্র। যে ব্যক্তি উদ্ধার করিবে, তাহা তাহারই হইবে, ইহাই প্রতিপাদনজন্য স্বোপার্জ্জিতপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ, স্বোপার্জ্জিত অক্রমাগত দ্রব্যের ন্যায় ক্রমাগত অর্থাৎ পিতাদি হইতে প্রাপ্ত ধন উদ্ধৃত হইলেও, উক্তরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। কেবল, ভূসম্পত্তিতে এই বিধি বর্ত্তিবে না।

ভূমিসম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, শঙ্খ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একাকীই পূর্ব্ববিনষ্ট ভূমি শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক উদ্ধার করে, অন্যান্যেরা তাহারে তাহার চতুর্থ অংশ প্রদান করিয়া, যথাযথ ভাগ করিয়া লইবে।

যদিও এখানে, এবকার অর্থাৎ ইশব্দ প্রয়োগ করাতে, অসাধারণ ধন ও শরীরব্যাপার বুঝাইয়া থাকে, তথাপি, উদ্ধারকর্ত্তার তাহাতে অসাধারণ্য নাই। উদ্ধৃত ভূমির চতুর্থাংশ অধিক তাহাকে দিতে হইবে॥ ৯৭॥

ইতি বিভাজ্য ও অবিভাজ্য নিরূপণ সম্পূর্ণ।

সম্প্রতি বিভাগের পর যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তাহার যেরূপ বিভাগপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতেছে। মনু ও নারদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বিভাগের পর জন্ম গ্রহণ করিলে, পিতারই ধন পাওয়া যায়। এবং পিতার সহিত যাহারা সংসৃষ্ট থাকে, তাহাদের সহিত ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইহার অর্থ এই, যদি পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া, স্বয়ং শাস্ত্রমত ভাগ গ্রহণ করিয়া, পুত্রের সহিত বিভক্ত অবস্থায় পরলোকগামী হন, তাহা হইলে, বিভাগের পর সমুদ্ভূত পুত্র পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে; উহাই তাহার ভাগ।

পুনশ্চ, যদি পিতা কোন পুত্রের সহিত অবিভক্ত থাকিয়া, পরলোক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে আপনার ভাগ গ্রহণ করিবে।

যথা, গৌতম বলিয়াছেন, বিভক্তজ পুত্র পিতৃধনই প্রাপ্ত হয়। বিভাগের পর যাহার গর্ভাধান হয়, তাহার নাম বিভক্তজ, অর্থাৎ বিভক্ত অবস্থায় পিতা কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত। গর্ভাধান ব্যতিরেকে জনকের জননব্যাপার সম্ভব নহে। অতএব স্ত্রী অজ্ঞাতগর্ভা থাকিতে, যদি পুত্রেরা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে, বিভাগের পর প্রসূত পুত্র তাহাদের নিকট হইতে ভাগ গ্রহণ করিবে; কেবল একমাত্র পুত্র নহে, বহু পুত্র বিভক্ত হইবার পর জন্মিলেও, পৈতৃক ধনের অংশ লইবে। এস্থলে বিশেষ এই, পিতা যদি বিভাগের পূর্ব্বে পত্নীকে অন্তর্বত্নী জানিয়া, গর্ভস্থের ভাগ রাখিয়া বিভাগ করেন, তাহা হইলে, বিভক্তজ পুত্রের অভাবে অন্যান্য পুত্রেরা সেই ভাগের অংশ করিয়া লইবে। আর, যদি পিতা পত্নীকে নিশ্চয়ই গর্ভবতী জানিয়াও, স্বাধীনতা বশতঃ সমস্ত ধন পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, বিভক্ত পুত্রগণের সেই ভাগে স্বামিত্ব সংঘটিত হওয়াতে, গর্ভস্থ পুত্র তাহার ভাগ পাইবে না, পিতার প্রাপ্ত ধনেরই ভাগাধিকারী হইবে। পুনরায় অন্য বিভক্তজ পুত্র জন্মিলে, তাহার প্রথমোক্ত বিভক্তজের তুল্যাংশ হইবে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সহোদর বা বৈমাত্রেয় যে কেহ ভ্রাতা পিতার সহিত বিভক্ত হইলে, তাহাদের অনন্তরজাত ভ্রাতৃগণ কেবল পিতৃভাগেরই অধিকারী হইবে। কেননা, পূর্ব্বজাত পুত্রেরা যেমন পিতৃভাগে অনীশ অর্থাৎ স্বামিত্বহীন, বিভক্তজ পুত্রেরাও তেমন ভ্রাতৃভাগে প্রভুত্বশূন্য॥ ৯৮॥

বিভাগের পূর্ব্বজাত পুত্র পৈতৃক ধনের অধিকার প্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ বিভক্তজ পুত্রও ভ্রাতৃভাগের অধিকারী হয় না।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পুত্রগণের সহিত বিভক্ত হইয়া, পিতা স্বয়ং যাহা অর্জ্জন করেন, বিভক্তজ পুত্র তৎ সমস্ত গ্রহণ করিবে, পূর্ব্বজ পুত্রগণের তাহাতে স্বামিত্ব নাই। ধনে যেমন স্বামিত্ব নাই, ঋণ, দান, বন্ধক ও ক্রয় সম্বন্ধেও সেইরূপ স্বামিত্বাভাব।

এখানে সমস্তশব্দপ্রয়োগ করাতে, ইহাই প্রদর্শিত হইল, পিতার অর্জ্জিত বহুতর ধনও বিভক্তজ পুত্র গ্রহণ করিবে।

পুনশ্চ, পিতা যাহা স্বয়ং অর্জ্জন করেন, ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ংশব্দপ্রয়োগ থাকাতে, ইহাও বুঝিতে হইবে, বিভাগের পর পিতা সংসৃষ্ট থাকিয়াও, আপনার ধন ও পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করেন, একমাত্র বিভক্তজ পুত্রই তাহা পাইবে, সংসৃষ্ট ভ্রাতারা পাইবে না।

বিভাগের পর পিতা যে ঋণ করেন, বিভক্তজ পুত্রই তাহার শোধ করিবে, অন্যান্য ভ্রাতারা নহে। পুনশ্চ পিতা যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, অথবা যাহা বন্ধক দিয়াছেন; কিংবা কান বস্তু ক্রয় করিয়া যদি মূল্য দিয়া না থাকেন, বিভক্তজ পুত্রই তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিবে।

অশৌচ ও উদকক্রিয়া ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে উক্ত ভ্রাতৃগণের পরস্পরের প্রভুত্ব নাই।

এই বচনে অশৌচ ও উদকক্রিয়া মাত্র প্রদর্শন করিয়া, ধনাধিকারসম্বন্ধে পরস্পরের প্রভুত্ব সুদূরে নিরাকৃত করিলেন। এই ব্যবস্থা কেবল পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনমাত্রেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পিতা যদি পিতামহের ভূম্যাদি ধন ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, গ্রহণ করিবে। কেননা, মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে, তাহার ভাগ হইতে পারে না।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতৃকর্ত্তৃক বিভক্ত পুত্রেরা বিভাগের পর সমুৎপন্ন ভ্রাতাকে বিভাগ প্রদান করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বিভক্ত হইবার পর, সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র জন্মে, সে পূর্ব্বজাত ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে ব্যয়াবশিষ্ট দৃশ্য ভূমি প্রভৃতির বিভাগ প্রাপ্ত হইবে।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লিখিত ব্যবস্থা পিতামহধনেই ঘটিয়া থাকে। তাহা না হইলে, বিভক্তজ পুত্র কেবল পিতার ধনই পাইবে, এই বচনের সহিত বিরোধ ঘটে এবং মাতার রজোনিবৃত্তিবিষয়ক যুক্তিও নিরর্থক হইয়া উঠে॥ ৯৯॥

অধুনা, বিভাগের পর আগত ব্যক্তির বিভাগব্যবস্থা কীর্ত্তন করা যাইতেছে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, বিভাগ হউক বা না হউক, সাধারণ ধনের অংশী দৃষ্ট হইলে, তাহাকে ভাগ দিতে হইবে।

পিতামহের যে কিছু ঋণ, ক্ষেত্র বা গৃহ লেখ্য অর্থাৎ দলিলে লেখা থাকে, বহুকাল প্রবাসের পর আগমন করিয়া, তাহার ভাগ পাওয়া যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি গোত্রসাধারণ ধন ত্যাগ করিয়া, অন্য দেশে বাস করে, তাহার বংশের কেহ আগমন করিলে, তাহাকে ভাগ দিতে হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।

তৃতীয়, বা পঞ্চম অথবা সপ্তম পুরুষ হইলেও, যদি তাহার জন্ম ও নাম জানা যায়, তাহা হইলে সে পিতামহধনের অংশ পাইবে।

বংশপরম্পরাক্রমে তদ্দেশবাসী ও প্রতিবাসীরা যাহাকে ধনস্বামী বলিয়া, অবগত থাকে, তাহার বংশীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, জ্ঞাতিগণ তাহাকে ভূসম্পত্তির অংশ প্রদান করিবে।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, চিরপ্রবাসী ব্যক্তির বংশীয় যে কেহ উপস্থিত হইয়া, বংশপরম্পরাক্রমে তদ্দেশবাসী ও প্রতিবাসীগণের সাহায্যে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া, ভাগ গ্রহণ করিবে। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাগ পাইবে। অষ্টমাদি পুরুষেরা প্রাপ্ত হইবে না॥ ১০০ ॥

ইতি বিভাগানন্তরাগতবিভাগ সম্পূর্ণ।

সম্প্রতি এক পিতার ঔরসে সবর্ণা ও ভিন্নবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রগণের বিভাগবিধি কথিত হইতেছে।

সবর্ণার পাণিগ্রহণের পর ভিন্নবর্ণার পাণিগ্রহণ প্রচলিত আছে। তথাহি, মনু বলিয়াছেন, দ্বিজাতিগণ বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমে সবর্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন; ইহাই প্রশস্ত কল্প। কামতঃ প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমশঃ বক্ষ্যমাণ বিধানে নিম্নজাতীয়া স্ত্রী পরিগ্রহ করিবে। শূদ্র কেবল শূদ্রারই পাণিপীড়নে প্রবৃত্ত হইবে; বৈশ্য শূদ্র ও সজাতীয় কন্যার বিবাহ করিবে; রাজা শূদ্র ও বৈশ্যজাতীয়া এবং সবর্ণা পত্নীর পরিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন। আর, ব্রাহ্মণ চারি বর্ণেরই পাণিপীড়ন করিবেন।

ইহাতে স্পষ্ট বলা হইল, নিম্নজাতীয় পুরুষ উৎকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীর পাণিপীড়নে প্রবৃত্ত হইবে না। উহা তাহার পক্ষে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। আর, কামতঃশব্দপ্রয়োগ থাকাতে, দোষের অল্পত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে; নতুবা দোষাভাব নহে।

যথা, শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন, সকলেই সজাতীয়া ভার্য্যা পরিগ্রহ করিবে। উহাতে তাহাদের শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে। ইহাই প্রথমকল্প। আর ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই ও শূদ্রের এক বিবাহ অনুকল্প। সুতরাং, প্রথম কল্প ত্যাগ করিয়া অনুকল্পের আশ্রয় করিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, ইহাও জানান হইল। অনুকল্প বিবাহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। উপরে যে চারি তিন ইত্যাদি বলা হইল, তাহা জাতিগত বুঝিতে হইবে। সুতরাং, ব্রাহ্মণ পাঁচ ছয়টী ব্রাহ্মণী কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার দোষ হইবে না॥ ১০১ ॥

ক্ষত্রিয়াদি এই সকল কন্যা পরিণীতা হইলেই, ভার্য্যারূপে গণ্য হইবে।

তথাহি, পৈঠীনসি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের চারিটী পরিণীতা পত্নী, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই এবং শূদ্রের বিবাহিতা একমাত্র স্ত্রী।

অনুলোমবিধানেও ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যার পাণিপীড়ন করিলে, বহুলদোষগ্রস্ত হইয়া থাকেন। যথা, মনু ও বিষ্ণু বলিয়াছেন, দ্বিজাতিরা মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রী পরিগ্রহ করিলে, সন্তানের সহিত স্বীয় বংশের শূদ্রতা আশু সমুদ্ভাবন করেন।

অত্রি ও গৌতম বলিয়াছেন, শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিলে, পতিত হইতে হয়।

শৌনক বলিয়াছেন, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিলেই, পতিত হইতে হয়।

ভৃগু বলেন, সেই পুত্রের পুত্র হইলে, পতিত হইতে হয়।

শূদ্রাকে নিজ শয্যায় আরোপিত করিলেই, ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়। এবং তাহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলেই, ব্রাহ্মণের হানি হইয়া থাকে।

এই সকল ব্যবস্থা ক্রমোঢ়াবিষয়ক। আর, হারীত যাহা বলিয়াছেন, মন্বাদি বাক্যের সহিত তাহার ঐক্য থাকাতে, শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণস্থলেই তাহা ঘটিয়া থাকে।

যথা, হারীত বলিয়াছেন, আর কেহই ব্রহ্মহত্যাকারী নহে, শূদ্রার পতিই ব্রহ্মহত্যাকারী-পদবাচ্য। কেননা, যে ব্যক্তি শূদ্রাতে গর্ভাধান করে, সেই ব্রাহ্মণহত্যা করিয়া থাকে।

এইজন্য, শঙ্খ শূদ্রা ত্যাগ করিয়া, দ্বিজাতিভার্য্যাপরিগ্রহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, ব্রাহ্মণের এই তিন ভার্য্যা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আর, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এবং বৈশ্যের বৈশ্যা ও শূদ্রের শূদ্রাই ভার্য্যা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অতএব, স্বয়ং অনূঢ়া অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে অপত্য উৎপাদন করিলে, ঐ সকল দোষ হয় না; কিন্তু স্বল্পমাত্র দোষ হইয়া থাকে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও সামান্য। পরে ইহা বলিবেন ॥১০২॥

মনু চাতুর্ব্বর্ণ্য পুত্রের এইরূপ বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, ব্রাহ্মণীর গর্ভজ পুত্র পিতৃ-ধনের তিন অংশ, ক্ষত্রিয়পুত্র অংশদ্বয়, বৈশ্যাপুত্র সার্দ্ধৈক ভাগ ও শূদ্রাপুত্র একভাগ লইবে।

অথবা সমুদায় ধন দশ ভাগ করিয়া, ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ বিধানে ধর্ম্মসঙ্গত বিভাগ করিয়া দিবেন। যথা, ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ লইবেন, ক্ষত্রিয়পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যপুত্র দুই ভাগ ও শূদ্রপুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে।

কিঞ্চিৎ গুণবত্তানুসারে উক্তরূপ বিভাগপ্রকারদ্বয় কথিত হইয়াছে। তথাহি বিষ্ণু বলিয়া-য়াছেন, ব্রাহ্মণের যদি চারি স্ত্রীতে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়, এই অবধি, উল্লিখিত ক্রমানুসারে অন্যত্রও অংশ কল্পনা করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত, উল্লেখ করিয়া, যে বিষ্ণুসূত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ যথা,

ব্রাহ্মণের চারি পত্নীতেই পুত্র জন্মিলে, সমুদায় ধন দশ ভাগ করিয়া, ব্রাহ্মণীপুত্রকে চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়াপুত্রকে তিন ভাগ, বৈশ্যাপুত্রকে দুই ভাগ ও শূদ্রাপুত্রকে এক ভাগ দিবে।

শূদ্রা ব্যতীত অন্য তিন স্ত্রীর পুত্র জন্মিলে, নয় ভাগ করিয়া, যথাক্রমে চারি, তিন ও দুই ভাগ লইবে।

ক্ষত্রিয়াপুত্র না থাকিলে, সাত ভাগ করিয়া চারি, দুই ও এক ভাগ ক্রমে গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণীর পুত্র যদি না থাকে, ছয় ভাগ করিয়া তিন, দুই ও এক ভাগ ক্রমে লইতে হইবে।

ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত পুত্রেরাও এইরূপে ছয় ভাগ করিয়া, গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজ পুত্রেরা সাত ভাগ করিয়া, যথাক্রমে চারি ও তিন ভাগ লইবে।

ব্রাহ্মণী ও বৈশ্যাপুত্রেরা ছয় ভাগ করিয়া, চারি ও দুই ভাগ ক্রমে গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণী ও শূদ্রার পুত্রেরা পাঁচ ভাগ করিয়া, যথাক্রমে চারি ও এক অংশ লইবে।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যপুত্র থাকিলে, পাঁচ ভাগ করিয়া, তিন ও দুই ক্রমে গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণের অথবা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও শূদ্রা পুত্রেরা চারি ভাগ করিয়া, যথাক্রমে তিন ও এক ভাগ লইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজ পুত্রেরা দুই ও এক ভাগক্রমে তিন ভাগ করিয়া, গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণীর পুত্রদ্বয় ও এক শূদ্রাপুত্র থাকিলে, সমুদায় বিষয় নয় অংশ করিয়া, ব্রাহ্মণীপুত্রদ্বয় ভাটগা ও অবশিষ্ট অংশ শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিবে।

শূদ্রের দুই পুত্র ও ব্রাহ্মণীর এক পুত্র থাকিলে, ছয় ভাগ করিয়া, ব্রাহ্মণীপুত্র চারিভাগ শূদ্রাপুত্র দুই ভাগ লইবে।

ব্রাহ্মণীর এক পুত্র ও ক্ষত্রিয়ের দুই পুত্র থাকিলে, চারি ও ছয় ভাগ ক্রমে দশ ভাগ করিয়া হণ করিবে॥ ১০৩॥

ব্রাহ্মণজাত ক্ষত্রিয়াপুত্র যদি জন্ম দ্বারা সকলের জ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণী-ত্রের সমান অংশ পাইবে। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের জাত বৈশ্যপুত্র যদি ঐরূপ সকলের জ্যেষ্ঠ ও ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, তদনুরূপে তুল্যাংশভাগী হইবে।

যথা, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, বিপ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র জন্মজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ হইলে, াহ্মণীপুত্রের সমান অংশ পাইবে। ক্ষত্রিয়াজাত বৈশ্যপুত্র ঐরূপ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবিশিষ্ট ইলে, ক্ষত্রিয়াপুত্রের তুল্য অংশ প্রাপ্ত হইবে।

বৌধায়ন বলিয়াছেন, সবর্ণার পুত্র ও অনন্তরার পুত্র, উভয়ের মধ্যে অনন্তরাপুত্র গুণবান্ ও জ্যষ্ঠ হইলে, জ্যেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবে। কেননা, গুণবান্ অবশিষ্টগণের ভরণপোষণ করিয়া থাকে।

ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপাদিত হইল, জ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ হইলে, শূদ্রার পুত্রও বৈশ্যাপুত্রের তুল্যাংশ লইবে।

তবে, বিশেষ এই, পিতা প্রতিগ্রহ দ্বারা যে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন, তাহা ব্রাহ্মণীপুত্রেরই র্হিয়া থাকে, ক্ষত্রিয়াদির নহে। আর, পুরুষানুক্রমিক গৃহ ও ক্ষেত্র দ্বিজাতিপুত্রেরাই পাইবে; শূদ্রপুত্র নহে।

তথাহি, বৃহন্মনু বলিয়াছেন, ব্রহ্মদায়াগতা অর্থাৎ প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমি ব্রাহ্মণীপুত্রেরই প্রাপ্য হইয়া থাকে। আর, ক্রমাগত গৃহ ও ক্ষেত্র দ্বিজপুত্রগণের অধিকারগত হইবে।

এখানে ক্রমাগতশব্দে পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতির গৃহীত; উহাতে সকল দ্বিজাতি-ত্রেরই সম্বন্ধ। কেননা, কোনরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ নাই।

প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমিতে ক্ষত্রিয়াদি পুত্রগণের অধিকার নিষেধ করিয়া, তদীয় নপ্তা প্রভৃতিরও ধিকারাভাব জানান হইল।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমি ক্ষত্রিয়াদির পুত্রকে প্রদান করিবে া। যদিও ইহার পিতা দান করেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণীপুত্র তাহা লইবেন।

এতাবতা, প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমিকেই ব্রহ্মদায়াগত বলিয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মশব্দে বদ। তাহার অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞানবত্তা দ্বারাই প্রতিগ্রহপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। নতুবা, নুর কথিত অর্চ্চনা দ্বারা লব্ধ ভূমিকে ব্রহ্মদায়াগতা বলে না।

যথা, মনু বলিয়াছেন, যে সকল ব্রাহ্মণ গুরুকুল হইতে বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যা-মন করেন, রাজা তাঁহাদের পূজা করিবেন। নৃপগণের পক্ষে ইহা অক্ষয় ব্রাহ্মবিধি বলিয়া থিত হইয়াছে।

পূজাশব্দে পারিতোষার্থক ক্রিয়া। এই বচনে সেই পূজার বিধি আছে। অতএব, তৎপ্রসঙ্গে য দান করা হয়, তাহা পরিতোষের নিমিত্ত, অদৃষ্টার্থক নহে। অদৃষ্টনিমিত্ত যে দ্রব্য ত্যাগ করা য়, তাহার স্বীকার করার নাম প্রতিগ্রহ। অথবা, মনু অর্চ্চনা দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির অধিকার প্রতিষেধ করিয়াছেন, ; আর, বৃহস্পতি প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমির অধিকারের ব্যবস্থা প্রদান করেন াই। এতাবতা প্রতীত হইল, একমাত্র ব্রাহ্মণীপুত্রই এই দ্বিবিধ ভূসম্পত্তির অধিকারী; ন্যান্যেরা নহে॥ ১০৪॥

ব্রাহ্মণের ভূমিমাত্রই যে ব্রাহ্মদায়শব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। দ্বিজাতিপুত্রগণের ক্রমাগত গৃহ ও ক্ষেত্র সম্বন্ধের বাচনিকতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। অর্থাৎ,

প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য ভূমিতে ক্ষত্রিয়াদির গর্ভজাত অন্যান্য পুত্রের যখন অধিকার বলিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, কেবল প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমিই ব্রহ্মদায়পদবাচ্য। পুনশ্চ, কেবল শূদ্রাপুত্রেরই ঐরূপ গৃহ ও ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষেধ করিয়াছেন।

যথা, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র ভূসম্পত্তির ভাগ পাইবে না। সজাতার গর্ভজাত অর্থাৎ শূদ্র হইতে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা।

এখানে, ভূমিমাত্রের অধিকার শূদ্রাপুত্রে প্রতিষিদ্ধ করিয়া, স্পষ্টই প্রতিপাদন করিলেন, দ্বিজাতিগণ ক্রয় ও প্রদানাদি দ্বারা যে ভূমি সংগ্রহ করেন, তাহাতেও শূদ্রাপুত্রের অধিকার নাই।

ব্রাহ্মণের যদি একমাত্র শূদ্রপুত্র থাকে, তাহা হইলে, সে তৃতীয় ভাগ অধিকার করিবে এবং ভাগদ্বয় সপিণ্ডেরা পাইবেন। সপিণ্ডাভাবে সকুল্যগণে বর্ত্তিবে এবং তদভাবে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পাইবে।

যথা, দেবল বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের একমাত্র নিষাদ পুত্র থাকিলে, তৃতীয় ভাগ পাইবে; আর, সপিণ্ড ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবে; তদভাবে সকুল্য ও তদভাবে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পাইবে।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রার গর্ভে সমুৎপন্ন পুত্রকে নিষাদ বলিয়া থাকে। সপিণ্ড ও সকুল্য উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা পরে বলিবেন ॥ ১০৫ ॥

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়ের যদি একমাত্র শূদ্রপুত্রই থাকে, তাহা হইলে, সে ধনের অর্দ্ধাংশ পাইবে। আর অর্দ্ধ বক্ষ্যমাণ অপুত্র ধনাধিকারিগণ গ্রহণ করিবে।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়ের একমাত্র শূদ্রপুত্র অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে। আর অপুত্রক ধনের যেরূপ গতি হয়, অপর অর্দ্ধের সেইরূপই হইবে। বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন হইলেই, শূদ্রাপুত্র ঐরূপ তৃতীয় ও অর্দ্ধাংশভাগী হইয়া থাকে জানিবে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, অন্য পুত্র থাকুক আর নাই থাকুক, শূদ্রপুত্রকে ধর্ম্মতঃ দশম অংশের অধিক দিবে না।

এস্থলে, দ্বিজপুত্রের অভাবেও দশমাংশের অধিক দান নিষেধ করাতে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, পূর্ব্ব বচনে যে তৃতীয় ও অর্দ্ধাংশ দান বিহিত হইয়াছে, তাহা কেবল বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন শূদ্রপুত্রেই ঘটিবে।

তবে যে মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদের শূদ্রাপুত্র ধনের ভাগ পাইবে না। পিতা ইহাকে যাহা দিবেন, তাহাই ইহার ধন হইবে।

এই বচনে, শূদ্রাপুত্রের কেবল ধনভাগিত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। নতুবা শূদ্রাপুত্র পিতৃপ্রসাদলব্ধ ধনের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ বিধির কোন বাধাই দৃষ্ট হয় না।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, অন্য অপত্য না থাকিলে, যদি শূদ্রাপুত্র পিতার সেবায় নিযুক্ত ও গুণবান্ হয়, তাহা হইলে, জীবিকার্থ ধন পাইবে; অবশিষ্ট, সপিণ্ডগণের হইবে।

ইহার অর্থ এই, শূদ্রাপুত্রকে তাহার জীবনযাত্রার উপযোগী কৃষ্যাদির জন্য কিছু ধন দিতে হইবে। নির্গুণ হইলে কেবল পাদসেবার জন্য ছাত্রের ন্যায় অন্নাচ্ছাদন নির্ব্বাহের উপযোগী কিছু প্রদান করিবে ॥ ১০৬ ॥

পুনশ্চ, মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ কামবশতঃ শূদ্রার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেন, সে পারণ অর্থাৎ জীবিতসত্ত্বেও শব; এইজন্য তাহার নাম পারশব।

মনুর এই বচন অপরিণীতা শূদ্রাপুত্রবিষয়ক। কেননা, পরিণীতা শূদ্রাপত্নীতে একবার ঋতুকাল গমনের বিধি বিহিত হইয়াছে। সেই একবার গমনেই গর্ভাধান হইয়া থাকে, দ্বিতীয়াদি গমনে নহে।

যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ভ্রাতা নিঃসন্তান মরিলে, নিয়োগবিধির অনুসরণক্রমে ঋতুকালে একবার তাহাতে উপগমন করিবে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, শুক্লবস্ত্রপরিধানা ও নিয়মপরায়ণা স্ত্রীতে যথাবিধি উপগমন করিয়া, যতদিন না গর্ভ হয়, তাবৎ প্রত্যেক ঋতুতে এক এক বার সঙ্গত হইবে।

প্রথম উপগমনমাত্রেই গর্ভাধান হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে, এক একবার, এইরূপ বাক্য-প্রয়োগ দৃষ্টার্থ; অন্যথা, ইহার অদৃষ্টার্থত্ব কল্পনা করিতে হয়। অর্থাৎ পুত্রোৎপাদনার্থ প্রাথমিক অভিগমনই শাস্ত্রার্থ; দ্বিতীয়াদি অভিগমন পুত্রজননরূপ দৃষ্ট প্রয়োজন নিমিত্ত। এই-জন্য, লোকব্যবহারেও, প্রথম অভিগমনের দিবস অবলম্বন করিয়া, মঙ্গলাচরণার্থ তত্তৎ মাস বিহিত পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি সংস্কার সম্পাদন জন্য মাসগণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে, কামবশতঃ পুত্র উৎপাদন করে, ইত্যাদি বচন অবিবাহিতা শূদ্রপত্নীতেই ঘটিয়া থাকে॥ ১০৭॥

কিন্তু, শূদ্রের অপরিণীতা দাসী প্রভৃতি শূদ্রাপুত্র পিতার অনুমতিক্রমে পুত্রান্তরের তুল্যাংশ-ভাগী হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, দাসী বা দাসের দাসী, ইহাদের গর্ভে শূদ্রের যে পুত্র জন্মে, সে পিতার অনুজ্ঞাক্রমে অংশ পাইয়া থাকে, ইহা ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা। অনুমতি না থাকিলে, অর্দ্ধাংশ পাইবে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, শূদ্রকর্ত্তৃক দাসীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পিতার ইচ্ছাক্রমে সমান অংশ প্রাপ্ত হয়। পিতার পরলোক হইলে, অর্দ্ধাংশভাগী হইয়া থাকে।

পরিণীতা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র না থাকিলে, সেই শূদ্রাদাসীপুত্র সমস্ত ধনের অধিকারী হয়। দৌহিত্র না থাকিলে, ঐরূপ ব্যবস্থা। থাকিলে, সমগ্র ধন পাইবে না।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ভ্রাতৃশূন্য শূদ্রা দাসীপুত্র, দৌহিত্র না থাকিলে, শূদ্রাপত্নির সমস্ত ধনে অধিকারী হয়।

দৌহিত্র থাকিলে, সমান ভাগ পাইবে। কেননা, এসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ বিধি নাই। তথাহি, অপরিণীতার গর্ভজাত হইলেও, উহার পুত্রত্বসম্বন্ধ আছে। অপরের বিবাহিতা গর্ভজাত হইলেও, দৌহিত্রসম্বন্ধ সংঘটনবশতঃ শূদ্রদাসীপুত্র ও দৌহিত্র উভয়ের তুল্যাংশ প্রাপ্তি যুক্তি-সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১০৮॥

ইতি অনুলোমজ পুত্রবিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, পুত্রিকাকরণের পর ঔরসপুত্র জন্মিলে. উভয়ের যেরূপ বিভাগ বিহিত, তাহা বর্ণন করা হইতেছে।

পুত্রিকা ও ঔরসপুত্র উভয়ে তুল্য ভাগ পাইবে। কিন্তু পুত্রিকা জ্যেষ্ঠ বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত বিংশোদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে না।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পুত্রিকাকরণের পর যদি পুত্র জন্মে, তাহা হইলে সমান ভাগ হইবে। স্ত্রীর কখন জ্যেষ্ঠতা ধর্ত্তব্য নহে।

ইহার যুক্তি এই, পুত্রিকা স্বয়ং জ্যেষ্ঠ পুত্রের কার্য্য করিতে পারে না। স্বপুত্র দ্বারাই পিণ্ড দান করিয়া থাকে, এই কারণে পুত্রিকার জ্যেষ্ঠত্ব নাই।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পুত্রহীন ব্যক্তি এইরূপ বিধানে কন্যাকে পুত্রিকা করিবে যে, ইহার গর্ভে যে অপত্য জন্মিবে, সে আমার শ্রাদ্ধকারী হইবে।

পুনশ্চ, পুত্রিকার গর্ভে প্রথমে পুত্র জন্মিলে, যদি তাহার পর ঔরস পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহ

হইলেও পুত্রিকাপুত্রের জ্যেষ্ঠতা সিদ্ধ হইবে। কেনন', পুত্রিকার পুত্র পৌত্র বলিয়া, শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পুত্রিকা করা হউক, আর নাই হউক, পুত্রী অনুরূপ পতির ঔরসে যে পুত্র লাভ করে, সেই পুত্র দ্বারা মাতামহ পৌত্রী অর্থাৎ পৌত্রযুক্ত হইয়া থাকেন। অতএব সে তাহার পিণ্ড দিয়া, ধন গ্রহণ করিবে।

ফলতঃ, পুত্রিকাই প্রকৃত পুত্র। এই কারণে তাহার পুত্র পৌত্র হইয়া থাকে। তদ্বিশিষ্টকে পৌত্রী বলে। জ্যেষ্ঠ বলিয়া, পৌত্রের অধিক ভাগপ্রাপ্তি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না॥১০৯॥

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, আমি এই ভ্রাতৃহীনা দুহিতাকে অলঙ্কৃতা করিয়া, তোমারে সম্প্রদান করিতেছি। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার পুত্র হইবে।

এই বচনে পুত্রিকাপুত্রেরই পুত্রত্ব বলিয়াছেন। এই কারণে পুত্রিকা ও তৎপুত্রের পুত্রত্ব ঘটাতে, মনুবচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য পিণ্ডদানমাত্রযোগপ্রযুক্ত ইহার পুত্রত্ব গৌণ। পুত্র দ্বারা পুত্রিকার পিণ্ডদাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, পুত্রিকাপুত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং পুত্রিকা পরে ক্ষসম্বন্ধে পিণ্ডদানে অধিকারবিশিষ্ট। তথাপি, পুত্রিকার অঙ্গজ বলিয়া, তাঁহারই প্রাধান্য, বুঝিতে হইবে।

পুত্রিকা ও ঔরস পুত্র সবর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিভাগ অর্থাৎ পরস্পর সমান ভাগ পাইবে। আর অসবর্ণ হইলে, অসবর্ণ ও ঔরস পুত্র যেরূপ তিন, দুই ও এক ভাগ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপই পাইবে। পুত্রিকা ও ঔরস পুত্র পরস্পর সমান। পুত্রিকা করিলেও, যদি সে পুত্রবতী না হইতেই বিধবা হয়, অথবা বন্ধ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে পিতৃধনে অধিকার পাইবে না। কেননা, শ্রাদ্ধকারী পুত্রের নিমিত্তই পুত্রিকা করা হইয়াছে। সেই পুত্রের অভাব হইলে সেই পুত্রিকা অগত্যা অন্য দুহিতার সমান হইবে। অর্থাৎ পুত্রিকা ভিন্ন অন্যান্য কন্যা যেমন পুত্রহীনা, পতিহীনা ও বন্ধ্যা হইলে. অনন্তরাধিকারীরা তদীয় পিতৃধন পাইয়া থাকে, প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ বিধি অবলম্বিত হইবে॥ ১১০॥

ঔরস পুত্রের সহিত ক্ষেত্রজপ্রমুখ পুত্রগণের বিভাগপ্রসঙ্গে, যাহারা পিতার সবর্ণ এবং ঔরস অপেক্ষা উত্তমবর্ণ অথবা তাহার সমানবর্ণ, তাহারা ঔরসপুত্রভাগের তৃতীয়াংশভাগী হইবে। উত্তম ও সমান বর্ণ ভেদে ঐ সকল পুত্রের নাম যথা. পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, কানীন, গূঢ়জ, অপবিদ্ধ, সহোঢ়, পৌনর্ভব, দত্তক, স্বয়মুপাগত, কৃতক ও ক্রীত।

দেবল এই দ্বাদশ পুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া, বলিয়াছেন, বংশরক্ষার্থ এই দ্বাদশ পুত্র কথিত হইল। ইহাদের মধ্যে ঔরস, পৌনর্ভব ও পুত্রিকা, এই তিনটী আত্মজ, ক্ষেত্রজপুত্র পরজ অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত, আর, দত্ত, ক্রীত, সহোঢ়, কানীন, কৃতক এই পাঁচটী লব্ধ এবং অপবিদ্ধ, স্বয়মুপাগত ও গূঢ়জ এই তিন পুত্র যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ বিনা যত্নে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয় পুত্র সপিণ্ডাদির ধনাধিকারী হইয়া থাকে, অপর ছয় জন পিতারই ধন প্রাপ্ত হয়।

অধুনা, আনুপূর্ব্যক্রমে ইহাদের মধ্যে বিশেষ বলা যাইতেছে। যথা, ঔরস পুত্রের অভাবে, সকল পুত্রই পিতার ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে, ইহাদের মধ্যে কাহারই আর জ্যেষ্ঠত্ব থাকে না। ইহাদের মধ্যে সবর্ণ পুত্রেরা ঔরস সত্ত্বেও, তাহার তৃতীয়াংশ ধন প্রাপ্ত হয়। আর, হীনবর্ণ হইলে, গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইয়া থাকে।

এই বচনের ফলিতার্থ এই, ঔরসাদি প্রথম ছয় পুত্র কেবল পিতার ধন পায়, এমন নহে; সপিণ্ডাদিরও ধনভাগী হয়। ক্ষেত্রজাদি পরভূত পুত্রেরা পিতারই ধন পায়; সপিণ্ডাদির ধনে তাহাদের অধিকার নাই। পুত্রিকাও সাক্ষাৎ ঔরসসদৃশ। তজ্জন্য তাহারও এইরূপ

ভাগক্রম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা পিতা অপেক্ষা হীনবর্ণ; কিন্তু ঔরস পুত্রের সমবর্ণ বা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টবর্ণ, তাহারা যথাক্রমে গুণবত্তা ও গুণহীনতা অনুসারে ঔরস পুত্রের পঞ্চম বা ষষ্ঠ অংশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ গুণবান্ হইলে, পঞ্চম অংশ; আর গুণহীন হইলে ষষ্ঠ অংশ প্রাপ্ত হয়।

যথা, মনু বলিয়াছেন, ঔরস পুত্র পিতৃধনবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই ধন হইতে সগুণ ক্ষেত্রজাদিকে পঞ্চম অংশ এবং নির্গুণদিগকে ষষ্ঠ অংশ প্রদান করিবে।

দেবলের মতে সমুদায় পুত্র ক্ষেত্রজতুল্য কথিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই মনুবচনে উল্লিখিত ক্ষেত্রজশব্দ উপলক্ষণ মাত্র, বুঝিতে হইবে॥ ১১১

যাহারা পিতা ও ঔরস ভ্রাতা উভয়েরই অপেক্ষা হীনবর্ণ, তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, একমাত্র ঔরস পুত্রই পিতৃধনের প্রভু। অবশিষ্ট পুত্রদিগকে দয়া করিয়া, জীবিকা প্রদান করিবে।

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে, সবর্ণ পুত্রেরা তৃতীয়াংশ পাইবে। আর অসবর্ণ পুত্রেরা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইয়া থাকে।

মনুবচনে অবশিষ্টশব্দ এবং কাত্যায়নবচনে অসবর্ণশব্দ হীনবর্ণবিষয়ক। যেহেতু, দেবলবচনে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।

যদি কেহ নিয়োগ ব্যতীত, শুল্ক দিয়া, পরেরক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে, সেই ক্ষেত্রজ, বীজীর ঔরসের প্রাপ্য হইতে তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবে এবং ঔরসের অভাবে বীজীর সমস্ত ধনই লইবে।

তথাহি, নিয়োগব্যতীত উৎপন্ন ক্ষেত্রজ পুত্র ঔরস পুত্রের সহিত যেরূপ ভাগ পায়, মনু তাহা বলিয়াছেন। যথা, ঔরস ও ক্ষেত্রজ উভয়ে একের ধনে বিবাদী হইলে, যে যাহার বীজ হইতে উৎপন্ন, সে তাহার ধনগ্রহণ করিবে, অপর অর্থাৎ অন্যের বীজজাত পুত্র প্রাপ্ত হইবে না।

অতএব নারদ বলিয়াছেন, এক স্ত্রীর গর্ভে দুই জন হইতে সমুৎপন্ন দুই পুত্র মাতৃধনে বিবাদী হইলে, তাহাদের মধ্যে যাহার যাহা পৈতৃক অর্থাৎ যাহার পিতা স্ত্রীধন রূপে যাহা দিয়াছে, সে তাহা গ্রহণ করিবে, অপরে নহে।

ফলতঃ, ক্ষেত্রী ঔরসপুত্র উৎপাদন করিয়া মরিলে, সেই ক্ষেত্রেই অন্য কর্তৃক শুল্কদান দ্বারা উৎপাদিত পুত্র ঔরসের সহিত বিভাগ প্রাপ্ত হইবে। আর, শুল্ক না দিয়া, অন্য ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিলে, সেই পুত্র ক্ষেত্রীরই হইবে; বীজীর পুত্র হইবে না। সেইজন্যই, বীজীর ধনে তাহার অধিকার সম্ভব নহে। কিন্তু ক্ষেত্রীর ধনে ঔরসের তৃতীয়াংশ লইবে॥ ১১২॥

কোন ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না রাখিয়া, পরলোক গমন করিলে, তাহার ধনে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন দর্শন করিয়া, ব্যাখ্যাকর্ত্তারা বিবাদ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন, স্ত্রী ভ্রাতৃপ্রভৃতির অগ্রে ধনাধিকারিণী হইবে; কেহ বলেন, ভ্রাতৃপ্রভৃতিরা পত্নীর পূর্ব্বেই পাইবে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, লোকাচার সর্ব্বত্রই পণ্ডিতেরা পত্নীকে অর্দ্ধাঙ্গ ও পাপপুণ্যের সমাংশভাগিনী বলিয়া, কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যে ব্যক্তির পত্নীবিয়োগ ঘটে নাই, তাহার দেহার্দ্ধ জীবিত থাকে। এইরূপে, অর্দ্ধদেহ জীবিত থাকিলে, অন্যে তাহার ধন কিরূপে লইতে পারে?

পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও সকুল্যগণ জীবিত থাকিলেও, পত্নীই অপুত্রক মৃত পতির ধন গ্রহণ করিবে।

পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জীবিত অবস্থায় মন্ত্রসংস্কৃত অগ্নিহোত্রের অধিকারিণী হয় এবং স্বামী মরিলে, তাঁহার ধ· গ্রহণ করিয়া থাকে।. ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

এখানে সাধ্বী ও পতিব্রতা শব্দ প্রয়োগ থাকাতে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে. ব্যভিচারিণী পতিধনের অধিকারিণী হইবে না।

সে যাহা হউক, স্ত্রী স্থাবর, জঙ্গম, সুবর্ণ, কুপ্য অর্থাৎ লৌহাদি, রস ও বস্ত্র, এই সকল পতিধন লইয়া, স্বামির শ্রাদ্ধ এবং মাসিক ও ষাণ্মাসিকাদি প্রদান করিবে।

স্ত্রীর যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, ইহা দ্বারা তাহা জানা গেল।

পুনশ্চ. বৃহস্পতি বলিয়াছেন, স্ত্রী স্বামির পিতৃব্য, গুরু, দৌহিত্র, ভগিনীপুত্র, মাতুল, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও অন্নাদি দ্বারা পূজা এবং বৃদ্ধ, অনাথ, অতিথি ও অনাশ্রয়া স্ত্রী সকলকে সাধ্যানুসারে পরিতৃপ্ত করিবে।

তদীয় সপিণ্ড অথবা বান্ধবগণ যদি সেই স্ত্রীর বিপক্ষতা করিয়া, তত্তৎ ধন বিনষ্ট করে, রাজা তাহাদিগকে চৌরদণ্ডে শাসন করিবেন ॥ ১৩॥

উল্লিখিত সাতটি বচন দ্বারা অপুত্রক মৃত ব্যক্তির যাবতীয় স্থাবর, জঙ্গম ও স্বর্ণাদি সম্পত্তি, তাহার সোদর, পিতৃব্য, ও দৌহিত্রাদি সত্ত্বেও কেবল পত্নীই গ্রহণ করিবে এবং যাহারা এ বিষয়ে তাহার প্রতিপক্ষ হইবে, অথবা স্বয়ং গ্রহণ করিবে, তাহারা চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে, এইপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়া, বৃহস্পতি পত্নীসত্ত্বে পিতৃভ্রাতৃপ্রভৃতির ধনাধিকার সুদূরে পরাহত করিলেন।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পত্নী, দুহিতা, পিতামাতা, ভ্রাতা, তাহার পুত্র, গোত্রজ, বন্ধু, শিষ্য, ব্রহ্মচারী, ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলে, পরপর ব্যক্তি অপুত্রক মৃত ধনীর ধন গ্রহণ করিবে। সকল বর্ণেই এই নিয়ম ঘটিবে।

এই বচনে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পরপরের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, সকলের অগ্রে পত্নীরই ধনাধিকার ব্যবস্থাপিত করিলেন।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, অপুত্রকের ধন পত্নীগামী হইয়া থাকে। পত্নীর অভাবে দুহিতার প্রাপ্য হয়। তদভাবে পিতৃগামী, তদভাবে মাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী, তদভাবে সকুল্যগামী, তদভাবে বন্ধুগামী, তদভাবে শিষ্যগামী, তদভাবে সহাধ্যায়গামী এবং তদভাবে, ব্রাহ্মণধন বর্জ্জন করিয়া, রাজগামী হইয়া থাকে।

এখানেও ক্রমবিধান দ্বারা প্রথমে পত্নীরই ধনাধিকার নিরূপণ করা হইয়াছে ॥ ১৪॥

জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত ধনমাত্রের অধিকারপ্রতিপাদনার্থই এই পত্নীবচনের অবতারণা নহে। কেননা, একমাত্র ধনশব্দ পত্নীর সম্বন্ধে জীবিকামাত্রনির্ব্বাহবোধক, আর ভ্রাতৃপ্রভৃতির সম্বন্ধে সমগ্রতাবাচক হইলে, তাৎপর্য্যভেদের অন্যায্যতা দোষ ঘটে। এই কারণে পতির সমস্ত ধনেই স্ত্রীর অধিকার, বলিতে হইবে।

তথাহি, বৃহন্মনু বলিয়াছেন, সন্তানহীনা স্ত্রীই সর্ব্বথা অব্যভিচারিণী ও মৃত স্বামীর পারলৌকিক উপকারব্যাপারে নিযুক্তা থাকিয়া, তৎ অর্থাৎ স্বামীর পিণ্ডদান ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিবে।

এখানে তৎপিণ্ডশব্দপ্রয়োগ থাকাতে, অংশপদেরও সহিত তাহার অনুষঙ্গ লক্ষিত হইতেছে। কেননা, এই তৎশব্দ স্বামীর বাচক। সুতরাং, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পত্নী সমগ্র অংশ লাভ করিবে। নতুবা, আপনার প্রাপ্য সমগ্র অংশ লইবে, এইরূপ অর্থ নহে। কেননা, আপনার সমগ্র অংশের উদ্দেশে লইবে, এরূপ বিধান হইতে পারে না। পুনশ্চ, স্বামিভাবজ্ঞাপন জন্যই এই বচনের অবতারণা। এরূপ অবস্থায়, স্বকীয় অংশে স্বামিত্ব লাভ করিবে, এইপ্রকার অর্থপ্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য নহে। যেহেতু, নিজের অংশ, এইরূপ বলিলেই,

স্বামিত্বের জ্ঞান হয়। অতএব স্বত্বাস্পদীভূত অংশের গ্রহণ ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য, স্বাংশগ্রহণবিধানার্থও বলিতে পারা যায় না। আবার, স্বকীয় অংশ অবশ্যই গ্রহণ করিবে, এইরূপ নিয়ম উদ্দেশেই এই বচন, তাহাও বলিতে পার না। কেননা, তাহা হইলে, তৎপালনে অদৃষ্টের কল্পনা বিধেয় হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে দৃষ্টফল বিদ্যমান, সেখানে অদৃষ্ট কল্পনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। পুনশ্চ, উক্তরূপ নিয়ম কল্পনা করিলে, প্রত্যবায়পরিহার-ফলকামনাসম্পন্ন নিয়োজ্য অর্থাৎ কর্ত্তা ও নিয়মিত কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়সংঘটন, এই উভয়ের কল্পনা করিতে হয়। উহাতে গৌরবদোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, কেহ কেহ বলেন, অন্ধাদি ব্যতীত পুত্র সমস্ত অংশের অধিকারী, এইরূপ বলিলে, যেমন পিতার সমগ্র অংশ না বুঝাইয়া, তাহার নিজেরই সমগ্র অংশের প্রতীতি হয়, সেইরূপ এখানেও পতির সমগ্র অংশ না বুঝাইয়া, স্ত্রীর নিজেরই সমগ্র অংশ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার উত্তর এই, অন্ধাদি ভিন্ন পুত্র সমগ্র অংশের অধিকারী, এরূপ বচন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এবং ইহার দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথবা, ঐরূপ বচন আছে, স্বীকার করা গেল। তথাপি, পূর্ব্বোক্ত হেতু বশতঃ, আপনার অংশ লইবে, এইরূপ বিধিই হইতে পারে না। সুতরাং, স্বাংশ না বুঝাইয়া, পিতারই অংশ বুঝাইবে। অতএব, পিতার অংশ লইবে, এইরূপ বর্ণন করাই সঙ্গত। এই কারণে, মুনিগণ সর্ব্বত্রই অন্যের ধনে অন্যের স্বত্বসম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন, পিতৃধনে পুত্রগণের ও অপুত্রের ধনে পত্নী প্রভৃতির বর্ত্তিয়া থাকে। কিন্তু, তাহারা আপনার অংশ লইবে, এইরূপ প্রেরণা করেন না ॥ ১১৬ ॥

কেহ কেহ বলেন, সম্বন্ধিশব্দ দ্বারা স্বকীয় সম্বন্ধিরই উপস্থাপনা হইয়া থাকে। যেমন, মাতা বলিলে, পরমাতার জ্ঞান হয় না। আপনার মাকেই বুঝায়।

এই মতবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার কারণ এই, কোন সম্পর্কীয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ না থাকিলে, ঐরূপ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু অমুকের মাতাকে আনয়ন কর, এইরূপ বলিলে, যাহাকে তজ্জন্য পাঠান যায়, তাহার মাতাকে বুঝায় না। অথবা, যে ব্যক্তি পাঠায়, তাহার মাতারও প্রতীতি হয় না। প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ, অর্থাৎ তাহার পিণ্ডদান করিবে, এই বচনে, তাহার শব্দে ভর্ত্তার উল্লেখ থাকাতে, ভর্ত্তারই অংশ বুঝাইবে, পত্নীর নিজের অংশ নহে। পুনশ্চ, পত্নীর অংশ বলিলে, বিধিরও উপপত্তি হয় না। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এতাবতা বৃদ্ধমনুর বচনে জানিতে পারা গেল, সমগ্র অংশ পত্নীরই প্রাপ্য।

তথাহি, শঙ্খ, লিখিত, পৈঠীনসি ও যম ইঁহারা পত্নীর অধিকারের বিরুদ্ধ বাক্য সকল বিন্যস্ত করিয়াছেন। যথা কেহ নিঃসন্তান মরিলে, তাহার ধন ভ্রাতৃগামী হইয়া থাকে। ভ্রাতার অভাবে পিতৃমাতৃগামী, তদভাবে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী, সগোত্র, শিষ্য ও সতীর্থ ইহাদের যথাক্রমে প্রাপ্য হয়।

এস্থলে ভ্রাতার অভাবে পিতামাতার ও পিতামাতার অভাবে পত্নীর অধিকার, এইরূপ বলাতে, বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তথাহি, দেবল বলিয়াছেন, অনন্তর সহোদরগণ অপুত্রক ব্যক্তির ধন ভাগ করিয়া লইবে। কিম্বা সবর্ণা দুহিতা, পিতা, সবর্ণ ভ্রাতা, মাতা, ভার্য্যা, ইঁহারা যথাক্রমে গ্রহণ করিবে। ইহাদের অভাবে একগ্রামবাসীরা ভাগ করিয়া লইবে।

এস্থলে, প্রথমে ভ্রাতার অধিকার ও সর্ব্বশেষে পত্নীর, বলাতে বিরোধঘটনা হইল ॥ ১১৭ ॥

এতদুপলক্ষে কেহ কেহ বলেন, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট অবস্থায় প্রথমে অপুত্রক মাতৃধন ভ্রাতৃ-গামী হইবে এবং বিভক্ত ও অসংসৃষ্টস্থলে প্রথমে স্ত্রীর অধিকারে আসিবে।

এইরূপ সমাধান বা মীমাংসা বৃহস্পতির মতবিরুদ্ধ। যেহেতু, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে

সকল ভ্রাতা বিভক্ত হইয়া, সম্প্রীতিবশতঃ একত্র অবস্থিতি করে, পুনরায় বিভাগ করিবার সময় তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতাবশতঃ বিংশোদ্ধারাদি ঘটিবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ পরলোকগত অথবা সন্ন্যাসী হইলে, তাহার ভাগের লোপ হইবে না; সহোদর ভ্রাতা তাহা পাইবে। আর, অবিবাহিতা ভগিনী থাকিলে, সে সেই ধন হইতে বিবাহযোগ্য ব্যয় প্রাপ্ত হইবে।

যাহার পুত্র নাই, পৌত্র নাই, অথবা প্রপৌত্র নাই এবং স্ত্রী, কন্যা ও পিতামাতা নাই, তাহারই ধনে ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে।

সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে কেহ বিদ্যা ও শৌর্য্যাদি দ্বারা ধন সংগ্রহ করিবে, তাহারে দুই অংশ দিয়া, অবশিষ্টেরা সমাংশ করিয়া লইবে।

এখানে উপক্রম ও উপসংহার উভয় স্থলেই সংসৃষ্টত্ব কীর্ত্তন করাতে, তৎসন্দংশপতিত, তাহার ভাগের লোপ হইবে না, সহোদর ভ্রাতা তাহা পাইবে, ইত্যাদি বচন, সংসৃষ্টবিষয়ক বলিতে হইবে, বিভক্তবিষয়ক নহে। পুনশ্চ, এখানে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, স্ত্রী ও পিতামাতার অভাবে যখন সোদর ভ্রাতার অধিকার বুঝাইতেছে, তখন কিরূপে ভ্রাতা পত্নীর অধিকারের বাধক হইতে পারে?

পুনশ্চ, তাহার ভাগের লোপ হইবে না, ইত্যাদি বচনানুসারে অবিভক্ত ও অসংসৃষ্ট অবস্থায় অন্য ভ্রাতার দ্রব্যের সহিত সংমিলিত দ্রব্যের পৃথক আকারে প্রতীতি না হওয়াতে, লোপের আশঙ্কা থাকে। যেখানে লোপের আশঙ্কা, সেই খানেই লোপ হয় না, এই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিভক্ত ও অসংসৃষ্টের ধনে বিভক্তত্ব প্রতীত হওয়াতে, তাহার আবার লোপের আশঙ্কা কি? সুতরাং, উক্ত বচন সমস্ত, সংসৃষ্ট-বিষয়ক, বুঝিতে হইবে॥ ১১৮॥

পুনশ্চ, পত্নী প্রভৃতির অগ্রে ভ্রাতার অধিকার হইয়া থাকে, ইহা জানাইবার জন্য শঙ্খ যে উল্লিখিত বচনপরম্পরা বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা সংসৃষ্টভ্রাতৃবিষয়ক, এইরূপ বলিলে, ইহাই জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে, কেবল বচন দেখিয়াই কি এই কথা বলিতেছ, না, যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছ? কেননা, কেবল বচন দেখিয়াই ঐরূপ বলিতে পার না। যেহেতু, তাদৃশ বিশেষ কোন বচন নাই। তবে, যে, সংসৃষ্টের ধন সংসৃষ্টের প্রাপ্য হইয়া থাকে, এইরূপ বচন আছে, তাহা ভ্রাতার অধিকারাবসরে বিশেষ জ্ঞাপন অর্থাৎ সংসৃষ্টী ও অসংসৃষ্টী এই দ্বিবিধ ভ্রাতার মধ্যে সংসৃষ্টী ভ্রাতা প্রথমে অধিকারী হইয়া থাকে, ইহাই জানাইবার জন্য প্রযোজিত হইয়াছে। ভ্রাতার অধিকারমাত্রবিষয়কত্ব কথনই উহাতে উপপন্ন হয় না। অনন্তরোপন্যস্ত বৃহস্পতিবচন সকল সংসৃষ্টবিষয়ক এবং উহা দ্বারা পুত্র, দুহিতা ও পিতৃপর্য্যন্তের অভাবে সোদর ভ্রাতার অধিকার বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বৃহস্পতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটাতে শঙ্খাদির লিখিত বচনসমূহ অসংসৃষ্টত্ব বিষয়েই খাটিয়া থাকে। উহাই যুক্তিসঙ্গত। সংসৃষ্টি বিষয়ে কখন খাটিতে পারে না। ১১৯।

আর, যদি ন্যায়ানুসারে ভ্রাতার অধিকার হইবে, বলা যায়, তাহা হইলে, এইরূপ যুক্তি আশ্রয় করিতে হইবে। যথা, সংসৃষ্ট অবস্থায় এক ভ্রাতার ধন অপর ভ্রাতার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একের মরণে স্বত্বনাশ হইলেও, জীবিত ভ্রাতার সেই স্বত্বে স্বামিত্বের অভাব হয় না। সুতরাং, তাহারই তাহা হইয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যু হইলে, পত্নীর দাম্পত্যনিবন্ধন স্বত্বের নাশ হয়। সুতরাং, যেমন পুত্রাদি থাকিলেও, পতির ধনে পত্নীর অধিকার হয় না, সংসৃষ্ট পতির মৃত্যু হইলেও, তদ্রূপ ব্যবস্থা হইবে, এইরূপ যুক্তিও সঙ্গত নহে। কেননা, সংসৃষ্ট অবস্থায় একের ধন অন্যের হইয়া থাকে, সত্য, কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে কাহার কোন্ অংশে স্বত্ব জন্মিয়াছে, ইহাই কেবল জানা যায় না। নতুবা, সকলেরই এককালীন সমস্ত ধনে স্বত্ব

জন্মে না। কেননা, ঐরূপ সমগ্রত্বকল্পনার কোনপ্রকার প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১২০॥

পরিণয়োৎপন্ন ভর্তৃধনে পত্নীর যে স্বামিত্ব জন্মে, তাহা পতির মৃত্যু হইলে, বিনষ্ট হয়, এইরূপ ব্যবস্থারও কোনপ্রকার প্রমাণ লক্ষিত হয় না। কিন্তু পুত্র থাকিলে, তাহার অধিকার-জ্ঞাপক শাস্ত্র দ্বারাই পত্নীর স্বত্বনাশ অবগত হওয়া যায়। এখানেও সেইরূপ সংসৃষ্ট ভ্রাতার অধিকারশাস্ত্র দ্বারাই পত্নীর স্বত্বনাশ বিদিত হওয়া যাইতেছে। এ কথাও বলিতে পার না। কেননা, ভ্রাতার অধিকারজ্ঞাপক শাস্ত্র সংসৃষ্ট-ভ্রাতৃগোচর বলিয়া কুত্রাপি প্রতিপন্ন হয় না। আর, কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে, ভ্রাতৃসংসৃষ্ট ভর্ত্তার মরণে পত্নীর স্বামিত্ব-বিনাশ বশতঃ, ভ্রাতার অধিকারজ্ঞাপক শাস্ত্র সংসৃষ্টপ্রতিপাদক হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতি-পাদকতা দ্বারা পত্নীস্বত্বনাশ প্রতীত হওয়াতে, অন্যোন্যাশ্রয়দোষ সংঘটিত হয়॥ ১২১॥

পুনশ্চ, শঙ্খ ও লিখিতাদি মুনিগণের বচন সমস্ত অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট বিষয়ক হইলে, অবি-ভক্ত ও সংসৃষ্টের ধন তদীয় ভ্রাতৃগামী, তদভাবে পিতৃমাতৃগামী হইয়া থাকে, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। তাহা হইলেই এইপ্রকার বিচার করিতে হয়, বিভক্ত ও অসংসৃষ্ট পিতা মাতা কি ঐ ধন গ্রহণ করিবে? অথবা, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট অবস্থায় তাহাদের প্রাপ্য হইবে?

এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষ কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেননা, পত্নী ও দুহিতারা, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য বিভক্ত ও অসংসৃষ্ট পিতামাতার বাধক হইয়া থাকে। সুতরাং, পত্নীর পূর্ব্বে তাঁহারা কিরূপে পাইতে পারেন?

দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। কেননা, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট ভ্রাতা বিদ্যমানেও, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট পিতা নির্ব্বিবাদে ঐ ধন অধিকার করিতে পারেন। ইহার কারণ এই, পিতা পুত্রের জন্মদাতা, আর আত্মাই পুত্ররূপে জন্মে, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে পিতাই ধন ও শরীর উভয়ের প্রভু। আবার, পিতা যে পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ডদ্বয় প্রদান করে, মৃত ব্যক্তি সপিণ্ডীকরণের পর তাহা ভোজন করিয়া থাকে, এবং পিতা জীবিত থাকিতে, পুত্রগণ পার্ব্বণ পিণ্ডদানে কোন মতেই সমর্থ নহে। ইত্যাদি হেতু যোগ বশতঃ, পিতা ও ভ্রাতার সহিত পৃথক্ অথচ অসংসৃষ্ট মৃত ব্যক্তির ধনে পিতা যেমন ভ্রাতার পূর্ব্বেই অধিকার প্রাপ্ত হন, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট ধনেও তেমন পিতারই প্রথমতঃ অধিকার হওয়া যুক্তিসঙ্গত। পুনশ্চ, অবিভাগ ও অসংসৃষ্টি উভয় স্থলে কোনরূপ বিশেষ না থাকাতে, পিতা ও ভ্রাতা উভয়েরই তুল্যবৎ অধি-কার যুক্তিযুক্ত; নতুবা ভ্রাতার অভাবে পিতার অধিকার, এইরূপ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না॥ ১২২॥

অপিচ, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট পিতামাতা প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ দ্বিবচনও কখনই উপপন্ন হয় না। কেননা, মাতার সহিত বিভাগ বা অবিভাগ কখনই লক্ষিত হয় না। এই কারণে সংসৃষ্টিরও অভাব হইয়া থাকে।

তথাচ, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিভক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার প্রীতিপূর্ব্বক পিতা, ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যের সহিত একত্র অবস্থিতি করে, তাহাকে সংসৃষ্ট বলে।

এই বচন দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে, পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃব্যাদি যে সকল ব্যক্তির পিতৃপিতামহের অর্জ্জিত দ্রব্যের সহিত জন্ম হইতেই বিভক্ত হওয়া সম্ভব নহে, তাহারা যদি বিভক্ত হইয়া, পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত বিভাগ ধ্বংস করিয়া, তোমার যে ধন, আমার সে ধন, আমার যে ধন, তোমার সে ধন, এইরূপ নিয়ম বন্ধন পূর্ব্বক এক গৃহে এক গৃহী রূপে পুনরায় মিলিত হইয়া, অবস্থিতি করে, তাহা হইলে, তাহাদিগকে সংসৃষ্ট বলা যায়। নতুবা, ঐরূপ নিয়মবন্ধন না থাকিলে, কেবল দ্রব্যসংসর্গমাত্রেই সম্ভূয়কারী অর্থাৎ একত্র

ব্যবসায়প্রবৃত্ত বণিকদিগকেও সংসৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। অতএব, মাতার সহিত সংসৃষ্টত্ব ও অবিভক্তত্ব এই উভয়ের সম্ভব না থাকাতে, মাতা ও ভ্রাতা এই উভয়ের মধ্যে কাহার অগ্রে অধিকার হইবে, তাহা কিরূপে মীমাংসা করা যাইতে পারে? ১২৩॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ইহার এইরূপে মীমাংসা করিয়া থাকেন, যথা, বিষ্ণু প্রভৃতির বচন হইতে স্পষ্টই জানা যায়, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রেরও অভাবে পত্নীর অধিকার; আর ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে, মৃতের ধন প্রথমে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রেরই হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু ও বিষ্ণু বলিয়াছেন, পুন্নামনরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে, এইজন্য স্বয়ং স্বয়ম্ভু ইহাকে পুত্র বলিয়াছেন।

তথা, হারীত বলিয়াছেন, পুৎ ও ছিন্নতন্তু, এই দুই নামে দুইটী নরক আছে। তাহা হইতে ত্রাণ করে, এই কারণে পুত্রনাম হইয়াছে।

শঙ্খ ও লিখিতও বলিয়াছেন, পিতা জীবদ্দশায় পুত্রমুখ দর্শন করিলে, পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। এবং সেই পুত্রে পিতৃঋণ সংন্যস্ত করিয়া, স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমুদায়, তাহার ষোড়শাংশেরও ফলসমুৎপাদনে সমর্থ হয় না।

তথাহি, মনু, শঙ্খ, লিখিত, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ ও হারীত ইহাঁরাও বলিয়াছেন, পুত্র দ্বারা স্বর্গাদি লোক সকল লাভ হয়, পৌত্র দ্বারা সেই লোক সকল অক্ষয় হইয়া থাকে এবং পুত্রের পৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, পুত্র, পৌত্র, ও প্রপৌত্র দ্বারা যথাক্রমে স্বর্গ, অক্ষয় স্বর্গ ও বিশিষ্ট স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২৪॥

এইরূপে পুত্রাদি দ্বারা জন্ম হইতেই পিতার পরলোকোচিত মহোপকার নিষ্পন্ন ও পার্ব্বণ বিধানে পিণ্ডদান সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতাবতা, পুত্রাদি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাতে মৃত ব্যক্তিরই উপকার সম্পাদিত হয়। তজ্জন্য, পিতৃধনে পুত্রাদির স্বামিত্ব সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত।

মনুও ঐরূপ উপকারকত্ব ধরিয়াই, ধনসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, জ্যেষ্ঠের জন্মমাত্রেই লোকে পুত্রী হইয়া থাকে এবং পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। সেইজন্য, জ্যেষ্ঠ পিতার ধন প্রাপ্ত হইতে পারে।

এখানে, সেইজন্য, এইরূপ হেতু বিন্যস্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দায়ভাগপ্রকরণে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারা নানা প্রকারে পিতা প্রভৃতির যে উপকার করিয়া থাকে, তাহার কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সেই কীর্ত্তনের অন্যবিধ প্রয়োজন নাই। এইরূপ উপকারকতাবশতঃই মনুর মতে ধনসম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, ইহা জানা যাইতেছে। অতএব পুত্রশব্দে প্রপৌত্রপর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। প্রপৌত্রপর্য্যন্তই পার্ব্বণ বিধানে পিণ্ডদানরূপ উপকার করিয়া থাকে। এ বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। নতুবা, পুত্রপদের স্বার্থত্যাগ অনুপপন্ন হইয়া উঠে। পৌত্রের অধিকারজ্ঞাপক বচন যদিও কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রপৌত্রের অধিকারসম্বন্ধে ঐরূপ পৃথক্ বচন নাই সেইজন্য পিণ্ডদানরূপ উপকারকতা দ্বারা পৌত্রের অধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং পুত্রশব্দ এখানে উপলক্ষণমাত্র। তদ্দ্বারা প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।

এইজন্য, বৌধায়ন বলিয়াছেন, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, আপনি, সোদর ভ্রাতা, সবর্ণার গর্ভজাত পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহাদিগকে অবিভক্ত-দায়াদ-পদবাচ্য সপিণ্ড বলে। আর, বিভক্ত দায়াদদিগকে সকুল্য বলিয়া থাকে। তাহাদের অঙ্গজ থাকিলে, তাহারই ধন প্রাপ্য হয়। সপিণ্ডের অভাবে সকুল্য ও সকুল্যের অভাবে আচার্য্য অথবা শিষ্য, কিম্বা ঋত্বিক ঐ ধনে অধিকারী হইয়া থাকে। তদভাবে রাজার প্রাপ্য হয়।

ইহার অর্থ এই, পিত্রাদির ভোগ্য পিণ্ডত্রয়ে সপিণ্ডন দ্বারা পুত্রাদির ভোক্তৃত্ব সংঘটিত হয়। কেননা, শাস্ত্রে বিধি আছে, পুত্রাদিত্রয় তৎপিণ্ডত্রয় প্রদান করিবে। এতাবতা, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় যাহার পিণ্ডদান করে, সে মরিলে, সপিণ্ডীকরণের পর সেই পিণ্ডের ভোক্তা হইয়া থাকে। এই কারণে, মধ্যস্থিত যে পুরুষ জীবিত থাকিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডদাতা ছিলেন, তিনি মৃত হইলে, সেই পিণ্ডের ভোক্তা হইয়া থাকেন এবং পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারা জীবিত অবস্থায় তাহারে পিণ্ডপ্রদান করে, এই কারণে তাহারা মরিলে, তাহাদের সহিত আপনার দৌহিত্র প্রভৃতির দত্ত পিণ্ড ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব ইনি যাহাদের পিণ্ডদাতা অথবা যাহারা ইহাঁর পিণ্ডপ্রদানকর্ত্তা, তাহারা অবিভক্ত পিণ্ডরূপ দায় অদন অর্থাৎ ভক্ষণ করিয়া থাকে, এইজন্য তাহাদের নাম অবিভক্ত দায়াদ সপিণ্ড।

পূর্ব্বতন পঞ্চম অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিণ্ডদানে নিম্নতন পঞ্চম অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপৌত্রের অধিকার নাই। তজ্জন্য সে তাহার পিণ্ডভোক্তা নহে। এইরূপ অধস্তন পঞ্চমও মধ্যস্থিত পঞ্চমের পিণ্ডদাতা নহে; এই কারণে তাহার পিণ্ডভোজনেও অধিকারী হয় না। এইজন্য বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে পূর্ব্বতন পুরুষত্রয় এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রভৃতি নিম্নতন পুরুষত্রিতয় সপিণ্ডভোক্তা নহে বলিয়া, বিভক্তদায়াদপদবাচ্য সকুল্য শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১২৫ ॥

ধনাধিকার নিমিত্তই উক্তরূপ সপিণ্ডত্ব ও সকুল্যত্ব কথিত হইয়াছে। অতএব মনুও বলিয়াছেন, ভ্রাতা বা পিতামাতা কেহই পিতার ধন প্রাপ্ত হয় না, কেবল পুত্রই পাইয়া থাকে।

এইরূপ মতবাদ উপন্যস্ত করিয়া, তিনি তাহার কারণনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিয়াছেন, তিন পুরুষের উদ্দেশে জল দান করিবে এবং তিন পুরুষে পিণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পরন্তু, পিণ্ডলেপভোজী বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতির অশৌচাদিনিমিত্তক সপিণ্ডতা মার্কণ্ডেয়পুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, পিতামহের পিতামহ অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি অপর তিন পুরুষ পিণ্ডলেপভাজন হইয়া থাকেন। এইরূপে, মুনিগণ অশৌচ নিমিত্ত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ অর্থাৎ সপিণ্ডত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এইজন্য, মনুও অশৌচপ্রকরণে বলিয়াছেন, সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিঃশেষিত হইয়া থাকে। এবং জন্ম ও নামের অপরিজ্ঞাত অবস্থাতে সমানোদকতা প্রবৃত্ত হয়।

এই সাপ্তপৌরুষ সম্বন্ধ অশৌচাদিনিমিত্তক, নতুবা ধনাধিকারবিষয়ক নহে। অন্যথা, তিন পুরুষের জল দান করিবে, ইত্যাদি বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে, বিধবা অবস্থা হইতে ব্রতাদি দ্বারা ভর্ত্তার পরলোকহিতানুষ্ঠান হেতুতে, জন্মিয়া অবধি উপকারকর্ত্তা পুত্রাদি অপেক্ষা পত্নী নিকৃষ্টা। এতদ্বিষয়ে, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে পতির ধনে পত্নীর অধিকার হইয়া থাকে।

তথাহি, ব্যাস বলিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মরণান্তে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিন স্নান করত, পতির উদ্দেশে সতিলাঞ্জলি প্রদান করিবে, ভক্তিসহকারে অনুদিন দেবতার পূজা করিবে; নিত্য উপবাস করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিবে, পুণ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ দান করিবে; এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানে সতত উপবাস করিবে। এইরূপ নিত্যধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণা স্ত্রী পরলোকস্থ ভর্ত্তাকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

উল্লিখিত বচনসমূহ দ্বারা পত্নীরও নরকনিস্তারকত্ব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, ধন থাকিলে, যদি অকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে, পুণ্য পাপের সমফলত্ব বশতঃ ভর্ত্তাকেও পতিত করিয়া থাকে। এই কারণে পতির ধন স্ত্রী প্রাপ্ত হইলে, তদ্দ্বারা সেই পতিরই উপকার সম্পাদিত হয়, বলিয়া স্বামিধনে পত্নীর স্বামিত্ব সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত ॥ ১২৬ ॥

এইজন্য, শঙ্খাদিবচনে ব্যবহিত যোজনা অর্থাৎ বিপরীতক্রমে অন্বয় করা কর্ত্তব্য। যথা,

অপুত্র মৃতের ধন জ্যেষ্ঠা পত্নী গ্রহণ করিবে, তদভাবে পিতামাতা লইবেন, তদভাবে ইহা ভ্রাতৃগামী হইবে।

এস্থলে, তদভাবে, এই মধ্যপতিত শব্দটী পূর্ব্বস্থিত ভ্রাতৃগামী, এই পদের সহিত এবং পরস্থিত পিতামাতা, এই পদের সঙ্গে অন্বিত হওয়াতে, কোন বিরোধই থাকে না। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশিষ্টরূপ উপকারকত্বও ন্যায় বা যুক্তি রূপে গণ্য হইয়া থাকে। নচেৎ, কোনরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব বিভক্ত ও সংসৃষ্টগোচরত্ব কল্পনা করা উচিত নহে। অতএব, জিতেন্দ্রিয়নামক পণ্ডিত যে বলিয়াছেন, উক্ত বচনে বিভক্তত্ব প্রভৃতির কোনপ্রকার বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকাতে, বিভক্তত্বাদির অপেক্ষা না করিয়াই, অপুত্র ভর্ত্তার সমস্ত ধনে পত্নীর অধিকার হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য ॥ ১২৭ ॥

এই বচনে জ্যেষ্ঠাপত্নীশব্দের উল্লেখ থাকাতে, বর্ণক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠত্বসংঘটন প্রযুক্ত, উত্তমবর্ণীয়া স্ত্রীই প্রথম পত্নী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে বর্ণক্রমানুসারেই জ্যেষ্ঠত্ব, পূজা ও গৃহাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এতাবতা, জানা যাইতেছে, বিবাহানুসারে অথবা বয়সে জ্যেষ্ঠা হইলেই, জ্যেষ্ঠা হইবে না। সুতরাং, বিবাহানুসারে কনিষ্ঠা হইলেও, সবর্ণা স্ত্রী জ্যেষ্ঠা হইয়া থাকে। কেননা, তাহারই যজ্ঞাদিতে ব্যাপারাধিকারত্ববশতঃ পত্নীত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তথাচ, মনু বলিয়াছেন, সকল বর্ণের সজাতীয়া স্ত্রীই স্বামীর শরীরসেবা ও নিত্য ধর্ম্মকার্য্যের সম্পাদন করিবে। বিজাতীয়া স্ত্রীর তাহাতে কোনরূপ অধিকার নাই। যে ব্যক্তি, সজাতীয়া স্ত্রী থাকিতে, বিজাতীয়া দ্বারা ঐ সকল কার্য্য মোহ বশতঃ করাইয়া লয়, সে পূর্ব্বদৃষ্ট ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু সজাতীয়া না থাকিলে, অনন্তরবর্ণাই পত্নীশব্দে বাচ্য হইয়া থাকে।

যথা, বিষ্ণু বলিয়াছেন, সবর্ণার অভাবে অনন্তরবর্ণা দ্বারা আপৎকালে তত্তৎ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া লইবে। কিন্তু শূদ্রজাতীয়া দ্বারা নহে।

এই কারণে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীই পত্নী হইয়া থাকেন। তদভাবে আপৎকালে ক্ষত্রিয়াও পত্নীপদ পরিগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহিতা হইলেও, কখন পত্নীস্থানীয়া হইবে না। এইরূপ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াই পত্নী হইবে, তদভাবে অনন্তরবর্ণত্ব প্রযুক্ত বৈশ্যাও পত্নী হইতে পারে; কিন্তু শূদ্রা পত্নী হইবে না। বৈশ্যের বৈশ্যাই একমাত্র পত্নী। কেননা, দ্বিজ-মাত্রেরই শূদ্রা দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যকরণে প্রতিষেধ আছে। তন্নিবন্ধন শূদ্রার পত্নীপদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ পত্নীভাবক্রমেই ধনাধিকারিতা সিদ্ধ হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে।

এ বিষয়ের নিষ্কর্ষে সমাধান এই, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী স্ত্রীই অপুত্রক ধনের অধিকারিণী হইবে, ব্রাহ্মণীর অভাবে আপৎকালে ক্ষত্রিয়া পত্নী ঐ ধনগ্রহণ করিবে। টীকাকার বলেন, অত্যন্ত আপৎসময়ে বৈশ্যাপত্নীও, ক্ষত্রিয়পত্নীর অভাবে, ব্রাহ্মণপতির ধনে অধিকারিণী হইয়া থাকে। এইরূপ, ক্ষত্রিয়াপত্নীই অপুত্রকধনাধিকারিণী হইবে; তদভাবে বৈশ্যাপত্নী লইবে। বৈশ্যাপত্নীই বৈশ্যপতির ধন গ্রহণ করিবে; অনন্তরবর্ণা হইলেও, শূদ্রাপত্নীর তাহাতে অধিকার নাই। কেননা, উক্তবচনে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে, শূদ্রাপত্নী ধর্ম্মকার্য্যে অনধিকারিণী; এইজন্য তাহার পত্নীত্ব নিষিদ্ধ হওয়াতে, সে অপুত্রক দ্বিজত্রয়ের ধনাধিকারিণী হইতে পারে না ॥ ১২৮ ॥

অতএব, শূদ্রা বিবাহিতা হইলেও, পত্নী হইতে পারে না। বক্ষ্যমাণ নারদবচন তদুদ্দেশেই প্রযোজিত হইয়াছে। যথা, ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন ভ্রাতা পুত্রাদিমাতৃপর্য্যন্তবিহীন হইয়া,

পরলোক গমন অথবা সন্ন্যাস আশ্রয় করিলে, অবশিষ্ট ভ্রাতারা তাহার ধন ভাগ করিয়া লইবে, কেবল শূদ্রার স্ত্রীধন রাখিয়া দিবে। আর ঐ স্ত্রী স্বামীর শয্যা রক্ষা করিলে, অর্থাৎ ব্যভিচারিণী না হইলে, মরণ পর্য্যন্ত তাহার ভরণপোষণ করিবে; ব্যভিচারিণী হইলে, স্ত্রীধন কাড়িয়া লইবে।

পুনশ্চ, নারদ বলিয়াছেন, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের ধন গ্রহণ ও তাহাদের স্ত্রী সকলের জীবিকা সম্পাদন করিবেন; ইহারই নাম দায়বিধি।

এই বচনে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাহাদের যে সকল স্ত্রীর পত্নীত্ব নিষিদ্ধ তাহাদেরই জীবিকার্থ ধনদান করিবে। আর, পত্নীপদাধিষ্ঠিতা স্ত্রীগণের সমগ্র ধনে অধিকার বর্ত্তিবে। এ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই।

এইজন্য বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে সকল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নিঃসন্তান হইয়া, এবং পত্নী ও ভ্রাতা না রাখিয়া, পরলোক গমন করে, রাজা তাহাদের ধন গ্রহণ করিবেন। কেননা, তিনি সকলের অধিপতি।

এই বচনে, পত্নীর অভাবে রাজার ধনসম্বন্ধ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

পরন্তু, নারদ বলিয়াছেন, তদীয় স্ত্রীদিগের জীবিকা প্রদান করিবেন।

এই বচনে জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত ধন দিয়া, রাজা অবশিষ্ট সমুদায় ধন গ্রহণ করিবেন, এইরূপ উক্ত হওয়াতে, যে বিরোধ ঘটিয়া থাকে, পত্নী ও অপত্নী স্ত্রী এই উভয়ের প্রভেদ সহায়ে সে বিরোধের সমাধান করিতে হইবে। অতএব, পতির অধিকারবাচক তত্তৎ বচনে পত্নী-পদেরই অনুস্মরণ এবং জীবিকার্থপ্রতিপাদক বচনসমূহে স্ত্রী ও নারী প্রভৃতি অপত্নীপদ সকলের প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ১২৯ ॥

দেবল বলিয়াছেন, সহোদর ভ্রাতারা অপুত্রক ভ্রাতার ধন ভাগ করিয়া লইবে। অথবা তুল্যা দুহিতা, অপিবা, পাতিত্যাদিদোষরহিত পিতা, বা সবর্ণ ভ্রাতা, মাতা, ভার্য্যা ইহারা যথা-ক্রমে গ্রহণ করিবে। ইহাদের অভাবে সহবাসিরা পাইবে।

এখানে তুল্যাশব্দে সবর্ণা দুহিতা। আর, সবর্ণ ভ্রাতা শব্দে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বুঝিতে হইবে। কেননা, সোদর ভ্রাতার স্বশব্দ দ্বারাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য, সবর্ণ এইরূপ বিশেষণ অনুপপন্ন হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, এই বচনে সহোদর হইতে ভার্য্যা পর্য্যন্তের লিখনক্রম, অধিকারক্রমজ্ঞাপক নহে। অধিকারক্রমজ্ঞাপক বলিলে, বিষ্ণু প্রভৃতির প্রযোজিত বচনের সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়। কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতির লিখনক্রমেই অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। ইহাই জানাইবার জন্য মহর্ষি দেবল লিখনক্রমে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, অথবা দুহিতা, অপিবা, পিতা ইত্যাদি বিধানে বাশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং অন্যত্র অনুষঙ্গ বা অন্বয় হইতে পারিবে, এই আশয়ে সহোদর বা দুহিতা বা পিতা বা ইত্যাদি ক্রমে কীর্ত্তনক্রমে অনাস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৩০ ॥

বালকনামক নিবন্ধকার বলিয়াছেন, শঙ্খাদির লিখিত বচন, হয়, অসবর্ণবিষয়ক, না হয়, কর্কশা-যুবতী-স্ত্রী-বিষয়ক, অথবা অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট বিষয় লইয়াই প্রযোজিত হইয়াছে।

এইরূপ অব্যবস্থিত-শাস্ত্রার্থ-কল্পন দ্বারা বালক নিজেরই বালকত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। কেননা, ঐরূপ বিবিধ মতকল্পনায় সন্দেহের উৎপত্তি বশতঃ কোন্ পক্ষের অনুষ্ঠান করা যাইবে, তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। আর, জীবিকা প্রদান করিবার জন্য যে বচন বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যদিও অনূঢ়া অবরুদ্ধা অর্থাৎ দাসী বিষয়ক বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাও, ধর্ম্মপত্নীগণের অনুগ্রহার্থ, এইরূপ বলাতে, কোন মতেই ইহা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। কেননা, যে যে স্ত্রীকে জীবিকা প্রদান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলতঃ,

দাসী কখন ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না। এবং অবরুদ্ধা দাসীকে জীবিকা প্রদান করিবার ব্যবস্থাও কুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ১৩১ ॥

পুনশ্চ, সবর্ণা ও অসবর্ণা বলিয়া, পত্নীকৃত বিশেষ থাকিলেও, অর্থাৎ সবর্ণা পত্নী প্রথম অধিকার পাইবে, এবং অসবর্ণা পত্নী ভ্রাতাদির পর অধিকারিণী হইবে, এইরূপ বিশেষ আশ্রয় পূর্ব্বক বিরোধ ভঞ্জন করিলেও, পিতা ও মাতা এবং ভ্রাতৃগণ, ইহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য আশ্রয় করিয়া, অধিকারগত বিরোধ নিরাকৃত করা দুঃসাধ্য। সংসৃষ্টি ও অসংসৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, বিরোধ ভঞ্জন করিব, বলিলে, তৎকৃত বিশেষ সর্ব্বত্রই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পত্নীর অধিকারস্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা বলিয়া, বিশেষ কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি?

পূর্ব্বেই সবিশেষ বিচার করিয়া, উক্তরূপ বিশেষ দূষিত করা হইয়াছে। আর, বৃহস্পতি সোদর ও অসোদরগত বিশেষ পরাহত করিয়াছেন।

তথাহি, বলিয়াছেন, পিতা, মাতা ও সনাভি সকুল্যগণ বিদ্যমান থাকিলেও, অপুত্রকস্থলে পত্নী তদ্ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এখানে সনাভিশব্দে সহোদর। তাহারা সত্ত্বেও পত্নীর ধনসম্বন্ধ তদ্ভাগশব্দ দ্বারা বুঝিতে পারা গেল। তদ্ভাগ অর্থাৎ ভর্তৃধনের সমগ্র ভাগ এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। নতুবা, কিয়দংশ অর্থাৎ জীবিকামাত্রের উপযুক্ত ধন এইরূপ বুঝাইবে না। অতএব, আমাদের প্রদর্শিত ব্যবস্থাই শাস্ত্রসঙ্গত ॥ ১৩২ ॥

পত্নী স্বামীর ধন কেবল ভোগই করিবে; নতুবা, দান, বন্ধক ও বিক্রয়ে তাহার অধিকার নাই।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পুত্রহীনা পত্নী পাতিব্রত্য অবলম্বন ও পতিগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পরিমিত আহার দ্বারা ক্ষান্তিভাবাপন্না হইয়া, মরণ পর্য্যন্ত স্বামিধন ভোগ করিবে। তাহার মৃত্যু হইলে, দায়াদগণ সেই ধন গ্রহণ করিবে। ইহার অর্থ এই, যাবজ্জীবন স্বামিধন ভোগ করিবে; স্ত্রীধনের ন্যায় ইচ্ছানুসারে দান, বন্ধক বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। তাহার মৃত্যু হইলে, পত্নীর অভাবে মৃতের ধনে যে দুহিতা প্রভৃতির অধিকার হয়, তাহারাই সেই ধন গ্রহণ করিবে; জ্ঞাতিরা পাইবে না। কেননা জ্ঞাতিরা দুহিতাদির অপেক্ষা নিকৃষ্ট; সুতরাং, দুহিতাদির বাধক হইতে পারে না। পত্নীই দুহিতার বাধক হইয়া থাকে। সুতরাং, পত্নীর অধিকারের একবারেই অভাব বা মরণনিমিত্ত ধ্বংস হওয়া প্রাগভাবের অবিশেষ অর্থাৎ উভয় স্থলেই বাধকের অভাব ঘটিয়া থাকে। তৎপ্রযুক্ত দুহিতাদির অধিকার অব্যাহত অবস্থিতি করে। পুনশ্চ, পত্নীর মৃত্যু হইলে, যদি দুহিতা প্রভৃতি না থাকে, তাহা হইলে, ভ্রাতা প্রভৃতি স্ত্রীধনাধিকারীরা উক্ত ধন গ্রহণ করিতে পারিবে। কেননা, স্ত্রীধনেই তাহাদের অধিকার প্রসিদ্ধ। কাত্যায়ন অন্য বচন দ্বারা এই অধিকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সুতরাং, এস্থলেও স্ত্রীধনাধিকার উক্ত হইলে, পুনরুক্ত দোষ হয়। তজ্জন্য, ইহা স্ত্রীধন নহে, বুঝিতে হইবে ॥ ১৩৩ ॥

অতএব, পত্নী ও দুহিতারা ইত্যাদি বচনে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে পরপর অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা যেমন পত্নীর অধিকারের অভাবেও গ্রহণ করিয়া থাকে; তেমন পত্নী অধিকার প্রাপ্ত হইয়া মরিলে, তাহার অধিকারের প্রধ্বংসে উপভোগাবশিষ্ট ধন লইতে পারিবে। কেননা, তৎকালে দুহিতা প্রভৃতিরই অন্য অপেক্ষা মৃতের উপকারকত্ব হেতুঃ ধনাধিকার সঙ্গত হইয়া থাকে।

তথাহি, মহাভারতীয় দানধর্ম্মপ্রস্তাবে বলিয়াছেন, স্বকীয় পতিধন স্ত্রী কেবল উপভোগ করিবে, কোনরূপে তাহা হইতে অপহার করিবে না।

উপভোগও আবার সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধানাদি দ্বারা হইতে পারিবে না। কিন্তু স্বকীয় শরীর

ধারণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদিবিধানপূর্ব্বক পতির উপকার করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে দেহধারণের উপযোগী উপভোগমাত্রের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ, স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি নিষ্পাদনার্থ দানাদিরও অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রী অপহার করিবে না, ইহার অর্থ এই, ধনস্বামীর যাহাতে কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ কার্য্যে ব্যয় অর্থাৎ অপব্যয় করিবে না। অতএব উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় সংকুলান না হইলে, বন্ধক দিবারও অনুমতি করিয়াছেন। তাহাতেও ব্যয় নির্ব্বাহ না হইলে, বিক্রয় করিতে পারিবে। কেননা, তদ্দারা শরীরধারণ হইতে পারিবে বলিয়া, ন্যায়তঃ কোনরূপ হানি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আর, ভর্ত্তার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য স্ত্রী ভর্ত্তার পিতৃব্যাদিকে যথাযোগ্য দান করিবে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পিতৃব্য, গুরু, দৌহিত্র, ভর্ত্তার ভাগিনেয়, মাতুল, বৃদ্ধ, অনাথ অতিথি ও নিরুপায়া স্ত্রী, ইহাদিগকে কব্যপূর্ত্ত দ্বারা যথাযোগ্য সম্মানিত করিবে।

এখানে পিতৃব্যশব্দে ভর্ত্তার সপিণ্ড, দৌহিত্রশব্দে ভর্ত্তার দুহিতৃজাত সন্তান, এবং মাতুলশব্দে ভর্ত্তার মাতৃলকুল বুঝিতে হইবে। ইহাদিগকে দান করিবে। নতুবা, ইহারা থাকিতে, আপনার পিতৃকুলকে প্রদান করিবে না। ঐরূপ বিধি বিধান করিলে, পিতৃব্যাদিশব্দ নিরর্থক হইয়া উঠে। তবে, তাহাদের অনুমতি লইয়া, আপনার পিতৃমাতৃকুলকে দান করিতে পারিবে।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, পতিপক্ষই পুত্রহীনা পত্নীর প্রভু হইয়া থাকে। এবং পতিপক্ষেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহার অর্থের বিনিয়োগ ও রক্ষা এবং ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইবে।

পতিকুল ক্ষয়প্রাপ্ত, মনুষ্যশূন্য ও আশ্রয়হীন হইলে এবং তাহার সপিণ্ডেরও অভাব হইলে পিতৃপক্ষই স্ত্রীর প্রভু হইবে।

এখানে, বিনিয়োগশব্দে দানাদি বুঝিতে হইবে। পতি পুত্রের অভাবে স্ত্রীর ভর্তৃকুলপরতন্ত্রতাই বচনের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এইরূপ, দুহিতাও অধিকারিণী হইয়া মরিলে, তদভাবোক্ত অর্থাৎ তাহার কন্যা না থাকিলে, যে সকল পিতৃধনাধিকারীরা প্রাপ্ত হইত, তাহাদেরই ঐধন প্রাপ্ত হইবে। নতুবা, কন্যার স্ত্রীধনাধিকারীরা প্রাপ্ত হইবে না। পত্নী ভর্তৃধন হইতে কন্যাকে বিবাহার্থ চতুর্থ অংশ প্রদান করিবে। ইহার কারণ এই, পুত্রগণও ঐরূপ দান করিবে, এইরূপ বিধি প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতাবতা পত্নী প্রভৃতি কন্যাকে বিবাহার্থ দান করিবে, ইহা দণ্ডাপূপন্যায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥

ইতি পত্ন্যধিকার সম্পূর্ণ।

পত্নীর অভাবে দুহিতার অধিকার হয়। তথাহি, মনু ও নারদ বলিয়াছেন, যেমন আত্মা, সেইরূপ পুত্র। পুত্র ও আত্মায় প্রভেদ নাই। আর, দুহিতা পুত্রের সমান। এই কারণে আত্মস্বরূপ। সুতরাং, সেই আত্মরূপিণী কন্যা বর্ত্তমানে অন্যে কিরূপে ধন অধিকার করিবে?

নারদ দুহিতার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, পুত্রের অভাবে দুহিতা অনুরূপ আত্মজ উৎপাদন করিয়া, ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে। কেননা, পুত্র ও দুহিতা উভয়েই পিতার বংশপ্রতিষ্ঠাকর।

দুহিতার অধিকারস্থলে সন্তান উৎপাদনকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ সন্তান

পিণ্ডদাতা বলিয়া অভিমত; বুঝিতে হইবে। অপিণ্ডদাতা, ধনীর উপকার করিতে পারে না, এতাবতা, অন্যের সন্তান ও ঘটপটাদির সহিত তাহার বিশেষ নাই। দৌহিত্র মাতামহের পিণ্ডদাতা। দৌহিত্রের পুত্র বা দৌহিত্রীও পিণ্ডদান করিতে পারে না। তৎপর্য্যন্ত পিণ্ড-বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। এই কারণে, পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা উভয়েই ধনাধিকারিণী; তদ্‌-ব্যতীত, বন্ধ্যা পুত্রহীনা বিধবা এবং কেবল কন্যাপ্রসবকারিণী দুহিতা, ইহাদের ধনে অধিকার নাই। দীক্ষিতের এই মত সর্ব্বথা গ্রাহ্য।

তন্মধ্যে প্রথমে একা কন্যাই পিতৃধনের অধিকারিণী হইয়া থাকে। তথাহি, পরাশর বলিয়াছেন, কুমারী অপুত্রক মৃতের ধন গ্রহণ করিবে, তৎপরে বিবাহিতার অধিকার হইবে।

এখানে বিবাহিতাশব্দে বিবাহিতা কন্যা পুত্রবতী অথবা সম্ভাবিতপুত্রা হইলে, অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

তথাহি, দেবল বলিয়াছেন, কুমারীদিগকে পিতৃধন হইতে বিবাহনির্ব্বাহার্থক ব্যয় প্রদান করিবে। অপুত্রিক অর্থাৎ পুত্র ও পুত্রিকাপুত্রহীন ব্যক্তির ঔরসোৎপন্ন সজাতীয়া কন্যাই পুত্রের ন্যায়, ধন গ্রহণ করিবে॥ ১৩৫॥

এই ব্যবস্থা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, ধনব্যতিরেকে বিবাহ না হইলে, কন্যার ঋতুদর্শন জন্য পিত্রাদির নরকগতি শুনিতে পাওয়া যায়।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, অনুরূপ বর বিবাহার্থ যাহাকে প্রার্থনা করেন এবং যাহার নিজেরও বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে, সেই কন্যা যতবার ঋতুমতী হয়, ততবার তাহার পিতামাতা তদীয় গর্ভ বিনষ্ট করিয়া থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পৈঠীনসিও বলিয়াছেন, স্তন উদ্ভিন্ন না হইতেই, কন্যাকে পাত্রসাৎ করিবে। যদি সে ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েরই নরকগতি হইয়া থাকে। এবং পিতৃ-পিতামহ ও প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করেন। সেজন্য, নগ্নিকা অর্থাৎ ঋতুমতী না হইতেই, দান করিবে।

অতএব বিবাহের উপযুক্ত অবস্থায় বিবাহ দিলে, পিতাদির নরক নিস্তার করিয়া থাকে এবং পরিণীতার পুত্র দ্বারাও বিশিষ্টরূপ উপকার হয়। এজন্য, কুমারী যে ধন প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা ধন স্বামীরই উপকার বিহিত হইয়া থাকে। এতাবতা, পত্নীর অভাবে অদত্তা কন্যার ধনাধিকারিত্ব সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত। কুমারীর অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার অধিকার হইয়া থাকে। তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সদৃশ পাত্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা সদৃশী কন্যা যদি স্বামিসেবায় সংসক্তা থাকে, তাহা হইলে, সে পুত্রিকারূপে গৃহীত হউক বা না হউক, অপুত্র পিতার ধনাধিকারিণী হইবে।

এখানে সদৃশীশব্দে পিতার সবর্ণা, আর, সদৃশ পাত্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা বলাতে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, উত্তমবর্ণ ও অধমবর্ণ পাত্রের সহিত বিবাহে ধনাধিকার প্রসিদ্ধ নহে, উত্তম ও অধমবর্ণ কর্ত্তৃক পরিণীতা দুহিতার গর্ভজ পুত্র অধম ও উত্তমবর্ণ মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। সবর্ণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা সবর্ণা দুহিতাই পুত্র দ্বারা পিতার উপকার করিয়া থাকে॥ ১৩৬॥

পুত্রিকাপুত্র, পুত্রের ন্যায়, অতিমাত্র উপকার করিয়া থাকে। তজ্জন্য, পুত্রিকা, পুত্রের সমান। এতাবতা, পুত্রিকা ও ঔরস পুত্র উভয়েরই তুল্যাধিকার। পুত্রিকা ব্যতীত, পরিণীতা কন্যার পুত্রাদি অপেক্ষা ন্যূনোপকারক স্বকীয় পুত্র দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। এইজন্য, কুমারীপর্য্যন্তের অভাবেই পিতৃধনাধিকার সঙ্গত হইয়া থাকে।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, উপকারকতাই যদি ধনাধিকারের হেতুভূত হয়, তাহা হইলে,

প্রথমে পুত্রবতী দুহিতার অধিকার হউক না কেন; তদভাবে সম্ভাবিতপুত্রা অধিকারিণী হইবে।

ইহার উত্তর এই, এ কথা বলিতে পার না। কেননা, সম্ভাবিতপুত্রার পরে পুত্র জন্মিলে, তাহার অধিকার প্রতিষিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা কিন্তু উচিত নহে। যেহেতু, উভয়েই দৌহিত্র। সুতরাং, উভয়েই সমান উপকারক। আর স্বামিসেবায় সংসক্তা, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা অবৈধব্য প্রদর্শন করিয়া, পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা প্রতিপাদন করিলেন।

সেই, এই শব্দ দ্বারা পূর্ব্ববচনপ্রাপ্ত দুহিতারই এখানে উপলব্ধি হইতেছে। তাহা হইলেই, সদৃশ পাত্র কর্ত্তৃক পরিণীতা সদৃশী ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা দুহিতামাত্রেরই পিতৃধনে অধিকার হয় না, দেখান হইল। অন্যথা,

পুত্রের ন্যায়, দুহিতাও অর্দ্ধাঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং, কে তাহার পিতৃধন গ্রহণ করিতে পারে?

ইত্যাদি বচনে সামান্যাকারে দুহিতার অধিকার কথিত হওয়াতে, সদৃশ কর্ত্তৃক পরিণীতা সদৃশী ইত্যাদি নির্দ্দেশ পুনরুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য, প্রথমে সামান্য আকারে দুহিতার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, পরে বিশেষ করিয়া বলাতে, পুনরুক্তদোষ সংঘটিত হইল না॥ ১৩৭॥

যেহেতু, স্বপুত্র দ্বারা পিণ্ডদান করিয়া, দুহিতার পিতৃধনে অধিকার হয়, সেইহেতু পুত্রিকারও পিতার মরণান্তর ধনসম্বন্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরে সে বন্ধ্যা হইলে, অথবা তদীয় ভর্ত্তা পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে, যদি তাহার পুত্র না জন্মে, তাহা হইলে, তাহার মৃত্যুতে সে ধন তাহার স্বামীর প্রাপ্য হইবে না।

তথাহি, শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন, পুত্রিকা অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে, তাহার ভর্ত্তার ধনাধিকার হইবে না।

পৈঠীনসিও বলিয়াছেন, পুত্রিকা নিঃসন্তান মরিলে, তদীয় স্বামী ধনাধিকারী হইবে না। তাহার কুমারী অথবা সম্ভাবিতপুত্রা অন্য ভগিনী সে ধন পাইবে। অতএব স্ত্রীর অধিকারস্থলে স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীধনাধিকারিগণের অধিকার ব্যাবৃত্ত হইল।

ইহার বিরুদ্ধে মনুবচন যথা, অপুত্রক অবস্থায় পুত্রিকার মৃত্যু হইলে, তদীয় ভর্ত্তাই তাহার ধন অধিকার করিবে; ইহাতে কোন বিচারই করিবে না।

এই বচনের তাৎপর্য্য এই, উৎপন্নমৃতপুত্রা পুত্রিকার মরণেই ঐরূপ ব্যবস্থা প্রযোজিত হইবে। ১৩৮॥

কন্যা ও দৌহিত্র উভয়েই এক পিণ্ডদানরূপ উপকার দ্বারা ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

এসম্বন্ধে বৃহস্পতিবচন যথা, বন্ধুগণ সত্ত্বে পিতৃধনে কন্যার যথা স্বামিত্ব, তৎপুত্র তথা মাতৃ মাতামহধনে অধিকারী হইয়া থাকে।

ইহার অর্থ এই, দৌহিত্রদের পিণ্ড দ্বারা দুহিতা পিতৃধনে অধিকারিণী হয়। সেই পিণ্ডদান দ্বারাই দুহিতার পুত্রও, পিত্রাদি বন্ধুগণ সত্ত্বে, মাতামহধনে অধিকারলাভ করে। পুত্রিকাপুত্রের অধিকারস্থাপনাভিপ্রায়ে এই বচন নহে। কেননা, কৃতাই হউক, আর, অকৃতাই অপুত্রক পিতার ধনে অধিকারিণী হইয়া থাকে, এই বচনে প্রাপ্ত কৃতা ও অকৃতা দ্বিবিধ দুহিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, বৃহস্পতির বচনে তদ্‌শব্দের প্রয়োগ থাকাতে, উক্তানুরূপ দুই প্রকার দুহিতারই প্রতিপত্তি হয়। পুনশ্চ, নৈকট্যবশতঃ এই বচনে অকৃতা দুহিতারই অগ্রে প্রতীতি হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রতীতি যুক্তিসঙ্গতও বটে। এতাবতা, কোনক্রমেই তাহার পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না।

এই কারণেই মনু বলিয়াছেন, দৌহিত্রই অপুত্রক মাতামহের সমগ্র ধনে অধিকারী হইবে।

এবং স্বকীয় পিতা ও মাতামহের উদ্দেশে পিণ্ডদ্বয় প্রদান করিবে। লোকে পৌত্র ও দৌহিত্র এই উভয়ে ধর্ম্মতঃ বিশেষ নাই। কেননা, তাহাদের মাতা ও পিতা তাহার দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

মনুর এই বচনে, মাতামহের দেহ হইতে দুহিতার জন্ম হইয়াছে। সেই জন্মকেই দৌহিত্রের মাতামহধনাধিকারের হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। পুত্রিকাকরণকে তাহার হেতু বলিলেন না, পুত্রিকাকরণ হেতু হইলে, তাহারই নির্দ্দেশ করিতেন।

তথাহি, সেই মনুই সুস্পষ্ট বলিয়াছেন, অকৃতা বা কৃতা সদৃশ স্বামী হইতে যে পুত্র লাভ করে, মাতামহ সেই পুত্র দ্বারা পৌত্রী অর্থাৎ পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং, সেই পুত্রই মাতামহের পিণ্ডদান ও ধন আদান করিবে।

এই বচনে অকৃতা দুহিতার পুত্রেরও অধিকার নির্দ্দেশ করিলেন॥ ১৩৯॥

পুনশ্চ, স্মৃতিশাস্ত্রে দৌহিত্রকে অপুত্রিকা দুহিতারই পুত্র বলিয়া নিয়ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা বৌধায়নবচন, পুত্রিকারূপে স্বীকার করিয়া, দান করিলে, সেই কন্যাতে যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম পুত্রিকাপুত্র; তদ্ব্যতীত, দৌহিত্র বলিয়া অবগত হইবে।

এইজন্য, ভোজদেবও, কৃতা ও অকৃতা দুহিতার অধিকার উপলক্ষে বৃহস্পতির বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এইরূপ, গোবিন্দরাজও মনুর টীকায় লিখিয়াছেন, পুত্র ও পৌত্রহীন সংসারে দৌহিত্রই ধন পায়। কেননা, পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধকরণে পৌত্র ও দৌহিত্র উভয়ে সমান। গোবিন্দরাজ বিষ্ণুর এই বচনবলে বিবাহিতা দুহিতার পূর্ব্বেই দৌহিত্রের অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমাদের মতবিরুদ্ধ। কেননা, পূর্ব্বে যে সদৃশ কর্ত্তৃক বিবাহিতা সদৃশী ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, গোবিন্দরাজের এই মতবাদ তাহার বিরোধী হইয়া পড়ে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা না থাকিলেই, পিত্রাদিসত্ত্বেও দৌহিত্রের অধিকার হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই, তথৈব, এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া, কন্যার সহিত দৌহিত্রের সাম্যভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুনশ্চ, তাহার পুত্রও অধিকার পাইবে, ইত্যাদি বচনে ওশব্দ নির্দ্দেশ আছে। তদ্বিধায়, দুহিতা অপেক্ষা যে দৌহিত্র নিকৃষ্ট, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে। বলিতে কি, উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষভাব চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। এই কারণে, দুহিতার অধিকারপ্রাপ্তির পরই দৌহিত্রের অধিকার হইয়া থাকে। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা॥ ১৪০॥

বন্ধুগণ থাকিলেও, ইত্যাদি বচন দ্বারা পিতামাতার অধিকার পত্নীর অভাবে যদিও ন্যায়সঙ্গত হয়; তথাপি, দুহিতাও দৌহিত্র দ্বারা ঐ অধিকার বাধিত হইয়া থাকে। এতাবতা দুহিতা ও দৌহিত্র এরূপ বাধকের অভাবে পিতামাতার অধিকার সূচিত হইল।

এইজন্য, বৃহস্পতি আর বিশেষ কিছু না বলিয়া, পিতৃধনে স্বাম্য, এইপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াই, পরে বলিয়াছেন, তদভাবে ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃপুত্র, সনাভি, সকুল্য, বান্ধব, শিষ্য, শ্রোত্রিয়, ইহারা ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

এখানে তদ্‌শব্দ দ্বারা দৌহিত্র এবং পূর্ব্বোক্ত বিধানে সূচিত পিতা ও মাতা, ইহাদের উপস্থিতি হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাদের অভাবে ভ্রাতা প্রভৃতির অধিকার বিনিষ্পন্ন হয়।

বালকনামক গ্রন্থকার বলিয়াছেন, পত্নী, দুহিতা সকল, পিতামাতা ও ভ্রাতা ইত্যাদি বচনে ক্রমবন্ধনবশতঃ নির্দ্দিষ্ট অধিকারিগণের শেষেই দৌহিত্র অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

বৃহস্পতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটাতে, বালকের এই বচন, প্রকৃত বালকেরই বচন হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই, উক্ত বচনে বহুবচনান্ত দুহিতাশব্দ প্রযোজিত হইয়াছে। তদ্বিধায়, কুমারী, বিবাহিতা ও দৌহিত্র ইহাদেরই নির্দ্দেশ থাকাতে, ক্রমবিরোধ নিরাকৃত হইল।

পুনশ্চ, অপুত্রক মৃতের, ইত্যাদি বচনে যেমন পিণ্ডদাতৃত্বের সাম্যবশতঃপুত্রপদে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে, দৌহিত্রেরও তেমন পিণ্ডদানে অধিকার থাকাতে, দুহিতৃপদ দ্বারা দৌহিত্র পর্যান্তের উপস্থিতি হয়। অথবা, যেমন পুত্রের অভাবে দুহিতা অনুরূপ সন্তান সমুৎপাদন করিয়া, ইত্যাদি বচনে পুত্রশব্দে পত্নী পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে, এখানেও তেমন দুহিতৃ শব্দে দৌহিত্র পর্য্যন্তের অনুষঙ্গ বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে, বহুবচনান্ত দুহিতৃশব্দেরও সার্থক্য থাকে না। তজ্জন্য, পত্নী ও তৎসুত, ইত্যাদি বচনের ন্যায়, উক্ত বচনে এক বচনই প্রয়োগ করা হইত। ভ্রাতৃশব্দে যে বহুবচন প্রযোজিত হইয়াছে, তাহার যে সার্থকতা আছে, তাহা পরে বলা যাইবে।

বালকের প্রণীত মীমাংসার আরও দোষ এই, যাজ্ঞবল্ক্য পিতা হইতে রাজা পর্য্যন্ত যে ক্রম নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উপলক্ষমাত্র। যদি উপলক্ষমাত্র স্বীকার না কর, তাহা হইলে, রাজার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার, বলিতে হইবে। কিন্তু রাজার অভাবঘটনার সম্ভাবনা নাই। এতাবতা, দৌহিত্রের অনধিকারই বলিতে হয়। এই কারণে, বিশ্বরূপ, জিতেন্দ্রিয়, ভোজদেব ও গোবিন্দরাজ ইহাঁরা যে মীমাংসা করিয়াছেন, দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার হইবে, তাহাই সর্ব্বথা গ্রাহ্য ॥ ১৪১ ॥

কন্যা যদি পিতৃধনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ বিবাহিতা অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে, তাহার ধন অনুৎপন্নাধিকারা কন্যার অভাবে যে সকল বিবাহিতা কন্যার প্রাপ্য হইত, উৎপন্নাধিকারা হইয়া মরিলেও, তাহারাই সেই ধন প্রাপ্ত হইবে। তাহার ভর্ত্তা প্রভৃতির প্রাপ্য হইবে না। কেননা, স্ত্রীধনেই ভর্ত্তাদির অধিকার।

পুনশ্চ, মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী দেহা হইয়া ভোগ করিবে, ইত্যাদি বচনে, জাতাধিকারা পত্নীর অভাবে, অনুৎপন্নাধিকারা পত্নীর অভাবস্থলে যে কন্যা প্রভৃতিরা পূর্ব্বস্বামীর ধনগ্রহণ করিত, বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারাই ধনের অধিকারী হইবে, এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে পত্নী অপেক্ষা নিকৃষ্ট দুহিতা ও দৌহিত্র উভয়ের অধিকারস্থলেও ঐরূপ অর্থ, অর্থাৎ পূর্ব্বস্বামির উত্তরাধিকারী তত্তৎ কন্যা প্রভৃতির অধিকার, দণ্ডাপূপন্যায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা, উক্ত বচনে পত্নীশব্দ উপলক্ষণমাত্র। অর্থাৎ স্ত্রীমাত্রেরই অধিকারস্থলে ঐরূপে পূর্ব্বস্বামিধনাধিকারি-গণই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৪২ ॥

ইতি দুহিতা ও দৌহিত্রের অধিকারনির্ণয় সম্পূর্ণ।

পৌত্রের অভাবে পিতার অধিকার, মাতার নহে, অথবা পিতামাতা উভয়ের একযোগে নহে। কেননা, তাহা হইলে, তদভাবে পিতৃগামী ও তদভাবে মাতৃগামী হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ ঘটে।

মনু বলিয়াছেন, মাতাই পুত্রহীন পুত্রধন প্রাপ্ত হন। মাতার মৃত্যু হইলে, পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী তাহার অধিকার করিবেন।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, ভার্য্যা ও পুত্রবর্জিত হইয়া, পুত্রের মৃত্যু হইলে, মাতা তাহার ধন পাইবেন। অথবা, ভ্রাতা মাতার আজ্ঞা লইয়া, তাহা গ্রহণ করিবেন।

মনু ও বৃহস্পতির এই বচন, পিতৃপর্য্যন্তের অভাবে বুঝিতে হইবে ॥ ১৪৩ ॥

দৌহিত্রের পরে ও মাতার পূর্ব্বে পিতা অধিকারী হইয়া থাকেন, এই ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গতও বটে। কেননা, দৌহিত্র মৃতের পিণ্ড ও মৃতের ভোগ্য অপর পিণ্ডদ্বয় প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু পিতা কেবল মৃতের ভোগ্য অপর পিণ্ডদ্বয় প্রদান করেন। এই কারণে তিনি দৌহিত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া, দৌহিত্রের পর অধিকার প্রাপ্ত হন। আর, মাতা মৃতের ভোগ্য অন্য

পিণ্ডত্রয় দান করিতে পারেন না। এবং মনু বলিয়াছেন, বীজ ও যোনি উভয়ের মধ্যে বীজই উৎকৃষ্ট। এই কারণে মাতা অপেক্ষা পিতার উৎকর্ষ ও তৎপ্রযুক্ত বলবত্তা বিধায়,-মাতার পূর্ব্বেই পিতার অধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আর, যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যে পিতৃশব্দ প্রযোজিত হইয়াছে, তাহাতেও পিতৃক্রমই পরিজ্ঞাত হয়। কেননা, প্রাতিপদিক পিতৃশব্দ হইতে প্রথমে পিতারই পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। পরে দ্বিবচনবলে একশেষ দ্বন্দ্ব কল্পনা করিয়া, মাতার জ্ঞান হয়। এতাবতা, পিতার পরে মাতার অধিকার, এইরূপ ক্রমনিয়ম প্রতীত হইল। সুতরাং, কেহ কেহ যে নির্দ্দেশ করেন, ক্রমজ্ঞান ক্রমাভিধানের ব্যাপ্য। সুতরাং, ক্রম নির্দ্দেশ না থাকিলে, ক্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমানের আশ্রয়ে পিতামাতার একযোগে অধিকার সিদ্ধ হয়। ইহা কখনই প্রমাণসঙ্গত হইতে পারে না। ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্যভাব সাধ্য হয় না। প্রস্তাবিত স্থলে ক্রমাভিধানরূপ ব্যাপকের অভাব স্বরূপতঃ সিদ্ধ না হইলে, সাধ্যানুমান সিদ্ধ হয় না। এবং বিষ্ণুবচনের সহিতও বিরোধ ঘটিয়া উঠে॥ ১৪৪॥

ইতি পিতার অধিকার সম্পূর্ণ।

পিতার অভাবে মাতার অধিকার হইয়া থাকে। কেননা, বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতার অধিকারের পর, তদভাবে মাতৃগামী হইয়া থাকে।

ইহা যুক্তিসিদ্ধও বটে। কেননা, গর্ভধারণ ও পোষণ জন্য জননী যে উপকার করেন, তাহার পরিশোধ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। পুনশ্চ, পুত্রভোগ্য অন্য পিণ্ডদাতা ভ্রাতার উৎপাদন করিয়াও মাতা উপকার করেন। এই কারণে ভ্রাতা প্রভৃতির পূর্ব্বেই মাতার অধিকার সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত।

অতএব, পিতার অপেক্ষা গৌরবাতিশয্য শ্রুত হওয়া যায়, বলিয়া, পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেননা, গৌরবাতিশয্যই যদি ধনসম্বন্ধের হেতু বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, পিতা ও বেদোপদেষ্টা, এই উভয়ের মধ্যে বেদোপদেষ্টারূপ পিতাই সমধিক-গৌরবসম্পন্ন। এই বচন প্রমাণে পিতার পূর্ব্বেই আচার্য্য অর্থাৎ বেদোপদেষ্টা গুরুরই অধিকার উপপন্ন হইয়া থাকে। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্র বিদ্যমানেও, পিতৃব্য প্রভৃতিরও ঐরূপ গৌরবাতিশয্য বশতঃ অগ্রেই অধিকার সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। এই কারণে, পিতার পরেই মাতার অধিকার মীমাংসিত হইল।

এইরূপ, মৃতের পিতৃসন্তানের পূর্ব্বে ও পিতার পর মাতার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, স্পষ্টই সূচনা করিলেন, পিতামহসন্তানের পূর্ব্বে ও পিতামহের পরে পিতামহী ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, পিতা, ভ্রাতা, ইত্যাদি ক্রমোক্তির সহিত বিরোধ ঘটে।

এই কারণেই মনু বলিয়াছেন, সসন্তানা জননীর মৃত্যুতে পিতার মাতাও তাহার ধন গ্রহণ করিবেন।

এখানে, মাতাও এই শব্দের অন্তর্গত ওকার দ্বারা সূচিত হইলে, ভ্রাতা হইতে পিতামহ পর্য্যন্তেরা ধন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে, এইরূপ অর্থ হইল, মৃত ব্যক্তির দৌহি[illegible] পর্য্যন্ত সন্তানের পর ও স্বসন্তানের পূর্ব্বে উক্তক্রমে পিতা মাতার অধিকার হইয়া থাকে। অত[illegible] এব পিতামহ ও পিতামহী স্বকীয় সন্তানের পূর্ব্বে ধনের অধিকারী হন, ইহা প্রদর্শন ক[illegible] হইল। এই কারণে, যাজ্ঞবল্ক্যও মাতার অধিকারপ্রদর্শন দ্বারাই পিতৃব্যাদির পূর্ব্বে পিতা[illegible] ও পিতামহীর অধিকারও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভাবিয়া, পৃথক আকারে আর তাহার উ[illegible] করেন নাই॥ ১৪৬॥

ইতি মাতার অধিকার সম্পূর্ণ।

মাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার হইয়া থাকে। তথাহি বিষ্ণু বলিয়াছেন, মাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃগামী হয়।

এখানে, তদভাবশব্দে মাতার অভাব বুঝিতে হইবে। কেননা, পিতামাতা, ভ্রাতৃ ইত্যাদি বচনেও পিতামাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার অবগত হওয়া যায়। ভ্রাতা ও তৎপুত্র, ইত্যাদি বচনে যেমন ভ্রাতারা অধিকারী, সেইরূপ ভ্রাতৃপুত্রও অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র এককালীন অধিকারী হউক না কেন? এইরূপ বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে, ভ্রাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

এখানে তদভাবে, এই পদের অন্তর্গত তদশব্দে ভ্রাতাকে বুঝাইয়া থাকে। ইহা ন্যায়সঙ্গতও বটে। কেন না, ভ্রাতা মৃত ধনীর ভোগ্য পিত্রাদিত্রয়পিণ্ডদান দ্বারা উপকার করে এবং মৃতদেয় মাতামহাদিপিণ্ডত্রয়দান দ্বারা ধনের স্থানীয় হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রাতৃপুত্র কখন এরূপ পারে না। সুতরাং তাহা অপেক্ষা ভ্রাতা বলবান্। কিন্তু জননী এবম্বিধ ভ্রাতার উদ্ভবক্ষেত্র। তজ্জন্য, মাতা অপেক্ষা ভ্রাতা নিকৃষ্ট। এই কারণে মাতার পরেই ভ্রাতার অধিকার ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে ॥ ১৪৭ ॥

অপিচ, তথাশব্দের সহিত ভ্রাতৃপুত্রের অন্বয় করিয়া, যেমন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের এককালীন অধিকারের আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, ভ্রাতার সহিত সেই তথাশব্দের সেইরূপ অন্বয় হইবে না কেন? তাহা হইলে, পিতা মাতা যেমন অধিকার প্রাপ্ত হন, ভ্রাতারও তেমন অধিকারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপে পিতামাতা ও ভ্রাতা সকলেরই তুল্যাধিকারিত্ব সিদ্ধ হয়। এরূপ হইলে, বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ ঘটে। এতাবতা, ঐ আপত্তি যদি খণ্ডন করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের একযোগে অধিকারস্থলেও উক্তরূপ মীমাংসা সমান হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পিতা অথবা ভ্রাতারাই অপুত্র মৃতের ধন গ্রহণ করিবেন।

এই বচনে, ভ্রাতারাই, এই শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক নিয়ম করিয়া বলা হইল, ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী হয় না।

কিন্তু, পিতা জীবিত সত্ত্বে, ভ্রাতৃপুত্র কেন অধিকারী হয় না, এইরূপ প্রশ্নের অন্য কোনরূপ হেতু নাই। তবে, পিতা জীবিত থাকিলে, পিণ্ডদানাভাবে উপকারাভাবই পুত্রের অধিকারাভাবের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, ভ্রাতৃপুত্র মৃতপিতৃক হইলেও, ভ্রাতার তুল্য উপকারকত্বাভাবপ্রযুক্ত কিরূপে তুল্যবৎ অধিকারী হইতে পারে?

এই কারণেই, দেবল মুনি বলিয়াছেন, অনন্তর অপুত্রের ধন সহোদরেরা, অথবা সবর্ণা দুহিতারা, অথবা পাতিত্যাদিদোষবর্জ্জিত পিতা অথবা সবর্ণ ভ্রাতৃগণ, মাতা, ভার্য্যা, ইহারা যথাক্রম ভাগ করিয়া লইবে।

তিনি এই বচন দ্বারা ভার্য্যা, সবর্ণা দুহিতা, পিতা, মাতা সহোদর ভ্রাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পর্য্যন্ত অধিকারিশৃঙ্খলায়, ভ্রাতৃপুত্রের উল্লেখ না করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পর্য্যন্তের অভাবেই ভ্রাতৃপুত্রগণের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৪৮ ॥

সমুদায় ভ্রাতার মধ্যে এক জন পুত্রবান্ হইলে, অবশিষ্ট ভ্রাতারা তদ্দ্বারা পুত্রবান্ হইয়া থাকে, এই যে বচন প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই, সেই এক ভ্রাতার পুত্র সকলেরই পিণ্ডদান ও তদভ্রাতার অভাবে ধনগ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা, বিষ্ণু বচনের সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। পুনশ্চ, যদি ঐরূপ অর্থ স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে, ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতার পূর্ব্বেই কিহেতু অধিকারী না হইবে? এই কারণে ভ্রাতারই অধিকার হইবে। তন্মধ্যে

ইরূপে যে বিধিদ্বয় ব্যবস্থাপিত আছে, তাহারা পরস্পর অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রবৃত্ত হইয়াছে। তরাং, উদ্‌গাতা ও প্রতিস্তোতা উভয়েই যদি এককালেই স্খলিত হন, তাহা হইলে, শ্রীকরের তে বিধিবৈষম্য ঘটাতে, দুই শাস্ত্রের মধ্যে কোন শাস্ত্রেরই প্রবর্তনা হইতে পারে না। প্রাচীন-রম্পরা এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা করিয়াছেন, যে, ঐরূপ ঘটনাপ্রসঙ্গে প্রথমে প্রতিস্তোতাকে র্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়া, পরে উদ্‌গাতাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে। শ্রীকরের মতানু-রণ করিলে, এই মীমাংসার মূলোচ্ছেদ করা হয়।

পুনশ্চ, পৌর্ণমাসীতে উপাংশুযাগসংক্রান্ত ইন্দ্রদৈবত দধি, আর অমাবস্যাতে অগ্নীষোম-ংক্রান্ত ইন্দ্রদৈবত দুগ্ধ চাতুর্হোত্র মন্ত্র সহায়ে স্পর্শ করিতে হইবে। এইরূপে দুই শাস্ত্র দুই স্থলে স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং, শ্রীকরের মতে বিধিবৈরূপ্য ঘটাতে, উভয়ের মধ্যে কোন শাস্ত্রেরই প্রয়োগ হইতে পারে না। তজ্জন্য, দধি দুগ্ধ স্পর্শ করিবার যে স্থিরতর মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার এককালেই মূলোচ্ছেদ হয়॥ ১৫৩॥

অতএব, কোথাও বাধকে অপেক্ষিত না করিয়া নিত্যবৎ বিধি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কোথাও বা অপর বিধির বাধকে অপেক্ষা করিয়া, বিধির প্রবর্তনা হয়, ইহাই বৈরূপ্যের লক্ষণ। তথাহি, বৈশ্বদেবাদি যাগদ্বয়ে উত্তরবেদি করিবে না, এই নিষেধ সামান্য উত্তরবেদিবিধানের অপেক্ষা করিয়া থাকে। নিষেধ দ্বারা সামান্য বিধির পাক্ষিক বাধমাত্র সাধিত হয়। নতুবা, নিষেধ কখন বিধি হইতে পারে না। এইহেতু, নিষেধ বেদিবিধির বাধসাপেক্ষ; একবারেই উহার বাধ নহে। একবারেই বাধ বলিলে, নিষেধ বিফল হইয়া থাকে। কেননা, নিষেধ ব্যতিরেকেও বেদির অকরণপ্রাপ্তি হয়। তজ্জন্য, বৈশ্বদেব ও শুনাশীর্য্যরূপ পর্ব্বযাগদ্বয়ে সামান্যতঃ উত্তরবেদির বিধি ও নিষেধবিধির বাধ সাপেক্ষ হইয়া উঠে। পুনশ্চ, অবশিষ্ট যাগ দ্বয়ে উত্তরবেদি নিয়ত প্রবর্ত্তিত থাকাতে, উক্ত সামান্য বিধি নিষেধবিধির বাধনিরপেক্ষ হয়। এইরূপে নিষেধ স্বীকার করিলে, বিধিবৈষম্যদোষ ও বিকল্প সংঘটিত হইয়া থাকে।

রাগপ্রাপ্ত কর্ম্মে নিয়ত বাধ বিহিত হয়। কেননা, উহাতে নিষেধের সার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাগপ্রাপ্ত কর্ম্মে বিকল্প হওয়া বিধেয় নহে। ইহার কারণ এই, ইচ্ছা করিয়া যে কার্য্য করা যায়, নিষেধ না করিলেও, ইচ্ছার ভঙ্গুরত্ববশতঃ সেই কর্ম্মের কদাচিৎ অকরণ হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা। পুনশ্চ, শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতিরাত্রনামক যাগে ষোড়শিনামক পাত্র গ্রহণ করিবে এবং করিবে না। এখানে, বিধি ও নিষেধের যুগপৎ প্রবর্তনা হইয়াছে। তজ্জন্য, পর্য্যুদাস না হওয়াতে, ইহাকে বিকল্প বলা যায়। এইরূপে যেখানে সামান্য ও বিশেষরূপ বিধি নিষেধের একত্র প্রবর্তনা হয়, সেইখানেই বিধিবৈষম্য ঘটিয়া থাকে, এক বিশেষবিষয়ে হইলে হইবে না। ১৫৪॥

যাহারা বলিয়া থাকে, নিষেধবিধি প্রাপ্তিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। অতএব, প্রাপ্তিরূপ নিজ নিমিত্তকে এককালে নিরাকৃত করিতে নিষেধবিধির ক্ষমতা নাই। এইরূপ যুক্তি অনুসারেই নিষিদ্ধ কর্ম্মে বিকল্প কল্পনা করিতে হয়। তাঁহাদের মতে পশুযাগে অধোর আজ্য ভাগ করিতে নাই। ইত্যাদি রাগপ্রাপ্ত নিষেধস্থলেও বিকল্প কল্পনীয় হইয়া উঠে। পুনশ্চ, প্রাপ্তিরূপ নিমিত্ত যুক্ত নিষেধবিধি স্বনিমিত্তের বাধসাধনে ক্ষমবান্ নহে। এরূপ অবস্থায় পাক্ষিক বাধই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, আপনার নিমিত্তকে উন্মূলিত করাই নিষেধের স্বভাব। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে, নিষেধই বলবান হওয়াতে, দুর্ব্বল প্রাপ্তিশাস্ত্রের এককালীন মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে॥ ১৫৫॥

কেহ কেহ বলেন ইহা, যাদৃচ্ছিক গ্রহণপ্রাপ্তির নিষেধ, বিধিপ্রাপ্তের নহে। এই মতবাদও নিতান্ত অজ্ঞানবিজৃম্ভিত কেননা, বৈধ গ্রহণ ও অবৈধগ্রহণনিষেধ, এই উভয়ের যুগপৎ

সম্ভব নহে। তজ্জন্য, বিকল্পের অভাবপ্রসক্তি হইয়া থাকে। যাগাঙ্গরূপে যাদৃচ্ছিক গ্রহণের অভাব হইলে, নিষেধ কখনই যাগাঙ্গ হয় না। সুতরাং আমাদের কথিত ন্যায়ানুসারেই বিকল্প হইয়া থাকে। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। ১৫৬॥

পুনশ্চ, শ্রীকরাচার্য্য বলিয়াছেন, সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ও অসংসৃষ্টী সহোদর থাকিলেও, সংসৃষ্টী সংসৃষ্টির ধন প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি বচনানুসারে বৈমাত্রেয়ের ধনসম্বন্ধপ্রাপ্তিস্থলে তাহার খণ্ডন জন্য, সোদরের ধন সোদর পাইবে, এইরূপ বচন প্রযোজিত হইয়াছে।

শ্রীকরের এই মতবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে। এই বিষয়েই সোদরের ধন সোদর পায়, এই বচন দ্বারা সহোদরের ধনাধিকারপ্রসঙ্গে তাহার খণ্ডনার্থ সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী পায়, এই বচন একতরপক্ষপাতিনী যুক্তিরূপ কারণের অভাবপ্রযুক্ত সম্ভব হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী পায়, এই বচনের বিবরণস্বরূপ, বৈমাত্রেয়, ইত্যাদি বচনের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা আবার নিতান্ত অযৌক্তিক। কেননা, ঐ বৈমাত্রেয়বচন দ্বারাই অভীষ্ট অর্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তজ্জন্য, সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী পায়, এই বচনের সার্থক্য থাকে না।

পুনশ্চ, অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টী, ইত্যাদি বচনের অর্থ এই, বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টী হইলে, অন্যো দর্য্যের প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু অসংসৃষ্টী হইলেও, সোদর পাইয়া থাকে। কিঞ্চ, বৈমাত্রে সংসৃষ্টী হইলেও, ধন প্রাপ্ত হয় না, এই ব্যাখ্যাও নিতান্ত অসঙ্গত। কেননা, বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে এক অন্যোদর্য্যপদ পুনরুক্ত হওয়াতে, অপরার্দ্ধেও তাহার প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া উঠে এবং অপিশব্দও এবশব্দের অর্থে প্রযোজিত হয় না। ১৫৭॥

কিঞ্চ, অসংসৃষ্টী সোদর থাকিতে, সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয়ের অধিকার খণ্ডনার্থ সোদরবচন বর্ণি হইয়াছে। অসংসৃষ্টী সোদর ও বৈমাত্রেয়, এই উভয়ে ঐ বচন প্রবৃত্ত হইতে পারে না তজ্জন্য, উভয়ে তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে। অথবা, উভয়ের মধ্যে কাহারই অধিকা হইবে না।

যদি বল, এস্থলেও সোদরবচন প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে, এক স্থলে সংসৃষ্টী বচন বাধসাপেক্ষ ও অন্যত্র বাধনিরপেক্ষ হওয়াতে, তোমাদেরই মতে বিধিবৈরূপ্য ঘটি থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, সোমযাগে বেদিবিধান করিতে হয়। অথবা দীক্ষণীয়া ইষ্টি প্রভৃতি সামান্য বচন প্রবৃত্ত হইলে, দর্শপৌর্ণমাস যাগের অতিদেশ প্রাপ্ত বেদিবিধির বাধ দ্বারা ও অন্য বাধ ব্যতিরেকেই প্রবৃত্ত হওয়াতে, বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য, সামান্য বেদিবিধানশা বাক্যান্তরপ্রাপ্ত বৈদিক ভিন্ন যাগের মধ্যে দ্রষ্টব্য হইবে॥ ১৫৮॥

কিন্তু আমাদের মতে শ্রীকরের সম্মত বিধিবৈষম্য হইতে পারে না। যেহেতু, সংসৃষ্টীবচন সোদরবচন এই উভয় বচন ভিন্ন ভিন্ন স্থলে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আর, অন্যোদর্য্যাদি দ্বারা অসংসৃষ্টী সোদর ও সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় এই উভয়ের তুল্য অধিকার জ্ঞাপিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে, বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টী হইয়া, অসংসৃষ্টী সোদর সত্ত্বেও ধনগ্রহণ করি বৈমাত্রেয় অসংসৃষ্টী হইলেও, ধন প্রাপ্ত হইবে না। ইহাই পূর্ব্বার্দ্ধবচনের অর্থ। তাহা হই কি তৎকালে সোদর পাইবে না, এই অপেক্ষায় উত্তরার্দ্ধ দ্বারা উত্তর দেওয়া হইয়াছে॥ ১৫৯॥

সহোদরপদের অনুবৃত্তিক্রমে ইহাই বুঝাইতেছে যে, সহোদর অসংসৃষ্টী হইলেও, গ্র করিবে; কেবল সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয়ই পাইবে না। কিন্তু তাহারা উভয়ে ভাগ করিয়া লই ইহাই বচনের তাৎপর্য্য এরূপ অর্থ করিলে, আর বিধিবৈষম্য ঘটে না।

তথাহি, মনুও ঐরূপ মীমাংসা সমাধান করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা, সোদর্য্যগণ, সং ভ্রাতৃগণ, সোদর ভগিনীগণ ও সনাভিগণ, ইহারা সমবেত হইয়া, একত্রে ভাগ করিয়া লইবে।

এখানে সোদর্য্যশব্দে সোদরমাত্রই বুঝাইয়া থাকে। আর, সংসৃষ্টপদে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়গ

পরস্পর একত্রে অবস্থিতির উপলব্ধি হয়। এবং, সঙ্গবেত হইয়া, একত্রে এই পদ দ্বারা উভয়ের সাহিত্যার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, এরূপ না বলিলে, কোন অর্থই পাওয়া যায় না। অতএব যাহারা বলিয়া থাকে, উভয়ের পরস্পর যোগে ভাগ হইবে, এইরূপ অর্থপ্রতীতি হয় না, তাহারা বচনের অর্থ একবারেই বুঝে না॥ ১৬০॥

কিঞ্চ, এখানে, যে চেতিপদের অন্তর্গত চকারশব্দের শ্রবণপ্রযুক্ত, দ্বন্দ্বসমাসেরও শ্রবণ হইতেছে। তদ্দ্বারা ইতরেতরযোগের অশ্রবণকথন দ্বন্দ্বসমাসেরও ইতরেতরযোগার্থতার অভাব প্রতিপাদন করিতেছে। এই কারণে, সোদর ও বৈমাত্রেয়মাত্র থাকিলে, অগ্রে সোদরের অধিকার হইবে।

অতএব, বৃহন্মনু বলিয়াছেন, একোদর অর্থাৎ সহোদর জীবিত থাকিতে, বৈমাত্রেয় সেই ধন পাইবে না। স্থাবর সম্পত্তিতেও এইরূপ হইবে। সহোদর না থাকিলে, বৈমাত্রেয়ই পাইবে।

এখানে স্থাবরশব্দে বিভক্ত স্থাবর অভিপ্রেত হইয়াছে। কেননা, ইহার পরেই যম বলিয়াছেন, অবিভক্ত স্থাবরে সকলেরই অধিকার হইয়া থাকে। বিভক্ত স্থাবর বৈমাত্রেয় পাইবে না।

এখানে, সকলেরই অধিকারশব্দে সোদর ও বৈমাত্রেয় সকলেই পাইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে।

সোদরগণের মধ্যে একজন যদি সংসৃষ্ট থাকে, তাহারই সেই ধন প্রাপ্য হইবে। আর অসংসৃষ্টী সোদর ও সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় থাকিলে, দুই জনেই পাইবে। বৈমাত্রেয়মাত্র থাকিলেও, প্রথমে সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় লইবে। তদভাবে অসংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় মৃতের ধন অধিকার করিবে। অতএব উক্ত ক্রমানুসারে অনেকের অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য, বহুবচনান্ত ভ্রাতৃশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। নতুবা, অনর্থক হইয়া থাকে॥ ১৬১॥

পুনশ্চ, সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী লইবে, ইত্যাদি বচন, তুল্যরূপ ধনাধিকারী সত্ত্বে সংসর্গজনিত বিশেষ প্রতিপাদন জন্যই প্রযোজিত হইয়াছে। এইজন্য, সোদর বা বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র বা পিতৃব্যাদি তুল্য সম্পর্কীয়গণ বিদ্যমান থাকিলেও, সংসৃষ্টীই প্রথমে অধিকারী হইবে। কেননা, এই বচনে কোনরূপ বিশেষনির্দ্দেশ নাই। পূর্ব্ববচনে সকলকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং, সকলের অধিকারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। অতএব, এই বচন ভ্রাতৃমাত্রের অধিকারপ্রতিপাদন জন্যই প্রযোজিত হইয়াছে, এই মতবাদ কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না॥ ১৬২॥

ইতি ভ্রাতার অধিকার সম্পূর্ণ।

ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্রের প্রাপ্য হইয়া থাকে। কেননা, বিষ্ণু, ভ্রাতৃগামী হয়, এই কথা বলিয়াই, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী হইয়া থাকে, বলিয়াছেন। তথাপি, প্রথমে সোদর ভ্রাতৃপুত্রের প্রাপ্য হয়। তাহার অভাবে অসোদর অর্থাৎ বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী হইয়া থাকে। সোদরের ধন সোদর পায়, যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনই এ বিষয়ে প্রমাণ। সোদর ভ্রাতৃপুত্র মৃত ধনির মাতাকে ত্যাগ করিয়া, স্বপিতামহীসমেত ধনির পিতার পিণ্ডদাতা, এই কারণে সোদর ভ্রাতৃপুত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া, তাহার অভাবেই ধন অধিকার করে॥ ১৬৩॥

পত্নীর সহিত পিত্রাদি পিণ্ডভোগ করিয়া থাকেন। এই কারণে সপত্নী মাতা, সপত্নী পিতামহী ও সপত্নী প্রপিতামহী, ইহাদের শ্রাদ্ধে অনুপ্রবেশ সম্ভব নহে। মাতাপ্রভৃতিশব্দে প্রধানতঃ স্বজননী, পিতৃজননী ও পিতামহজননীকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহাদের শ্রাদ্ধে অনুপ্রবেশ হয়। যথা, মাতা স্বীয় স্বামীর সহিত স্বধাময় শ্রাদ্ধ ভোজন করেন। পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাঁরাও স্ব স্ব পতির সহিত ঐরূপে ভোজন করিয়া থাকেন। সপত্নীমাতা প্রভৃতির

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা, স্ত্রী বা পুরুষ অপুত্র মরিলে, তাহাদের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে না।

কিন্তু সপত্নীক শ্রাদ্ধবিধান সর্ব্বজনসিদ্ধ বলিয়া, যেরূপ নিয়ত বিহিত হইয়া থাকে, সপত্নী মাত্রাদির সেরূপ নিত্যতা নাই। এইরূপ নিত্যানিত্য সংযোগবিরোধবশতঃ সপত্নীক শ্রাদ্ধ-বিধান মাত্রাদির সাপেক্ষ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ॥ ১৬৪ ॥

যদি বল, সোদর পিতৃব্য ও সোদর ভ্রাতৃপুত্রের ন্যায়, ধনিদেয় সপত্নীক পূর্ব্বপুরুষদ্বয়ের পিণ্ডদানে অধিকারী, তদ্বিধায় ধনীর পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরার্থ বলা যাইতেছে, পিতৃব্য ধনীর পিতামহ ও প্রপিতামহ উভয়ের পিণ্ডদাতা; কিন্তু ভ্রাতৃপুত্র ধনির প্রধানস্বরূপ পিতাকে অবলম্বন করিয়া পুরুষদ্বয়ের পিণ্ডদান করিয়া থাকে; এইজন্য ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্য অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া পিতৃব্যের পূর্ব্বেই অধিকার পাইয়া থাকে। অতএব, ভ্রাতার নপ্তাও পিতৃধনের বাধক। কেননা, সে মৃতধনির প্রধানস্বরূপ পিতার পিণ্ডদান করিয়া থাকে। কিন্তু ভ্রাতার প্রতিনপ্তা অর্থাৎ প্রপৌত্র পিতৃসন্তান হইলেও, পিতৃব্যকর্ত্তৃক বাধিত হয়। কেননা, পঞ্চম পুরুষ বলিয়া, প্রতিনপ্তার পিণ্ডদানে অধিকার নাই।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, তিন পুরুষের জল প্রদান করিবে। তিন পুরুষে পিণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহাদের পিণ্ডদান করিতে পারে। পঞ্চম পুরুষের তাহাতে অধিকার নাই।

এইরূপে মনুর মতে পঞ্চম পুরুষ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাব হইলে, ধনির দৌহিত্রের ন্যায়, পিতৃদৌহিত্রের অধিকার, বুঝিতে হইবে। এই রূপে, পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্ততিরও পিণ্ডদানক্ষমতার নৈকট্যবশতঃ অধিকার হইয়া থাকে বুঝিবে। তথাহি, দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায়, পরলোকে মৃত ধনীর উদ্ধার করে। এই বচনপ্রমাণ উভয়ে কোনরূপ বিশেষ নাই। কেননা, পিত্রাদির দৌহিত্রও স্বদৌহিত্রের ন্যায়, তদ্ভাবে পিণ্ডদান করিয়া, পরলোকে ঐরূপে উদ্ধার করে। এইজন্য, মনু স্বতন্ত্র আকারে ইহাদের অধিকার দর্শন করান নাই। তিন পুরুষের জলদান করিবে, এই বচনবলেই উহা বুঝিতে পারা যায়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদ্গোত্রজাত পিত্রাদি দৌহিত্রেরও পিণ্ডদানের আনন্তর্য্যক্রমে অধিকার প্রতিপন্ন করিবার আশয়ে ও অতদ্গোত্রজাত সপিণ্ড স্ত্রীদিগের অধিকার খণ্ডন করিবার নিমিত্ত গোত্রজশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এইজন্যই বৌধায়ন বলিয়াছেন, নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্ধাদিরা অধিকারী হইতে পারে না। সেইরূপ, স্ত্রী সকলও অধিকারবিহীন।

কিন্তু পত্নী ও কন্যাদির অধিকার বিশেষবচনবলে বিরুদ্ধ হয় না। পুনশ্চ, যাজ্ঞবল্ক্য যে বন্ধুপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, মৃতভোগ্য পিণ্ডদাতা দৌহিত্রপর্য্যন্ত প্রপিতামহসন্ততির অভাবে মৃতদেয় মাতামহাদির পিণ্ডদান দ্বারা পিণ্ডের আনন্তর্য্য নিবন্ধন মাতুলাদির অধিকার প্রতিপাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু মনু পিণ্ডদানের আনন্তর্য্যবচন দ্বারাই ঐ উদ্দেশ্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন। মাতুল ও তৎপুত্রাদিরা মৃতদেয় মাতামহাদিপিণ্ডত্রয়ের দান করেন। এইজন্য, মৃত ধনে তাহাদের অধিকার। তন্নিবন্ধন, সেই ধন দ্বারা যে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও পিণ্ডদান বিহিত হইয়া থাকে। তথাহি, ভোগ ও দানাদিজন্য শুভ অদৃষ্ট, এই দ্বিবিধ প্রয়োজন উদ্দেশেই ধন অর্জ্জন করা হয়। তন্মধ্যে, অর্জ্জক উপরত হইলে, ধনে তাঁহার ভোগসম্ভব নহে। কিন্তু দানাদি করিয়া, শুভ অদৃষ্ট সঞ্চয় করা যাইতে পারে।

অতএব, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সমুৎপন্ন অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ প্রাপ্ত ধন হইতে অর্দ্ধভাগ ভোগের জন্য পৃথক রাখিয়া দিবে। সেই ধনে মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রযত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে।

আপস্তম্বও বলিয়াছেন, শিষ্য বা কন্যা মৃত ধনীর উদ্দেশে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য এবং মাসিকাদিক্রমে তাহার ভোগ নিমিত্ত তদীয় ধন প্রযোজিত করিবে।

এখানে ধর্ম্মকার্য্য অদৃষ্টজননের হেতু। এইজন্যই বলিয়াছেন, দান ও ভোগ, এই দুইটীই ধনের সাক্ষাৎ ফল ॥ ১৬৩ ॥

এই কারণে, তদ্‌ভোগ্য পিণ্ডদাতার অভাবে তদ্দেয় পিণ্ডদাতা মাতুলাদির অধিকার ন্যায়সঙ্গত। অতএব, তিন পুরুষের জলপ্রদান করিবে, ইত্যাদি বচনদ্বয় দ্বারা এই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া, তৎপরে মনু বলিয়াছেন, ইহার পর, সকুল্য, অথবা আচার্য্য কিম্বা শিষ্য গ্রহণ করিবে।

এখানে সকুল্যশব্দে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদির সন্ততি এবং সমানোদক বুঝাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথমে সকুল্যের, পরে সমানোদকের এবং তদভাবে আচার্য্য ও শিষ্যাদির অধিকারপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। অন্যথা, কিরূপে মাতুলাদিকে মনুর বিরুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়? এই কারণে মনু পূর্ব্ববচনদ্বয়ে এই অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহাতে আর বিরোধ থাকে না। অতএব দায়ভাগপ্রকরণে

তিন পুরুষের জল প্রদান করিবে, তিন পুরুষে পিণ্ড প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত ইহাদের পিণ্ড প্রদান করিবে; পঞ্চমের উহাতে অধিকার নাই।

এইরূপ বলিয়াই, সপিণ্ডের অনন্তর ইত্যাদি বচন সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন।

পিতৃমাতৃকুলজাত একপিণ্ডসম্বন্ধী থাকিতে, একপিণ্ডসম্বন্ধবর্জ্জিত পঞ্চম পুরুষের অনধিকারপ্রতিপাদনার্থ ঐরূপ বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে। অন্যথা, সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা শেষ হইয়া যায়, এ বচনে সপিণ্ডত্ব উক্ত হইয়াছে এবং সপিণ্ডের অনন্তর ইত্যাদি বচনে আনন্তর্য্য অর্থাৎ নৈকট্য কেই ধনাধিকারের হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং, তিন পুরুষের জল দান করিবে, ইত্যাদি বচন নিরর্থক হইয়া উঠে। তিন পুরুষের শ্রাদ্ধবিধানার্থ এই বচন বিন্যস্ত হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। ইহার কারণ এই, দায়ভাগরূপ সন্দংশ মধ্যে এই বচন উল্লিখিত আছে। এবং বচনান্তরে শ্রাদ্ধপ্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

তথাচ, মনু বলিয়াছেন, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগকে, হোম দ্বারা দেবতাদিগকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃদিগকে, অন্ন দ্বারা মনুষ্যদিগকে ও বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতদিগকে যথাবিধি অর্চ্চন করিবে ॥ ১৬৭ ॥

জননক্রম দ্বারা নৈকট্যগ্রহণার্থই এই বচন; পিণ্ডপ্রদাতৃত্ব দ্বারা আনন্তর্য্যার্থ নহে; এরূপও বলিতে পারা যায় না। কেননা, এই বচন দ্বারা জননক্রমের অবগতি হয় না কিন্তু উদাকের ন্যায়, তিন পুরুষে পিণ্ডদান বিহিত হইয়া থাকে; অধস্তন চতুর্থ পুরুষই পিণ্ডদাতা, পূর্ব্বতন পঞ্চম পুরুষ পিণ্ডদানের পাত্র নহেন, অধস্তন পঞ্চম পুরুষও পিণ্ডদাতা হইতে পারে না, এইপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়া, নৈকট্য কীর্ত্তন করত মনু পিণ্ডদাতৃত্বের অনুসরণক্রমেই আনন্তর্য্য জ্ঞাপন করিতেছেন। এই কারণে যে যে ব্যক্তি তাহার কুলোৎপন্ন, অথচ ভিন্নগোত্র এবং স্বদৌহিত্র ও পিতৃদৌহিত্র হইতে ভিন্নবংশোদ্ভব মাতুলাদি মৃত ধনীর পিতৃমাতৃকুলগত তিন পুরুষের পিণ্ডদানে অধিকারী বলিয়া, একপিণ্ডসম্বন্ধ বশতঃ সপিণ্ডশব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহাদেরও অধিকারার্থ, তিন পুরুষের জলপ্রদান করিবে, এই বচন, এবং আনন্তর্য্য দ্বারা বিশেষ নির্ব্বাচনার্থ, সপিণ্ডের অনন্তর, ইত্যাদি বচন প্রযোজিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তদ্দ্বারা মৃতভোগ্য ও মৃতদেয় পিত্রাদিত্রয়ের পিণ্ডদাতা পিতৃদৌহিত্রাদির অভাবে মৃতদেয় মাতামহাদির পিণ্ডদাতা মাতুলাদি আনন্তর্য্যক্রমে অধিকার পাইয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে। ১৬৮ ॥

মাতুল, মাতুলপুত্র ও মাতুল পৌত্রের অভাবে সকুল্যের অধিকার হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, তদভাবে সকুল্য প্রাপ্ত হয়, তাহার অভাবে আচার্য্য, আচার্য্যের অভাবে শিষ্য পাইয়া থাকে।

এখানে সকুল্যশব্দে বিভক্তপিণ্ড প্রতিপ্রণপ্তা প্রভৃতি অধস্তন পুরুষত্রয় এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির সন্ততি, বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে পিণ্ডলেপপ্রদান দ্বারা উপকারকত্ববিধায় প্রতিপ্রণপ্তা অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রভৃতি প্রথমে অধিকারী হইয়া থাকে। তাহার অভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির সন্ততি মৃতদেয়-পিণ্ডলেপভোক্তা বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির পিণ্ডদান করাতে, অধিকার প্রাপ্ত হয়। এবংবিধ সকুল্যের অভাবে সমানোদকের অধিকার হইয়া থাকে। এখানে সকুল্যশব্দেই সমানোদক বুঝিতে হইবে। তাহাদের অভাবে আচার্য্য, আচার্য্যের অভাবে শিষ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুবচন দ্বারা এই আচার্য্য ও শিষ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শিষ্যের অভাবে সব্রহ্মচারী অর্থাৎ একগুরুর নিকটে অধ্যয়নকারীর অধিকারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা সব্রহ্মচারী অধিকারীর প্রতিপত্তি হইতেছে। তাহার অভাবে সমানগোত্র ও তাহার অভাবে সমানপ্রবর, অধিকারী হইয়া থাকে। মহর্ষি গৌতম এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৬৯ ॥

উক্তপর্য্যন্ত সকলের অভাবে ব্রাহ্মণ তাহার ধন গ্রহণ করিবেন।

তথাহি মনু বলিয়াছেন, সকলের অভাবে শুচি, দান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ রিকথ হরণ করিবেন। ইহাতে ধর্ম্মের হানি হয় না।

ইহার অর্থ এই, ভোগ দ্বারা ধর্ম্মের ক্ষয় হইলেও, মৃত ধনির ধন ব্রাহ্মণগামী হইয়া, অপর ধর্ম্মের সমাধান করত, আপূরণ করাতে, উক্ত ধর্ম্ম কখন ক্ষীণ হইতে পারে না। এইরূপে ধর্ম্মের পূর্ণভাব সম্পাদন করিয়া, সেই ধন মৃতেরই উপকার করিয়া থাকে, ইহাই প্রতিপাদন করিলেন।

উল্লিখিতরূপ-গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের অভাবে রাজা অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন হইলে, রাজা লইতে পারিবেন না। সমানগোত্র, সমানপ্রবর ও ব্রাহ্মণের অভাব সেই গ্রামেই বুঝিতে হইবে। অন্যথা রাজার অধিকার নির্ব্বিষয় হইয়া উঠে। ১৭০ ॥

ইহাতে, যদি, তিন পুরুষের জলপ্রদান করিবে, ইত্যাদি বচন দ্বারা পিতৃদৌহিত্র ও মাতুলাদির অধিকার অভিহিত না হয়, তাহা হইলে, ক্রমোক্ত সকুল্যাদির মধ্যে অনুপ্রবেশ না হওয়াতে, পিতৃদৌহিত্রাদির অধিকারই সিদ্ধ হয় না।

না হউক, ইহাও বলা যাইতে পারে না। ইহার কারণ এই, যাজ্ঞবল্ক্য তাহাদিগকে গোত্রজ ও বন্ধুপদে উল্লেখ করিয়া, তাহাদের অধিকার সিদ্ধ করিয়াছেন। সেই কারণে মনুও, তিন পুরুষের, ইত্যাদি বচন দ্বারাই ঐরূপ অধিকারিত্ব দেখাইয়াছেন, বলিতে হইবে। এই কারণে, যে যে প্রকারে মৃতের ধন তাহার পারলৌকিক উপকারে আসিতে পারে, সেই সেই রূপেই অধিকারক্রমের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। অতএব পুত্র, মৃতপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহাদের তুল্যরূপ অধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা লোক সকল জয় হয়, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তুল্যরূপ উপকারের অবগতি হয়। এবং তৎপিণ্ডদানেরও কোনরূপ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই জীবৎপিতৃক পৌত্র ও জীবৎপিতৃক প্রপৌত্রের অনধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে।

জীবিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া দিবে না, ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জীবিত পিতাকে অতিক্রম করিয়া, জীবৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রের পার্ব্বণ নিষিদ্ধ হওয়াতে, উপকারকত্বের অভাব হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, মৃতপিতৃকের ন্যায়, জীবৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রও অধিকারী হইতে পারে। জননক্রমানুসারে সপিণ্ডের নৈকট্য হইয়া থাকে। তদনুরোধে পুত্রই অধিকারী; মৃতপিতৃক পৌত্র বা প্রপৌত্র নহে। ১৭১ ॥

পুত্র, মৃতপিতৃক পৌত্র ও মৃতপিতৃক প্রপৌত্র এই তিনের এককালীন অধিকার প্রতিপাদক বচন নাই। তথাপি, উপকারকত্বের বিশেষ না থাকাতে, তুল্যরূপ ধনসম্বন্ধ উল্লেখ করা বিধেয়। এইরূপ, সর্ব্বত্রই উক্ত রীতিক্রমে মৃত ধন যাহাতে মৃতের উপকার উদ্দেশে কল্পিত হইতে পারে, উক্ত ক্রমানুসারে তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ইহাই বুঝা গেল, যে দায়ভাগপ্রকরণে পুত্র দিয় যে, উপকারাতিশয় কথিত হইয়াছে, তাহার অন্যবিধ প্রয়োজন নাই।

পুনশ্চ, পিতৃঋণ শোধ করিবে, ইত্যাদি বচন দ্বারা ঋণশোধ ধনলাভের হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায় পরলোকে উদ্ধার করে, ইত্যাদি বাক্যে পরলোকোদ্ধারণও ধনপ্রাপ্তির কারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। পুনশ্চ, এই উদ্ধারণ ভিন্ন অন্যবিধ তুল্যরূপ ধনসম্বন্ধের কারণ নাই, এবং তিন পুরুষের জল প্রদান করিবে, ইত্যাদি বচনের অনর্থকতা আপতিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, ক্লীব, পতিত ও জন্মান্ধাদিরা উপকার করিতে অক্ষম বিধায় তাহাদের অধিকার নাই, বলিয়াছেন। সেইরূপ, প্রতিসম্পর্কীয়ের অধিকারপ্রতিপাদনার্থ বচনরচনা করিলে, গৌরব সম্ভব হইয়া থাকে। এবং তৎকর্ত্তৃক অর্জ্জিত অর্থে তাহার উপকারের তারতম্য অনুসারে তদীয় অভীষ্ট সম্পন্ন হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। এই সকল কারণে একমাত্র উপকারকত্ব দ্বারাই ধনাধিকারসংঘটন সর্ব্বথা ন্যায়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা মনু প্রভৃতির অনুমোদিত, বোধ হইতেছে। তদ্‌বিধায়, নির্ম্মল বিদ্যাবিকাস দ্বারা প্রকটীকৃত এই অর্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের অবশ্যই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যদি এই অর্থে তাঁহাদের পরিতোষ না জন্মে, তাহা হইলে, ইহা বাচনিকই বলিতে হইবে। তথাপি, তিন পুরুষের জলপ্রদান ইত্যাদি বাক্যদ্বয়ের যেরূপ অর্থ পূর্ব্বে নির্ব্বাচন করিয়াছি, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, মৃতভোগা ও মৃতদেয় পিণ্ড ও পিণ্ডলেপ প্রদাতা প্রভৃতির নৈকট্যক্রমেই ধনাধিকারক্রম সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই গ্রাহ্য। ইতি। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। ১৬২ ॥

রাজা ব্রাহ্মণ বর্জ্জিয়া, আর সকল বর্ণের ধনগ্রহণ করিবেন। তথাহি মনু,—

রাজারা কখন ব্রাহ্মণের ধন লইবেন না। ইহা ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা। তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য সকল বর্ণের ধন, তাহাদের কোনরূপ অধিকারী না থাকিলে, লইবেন। এখানে সকলশব্দে ব্রাহ্মণপর্য্যন্ত বর্ণ বুঝিতে হইবে।

বানপ্রস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ইহাদের ধন ধর্ম্মভ্রাতা, সৎ শিষ্য ও গুরু ইহাঁরা যথাক্রমে গ্রহণ করিবেন। ইহাঁদের অভাবে একতীর্থী একাশ্রমী লইবেন।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বানপ্রস্থ, যতি ও ব্রহ্মচারীর ধন যথাক্রমে আচার্য্য, সৎ শিষ্য ধর্ম্মভ্রাতা ও একতীর্থী প্রাপ্ত হইবেন।

প্রতিলোমক্রমে এই ধনাধিকার বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ধন আচার্য্য লইবেন। যতির ধন সৎ শিষ্য পাইবেন এবং বানপ্রস্থের ধন ধর্ম্মভ্রাতা গ্রহণ করিবেন। ইহাঁদের অভাবে একাশ্রমীর অধিকারে আসিবে।

এখানে ধর্ম্মভ্রাতাশব্দে ভ্রাতৃত্বে পরিগৃহীত অন্যতর বানপ্রস্থ, এবং ব্রহ্মচারী শব্দে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে। পিতাদিকে পরিত্যাগ করিয়া, যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাস ও গুরুসেবানিষ্ঠা দ্বারা নৈষ্ঠিক নাম হইয়াছে। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ধন পিত্রাদিরাই যথাক্রমে গ্রহণ করিবেন।

ইতি অপুত্র ধনবিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, সংক্ষেপে মৃত পুরুষের ধনাধিকারক্রম কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে, প্রথমে পুত্রের অধিকার হইবে। তদভাবে পৌত্রের, তদভাবে প্রপৌত্রের অধিকার হইয়া থাকে। মৃতপিতৃক পৌত্র ও মৃতপিতৃপিতামহক প্রপৌত্র উভয়ে পুত্রের সমানে অধিকার প্রাপ্ত হয়।

প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে পত্নী প্রাপ্ত হয়। এই পত্নী ভর্তৃধনে অধিকারিণী হইয়া, ভর্তৃকুল, তদভাবে পিতৃকুল আশ্রয় করিয়া, শরীররক্ষার্থ ভর্তৃধনভোগ এবং ভর্তার উপকারার্থ কথঞ্চিৎ দানাদিও করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীধনের ন্যায়, যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

পত্নীর অভাবে দুহিতা পাইবে। তন্মধ্যে প্রথমে কুমারী তদভাবে বাগ্‌দত্তা, তদভাবে বিবাহিতা পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা উভয়ে যুগপৎ অধিকারিণী হইবে। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবার অধিকার নাই।

বিবাহিতার অভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পিতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা পাইবেন। তন্মধ্যে প্রথমে সহোদর ভ্রাতা, তদভাবে বৈমাত্রেয় অধিকারী হইবে।

মৃত ধনী ভ্রাতার সহিত সংসৃষ্ট থাকিলে, যদি সোদর সহিত সংসৃষ্ট থাকিত, তাহা হইলে, সংসৃষ্ট সোদর প্রথমে অধিকারী হইবে; পরে অসংসৃষ্ট থাকিলে, প্রথমে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়ের অধিকার; তদভাবে অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ও অসংসৃষ্ট সোদর উভয়ে তুল্যাধিকারী।

ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমে সোদরভ্রাতৃপুত্র প্রাপ্ত হয়। তদভাবে বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্রের অধিকারে আইসে।

সংসৃষ্ট অবস্থায় সোদরভ্রাতৃপুত্রমাত্র স্থলে, প্রথমে সংসৃষ্ট সোদরভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে অসংসৃষ্ট সোদরভ্রাতৃপুত্র প্রাপ্ত হইবে। বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্রমাত্রস্থলে প্রথমে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র গ্রহণ করিবে।

কিন্তু সোদরভ্রাতৃপুত্র অসংসৃষ্ট ও বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র সংসৃষ্ট থাকিলে, উভয়ের তুল্যাধিকার হইবে।

ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে ভ্রাতৃপৌত্র পাইবে। তাহাতেও সোদর ও বৈমাত্রেয়ক্রম এবং সংসর্গ ও অসংসর্গক্রম বুঝিতে হইবে।

তদভাবে পিতৃদৌহিত্র প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে সোদরভগিনীপুত্র প্রথমে গ্রহণ করিবে। তদভাবে বৈমাত্রেয়ভগিনীপুত্রের অধিকার হইবে।

তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতার সহোদর, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয়, তদভাবে পিতৃসোদরপুত্র, পিতৃবৈমাত্রেয়পুত্র, পিতৃসোদরপৌত্র ও পিতৃবৈমাত্রেয়-পৌত্র যথাক্রমে অধিকার করিবে। তদভাবে পিতামহদৌহিত্র গ্রহণ করিবে। তন্মধ্যে প্রথমে পিতার সোদরভগিনীপুত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয়ভগিনীপুত্র প্রাপ্ত হইবে।

পিতামহদৌহিত্র না থাকিলে, প্রপিতামহ গ্রহণ করিবেন। তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবে পিতামহসোদরভ্রাতা, তদভাবে পিতামহবৈমাত্রেয়ভ্রাতা, তদভাবে পিতামহসোদরভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে পিতামহবৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র তদভাবে পিতামহসোদরভ্রাতৃপৌত্র, তদভাবে পিতামহ-বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপৌত্র, তদভাবে প্রপিতামহদৌহিত্রের অধিকার হইয়া থাকে।

এতাবৎপর্য্যন্ত ধনিভোগ্য পিণ্ডদাতৃগণের অভাবে ধনিদেয়পিণ্ডদাতা মাতামহ ও মাতুল প্রভৃতির অধিকার। তন্মধ্যে প্রথমে মাতামহ পাইবেন। তদভাবে মাতুল, তদভাবে তৎপুত্র, তদভাবে তৎপৌত্র প্রাপ্ত হইবে।

ইহাদের অভাবে অধস্তন সকুল্য ও ধনিভোগ্য পিণ্ডলেপপ্রদাতা প্রতিপ্রণপ্তা প্রভৃতি পুরুষ ত্রয় অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপৌত্র, অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ও অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র ইহারা যথাক্রমে গ্রহণ করিবে।

তদভাবে ঊর্দ্ধতন সকুল্য ধনিদেয়-পিণ্ডলেপভোক্তা- বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকার হইয়া থাকে। তদভাবে তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রেরা যথাক্রমে অধিকার করিবে।

তদভাবে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্তের অধিকার। অথবা, জন্মনাম-স্মৃতিপর্য্যন্ত স্বকীয় বংশোৎপন্ন গ্রহণ করিবে।

ইহাদের অভাবে গুরু অধিকারী হইয়া থাকেন। গুরুর অভাবে শিষ্য, শিষ্যের অভাবে সতীর্থ, সতীর্থের অভাবে একগ্রামস্থ সগোত্র তদভাবে একগ্রামস্থ সমানপ্রবর, গ্রহণ করিবে।

ইহাদের অভাবে রাজা, ব্রাহ্মণ বর্জ্জিয়া আর সকল বর্ণের ধন লইবেন। ত্রৈবিদ্যাদিগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ধন অধিকার করিবেন।

বানপ্রস্থের ধনে তদীয় ধর্ম্মভ্রাতার অধিকার বর্তিয়া থাকে। যতির ধন সৎশিষ্য লইবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধন আচার্য্যের প্রাপ্য। এবং উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ধন পিতাদিরা গ্রহণ করিবেন ॥ ১৭৩ ॥

ইতি সংক্ষেপ সম্পূর্ণ।

অধুনা, সংসৃষ্ট ধনবিভাগ কীর্ত্তন করা যাইতেছে। মনু ও বিষ্ণু এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, পরস্পর বিভক্ত হইয়া, পরে একত্র অবস্থান করত, পুনর্ব্বার যদি বিভাগ করে, তাহা হইলে, সমান ভাগ করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ বলিয়া কোনরূপ তরতম হইতে পারিবে না।

এখানে সবর্ণ ভ্রাতৃসংসর্গ লক্ষ্য করিয়াই, সমানশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সবর্ণ ভ্রাতৃসংসর্গবিষয়েই এই বচন প্রযোজিত হইবে। নতুবা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সংসৃষ্টিপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে যেরূপ চারি, তিন, দুই ও এক ভাগ ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রকল্পিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ অন্যথা হইবে না বুঝিবে।

ফলতঃ, পূর্ব্বে যে জ্যেষ্ঠাংশ বিহিত হইয়াছে, তাহারই নিষেধার্থ সমানশব্দের প্রয়োগ।

এইজন্যই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে সকল ভ্রাতা বিভাগের পর সম্প্রীতিসহকারে একত্র অবস্থান করিয়া, পুনর্ব্বার বিভাগ বিধানে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের জ্যেষ্ঠতা হইবে না।

এই বচনে জ্যেষ্ঠাংশমাত্রেরই নিষেধ করিলেন। সমান ভাগের কোনপ্রকার ব্যবস্থাই করিলেন না।

বৃহস্পতি সংসৃষ্টীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, যে ব্যক্তি বিভক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার পিতা, বা ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক একত্র অবস্থিতি করে, তাহাকে সংসৃষ্ট বলা যায়।

বৃহস্পতির এই উক্তলক্ষণবিশিষ্ট ভিন্ন অপর ব্যক্তির সংসৃষ্টিজনিত বিশেষ গ্রাহ্য হইবে না তাহা হইলে, লক্ষণের সার্থক্য থাকে না। অন্যান্য বিশেষ, ভ্রাতার অধিকারপ্রকরণে বলা হইয়াছে। যথা, উপঘাতব্যতীত অর্জ্জিত ধন কেবল অর্জ্জকেরই প্রাপ্য, অন্যের নহে। এইরূপ অনুপঘাতে সংগৃহীত বিদ্যাধনও সমান বিদ্বান্ ও অধিক বিদ্বানের প্রাপ্য হইবে। আর, সাধারণ দ্রব্যের উপঘাতে অর্জ্জিত ধন সকলে ভাগ করিয়া লইবে। ইত্যাদি ব্যবস্থা তত্তৎস্থলে অনুসন্ধান করিয়া, গ্রহণ করিবে ॥ ১৭৫ ॥

ইতি সংসৃষ্ট ধনবিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, বিভাগকালে গোপনে রক্ষিত ও পশ্চাৎ অবগত ধনের বিভাগবিধি কীর্ত্তন করা যাইতেছে। যথা,

মনু বলিয়াছেন, সমুদায় ঋণ বা ধন যথাবিধি ভাগ করা হইলে, পশ্চাৎ যদি কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমাংশ করিয়া লইবে।

পূর্ব্বে যাহার যেরূপ ভাগ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার সমানেই ভাগ করিতে হইবে। অপহর্ত্তাকে অপহরণ জন্য অল্প ভাগ দিবে অথবা একবারেই ভাগ দিবে না, এরূপ করিতে নাই। ইহাই, সমাংশ করিয়া লইবে, এইরূপ বাক্যের অর্থ। অর্থাৎ উহাই প্রতিপাদন করিবার আশয়ে সমাংশশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। নতুবা, সেই অপহৃত দ্রব্যে সকলেরই সমভাগার্থ এই বচন নহে। কেননা, বিংশোদ্ধারাদি পূর্ব্বকথিত ভাগের বাধপক্ষে কোনরূপ হেতুই লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, সকলের সমান ভাগ বলিলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ সকলের চারি, তিন ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্বে যে ভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বিভক্তেরা অন্যোন্যাপহৃত দ্রব্য দেখিতে পাইলে, পুনরায় তাহা সমান ভাগ করিয়া লইবে। ইহাই ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা।

এখানে, সমানভাগশব্দে যাহার যেরূপ অংশ ন্যায়ানুসারে প্রাপ্য, সেই মতে ভাগ করিয়া লইবে।

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিভাগসময়ে যে দ্রব্য গোপন করিয়া রাখে, সে পুনরায় আগমন করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা সমান ভাগ করিয়া লইবে। ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহারও যদি মৃত্যু হয়, তাহার পুত্রেরা পাইবে।

ভৃগু বলিয়াছেন, যে দ্রব্য অন্যোন্য কর্ত্তৃক অপহৃত হয় এবং যাহার সম্যগ্‌রূপ বিভাগ হয় নাই, তাহা পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইলে, সমাংশে ভাগ করিয়া লইবে।

এই বচনে অসম্যগ্‌বিভক্ত দ্রব্যেরও পুনর্ভাগ দর্শন করাইলেন। কিন্তু, একবারই ভাগ হইয়া থাকে, এই বচন সম্যগবিভাগবিষয়েই প্রযোজিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পশ্চাৎ প্রাপ্ত, এই বাক্যাংশ দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল, পূর্ব্বে যাহার ভাগ হইয়াছে, পুনরায় তাহার ভাগ হইবে না।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বন্ধু কর্ত্তৃক কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে, রাজা বলপূর্ব্বক তাহা দেওয়াইতে পারেন না। আবার, অবিভক্ত বন্ধুরা যাহা ভোগ করে, রাজা তাহাও দেওয়াইবেন না।

বলপূর্ব্বক দেওয়াইতে পারেন না, ইহার অর্থ এই, সামাদি প্রকারে প্রদান করাইবেন।

যাহা ভোগ করে, অর্থাৎ অধিক ভোগ করে, তাহাও দেওয়াইবেন না ॥ ১৭৬ ॥

সাধারণের ধনের মধ্যে পরের ধনও আছে, সুতরাং, যাহা গোপন করিয়া রাখিলে চুরি করা হয়, এবং পাপ স্পর্শিয়া থাকে, যাহারা এইরূপ মতবাদ নির্দ্দেশ করে; তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে ব্যক্তি, ইহা পরের, এইরূপ বিশেষ জানিয়া, স্বত্বব্যতিরেকেও পরদ্রব্যে স্বত্ব আরোপিত করে, তাহাকেই চোর বলে; ইহা লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ। কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে ইহা পরের অথবা ইহা আমার, এইরূপ বিবেচনা করা সাধ্য নহে। কেননা, দ্রব্যের তখন ভাগ হয় নাই।

এই দ্রব্য আমার, ইহা বিশেষরূপ জানিয়া, পরের স্বত্বাস্পদীভূত করিবার জন্য সেই দ্রব্য-স্বামী তাহা ত্যাগ, এবং পরও ইহা আমার হইল, এইরূপ বিশেষ অবগত হইয়া, তাহাতে স্বত্ব স্বীকার করিলে, দান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ ধনে সেইরূপ বিশেষপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা না থাকাতে, দাতা কোনরূপেই তাহা দান করিতে পারে না। পুনশ্চ, এই দ্রব্য আমার নহে,

ইহা পরের, এইরূপ জানিলেই, চুরি করা হয়। সাধারণ ধনে ঐরূপ পরকীয় বোধ না থাকাতে, চৌর্য্যদোষ হইতে পারে না ॥ ১৭৭ ॥

এই বচনে অপহারশব্দ সঙ্গোপন অর্থেই প্রযোজিত হইয়াছে। সুতরাং, সঙ্গোপনশব্দে চুরি করা বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, অসঙ্গুপ্ত অর্থাৎ প্রকাশ্য গ্রহণে চৌর্য্যশব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, প্রচ্ছন্নই হউক, আর প্রকাশ্যই হউক, নিশাতেই হউক, আর দিবাতেই বা হউক, পরের দ্রব্য হরণ করিলে, চৌর্য্যশব্দে বাচিত হইয়া থাকে।

এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজা বলপূর্ব্বক দেওয়াইবেন না। চুরি করিলেই, চোরকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইয়া বিবিধ যাতনা প্রদান সহকারে নিপাতিত করিবে, এই বচনানুসারে সামাদি সহায়ে প্রদান করান দূরে থাক, তাহার বিনাশ করাই কর্ত্তব্য।

মুনিগণ যখন সাধারণ ধনের অপহর্ত্তাকেও বিভাগ দান করিবে বলিয়া বিধি দিয়াছেন, তখন উল্লিখিত মীমাংসাই অনুভববলে অবধারিত হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥

বিশ্বরূপনামক পণ্ডিতও এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তস্করদোষ হইতে পারে না। কেননা, অপহর্ত্তাকে ভাগ করিয়া দিবে, ইত্যাদি বচনবলে স্বেয়ধাত্বর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বিশ্বরূপের ইহাই অভিপ্রায়।

এইজন্য, প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে জিতেন্দ্রিয়নামক পণ্ডিত বলিয়াছেন, যদি পরকীয় স্বর্ণ লৌহ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে অথবা যদি সুবর্ণবুদ্ধিতে পিত্তল প্রভৃতি লইয়া থাকে, অথবা যদি আত্মদ্রব্যের সদৃশ পরকীয় দ্রব্য আত্মীয় বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, তাহা হইলে, অপহার নিষ্পন্ন হয় না। কেননা, তত্তৎ স্থলে তত্তৎ দ্রব্য পরের বলিয়া জ্ঞান থাকে না। প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। বিভাগের পূর্ব্বে বিভাগ দ্বারা যাহার প্রকাশ হইয়া থাকে, তাদৃশ একদেশ-বিশেষগত পরকীয় স্বত্বের পরিজ্ঞান না হওয়াতে, এস্থলে তস্করত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর, তস্করত্ব সিদ্ধ হইলেও, অপহর্ত্তাকে যখন ভাগ দিবার বচন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন চৌর্য্যদোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্যথা, সুবর্ণাদির অপহার করিলে, পতিত হইতে হয়। পতিতের ভাগপ্রাপ্তি শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। তজ্জন্য সে ভাগ পাইবে না ॥ ১৭৯ ॥

যদি বল, পাতিত্যজনক সুবর্ণাপহারেও সুবর্ণচোরকে ভাগ দিতে হইবে, এরূপ কোন বিশেষ বচন নাই। সুতরাং, উল্লিখিত ভাগ দিবার বিধিটী সুবর্ণ ভিন্ন অন্য দ্রব্য বিষয়েই প্রযোজিত হইবে।

ইহার উত্তর এই, যদি ঐরূপ বলা যায়, তাহা হইলে, সুবর্ণাদির অপহরণনিষেধটী অসাধারণ পরকীয়মাত্র দ্রব্য বিষয়েই প্রযোজিত হউক না কেন? যদি বল, এবিষয়ে প্রমাণ কি? তাহা বলিতেছি। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পরদ্রব্যহরণকেই চৌর্য্য বলে।

এখানে, পরশব্দে আত্মীয় ভিন্ন পরকীয়ত্বের প্রতীতি হইতেছে। কেননা, সাধারণ ও অসাধারণ উভয়ের মধ্যে, অসাধারণেরই আশু প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, পৌর্ণমাসী কর্ত্তব্য অগ্নিষোমীয় যাগসম্বন্ধী হবিঃ দ্বিবিধ; পুরোডাশরূপ ও আজ্যরূপ। তন্মধ্যে পুরোডাশরূপ হবি অসাধারণ। কেননা অগ্নীষোম যাগেই ব্যবহৃত হয়। আর অগ্নিষোমীয় ও উপাংশু যাগ এই উভয় যাগে ব্যবহৃত হওয়াতেই, আজ্যরূপ হবি সাধারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইষ্টিবিশেষে, ইষ্টিপূর্ব্ব এই পৌর্ণমাস হবিঃ এইরূপ বলিলে, ইষ্টির উত্তরাংশ কর্ত্তব্যতারূপ উৎকর্ষ বিহিত হইয়া থাকে। এই উৎকর্ষ পুরোডাশেরই। কেননা উহা অসাধারণ। পৌর্ণমাসশব্দযোগে শীঘ্রই উহার প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ। তথাচ, পরমাত্রস্বত্বাশ্রয় দ্রব্য অপহরণ করিলেই শাস্ত্রে তাহাকে চুরি করা বলিয়াছেন। অসা

ধারণ দ্রব্যের অপহরণ করিলে, চুরি করা হয় না। এই কারণে সাধারণ দ্রব্যের অপহ্নবে লোকব্যবহারে কোনরূপ বিশেষ প্রমাণপ্রয়োগ নাই॥ ১৮০॥

বালকনামক পণ্ডিত বলিয়াছেন, মুদ্গের অভাবে মাষকলায় তাহার প্রতিনিধি রূপে যজ্ঞে প্রয়োগ করিলে, মাষকলায় কখন যজ্ঞে দিবে না, এই বিধি অনুসারে মাষকলায় যেমন নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরদ্রব্য লইবে না, এই নিষেধবিধিটি পরকীয় ও আত্মীয় অর্থাৎ সাধারণ ও অসাধারণ সর্ব্ববিধ দ্রব্যমাত্রের অপহারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে॥ ১৮১॥

বালকের এই মতবাদ সর্ব্বথা বালকেরই কথা। কেননা, পূর্ব্বোক্ত পরকীয়মাত্রদ্রব্যাপহরণরূপ চৌর্য্যলক্ষণ সাধারণ বস্তুর অপহরণপ্রসঙ্গে কোন রূপেই প্রয়োজিত হইতে পারে না। আর, পূর্ব্বোক্ত মাষকলায়ের প্রতিনিধিকরণদৃষ্টান্তও এস্থলে প্রযোজিত হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। কেননা, মাষকলায় কখনই মুগের প্রতিনিধিই হইতে পারে না॥ ১৮২॥

ইতি পরম্পরাপহৃত বিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, বৃত্তবিভাগসন্দেহ অর্থাৎ বিভাগ হইয়াছে, কি, না, এইরূপ সন্দেহ হইলে, যেরূপে তাহার নির্ণয় করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

নারদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বিভাগ হইয়াছে, কি, না, দায়াদগণের এইরূপ সন্দেহ জন্মিলে, জ্ঞাতিগণ, ভাগলেখ্য অর্থাৎ বণ্টনের দলিল এবং পৃথক্ আকারে যজ্ঞাদি কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার নির্ণয় করিবে।

জ্ঞাতিসত্ত্বে অন্য সাক্ষী গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই এখানে জ্ঞাতিগণের কীর্ত্তন করিলেন।

এই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বিভাগ গোপন করিলে, জ্ঞাতি, বন্ধু, অন্য সাক্ষী লেখ্য, এবং পৃথক পৃথক্ গৃহ ও ক্ষেত্র দ্বারা বিভাগ নির্ণয় করিতে হইবে।

এখানে প্রথমে জ্ঞাতি অর্থাৎ সপিণ্ডী সাক্ষী, তদভাবে বন্ধু অর্থাৎ সম্পর্কীয় সাক্ষী এবং তদভাবে উদাসীনগণও সাক্ষী হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। ইহারা সকলেই সমান রূপে সাক্ষী হইবে, বলিলে, ইহাদের প্রত্যেকের নাম পৃথক্ আকারে নির্দ্দেশ করায় কোন ইষ্টাপত্তিই থাকে না; একমাত্র সাক্ষী শব্দ গ্রহণ করিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত।

এইজন্য, শঙ্খ বলিয়াছেন, দায়াদের ধনবিভাগে সন্দেহ জন্মিলে, গোত্রজেরা যদি তাহা না জানে, তাহা হইলে, কুল সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে।

এখানে গোত্রজশব্দের অর্থ জ্ঞাতি এবং কুলশব্দে বন্ধু। তদ্ভিন্ন, সম্পর্কীয় বা অনাত্মীয় ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে না। বন্ধুরা পরিজ্ঞাত না হইলে, অন্য অর্থাৎ অসম্পর্কীয়েরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইজন্যই, নারদ জ্ঞাতিদিগকে প্রধান সাক্ষীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গোত্রজশব্দের পরিবর্ত্তে, জ্ঞাতৃ, এই পাঠ সঙ্গত নহে॥ ১৮৩॥

এইরূপ, বণ্টনপত্র দ্বারাও বিভাগের নির্ণয় হইয়া থাকে। এই বণ্টনপত্র বা ভাগনামা সাক্ষী অপেক্ষাও বলবৎ, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

যজ্ঞাদি পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাও ঐরূপ বিভাগনির্ণয় হইয়া থাকে। তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, দান, গ্রহণ, পশু, অন্ন, গৃহ, ক্ষেত্র, দাস দাসী প্রভৃতি পরিকর, পাককার্য্য, ক্রিয়াদি ও ব্যয় এই সকল, বিভক্তগণের পৃথক্ হইয়া থাকে এবং বিভক্ত ভ্রাতারাই পরস্পরের সাক্ষ্য ও প্রতিভূ এবং পরস্পর আদান প্রদানে প্রবৃত্ত হয়; অবিভক্তেরা নহে। যাহারা

আপনাদের ধন হইতে এই সকল কার্য্য করে, তাহাদিগকেই বিভক্ত বলিয়া থাকে। এরূপ স্থলে বণ্টনপত্র না থাকিলেও, চলে।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, সাহস, স্থাবর সম্পত্তি, গচ্ছিত ধন, এবং পূর্ব্বকৃত বিভাগ, এই সকলের কোনরূপ পত্র অর্থাৎ লেখ্য বা সাক্ষী না থাকিলে, কেবল অনুমান দ্বারা জানিতে হইবে।

ইহার মধ্যে, বলবত্তাপ্রযুক্ত চেষ্টাবিশেষ, তাড়নচিহ্ন ও হোঢ় অর্থাৎ হৃতদ্রব্য বা বমাল, এই সকল দ্বারা সাহসের অনুমান হয়। এইরূপ, পৃথক্ রূপে ভোগ দ্বারা স্বস্বামিক স্থাবর-সম্পত্তির এবং পৃথক্ গৃহ ও ক্ষেত্রাদি দ্বারা বিভাগের অনুমান হইয়া থাকে। আর, যাহাদের আয় ব্যয় পরস্পর পৃথক্ এবং যাহারা পরস্পর পৃথক্ রূপে কুসীদ গ্রহণ ও বাণিজ্য করিয়া থাকে, তাহারা বিভক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবার বিষয় নাই॥ ১৮৪॥

এক ভ্রাতা গৃহ ও ক্ষেত্রাদি দান করে, অপর ভ্রাতা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পরস্পরের আয় ব্যয় ও স্থিতি পৃথক্ পৃথক্; তথা, এক ভ্রাতা ঋণাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া, অপরকে সাক্ষী বা প্রতিভূ করিয়া থাকে; অথবা, পরস্পর ঋণাদি ব্যবহারের অনুষ্ঠান করে; এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ক্রয় করিয়া, বাণিজ্যার্থ অপর ভ্রাতার নিকট তাহা বিক্রয় করে, ইত্যাদি বিধানে এক একটী কার্য্য পরস্পরবিভক্ত ভ্রাতাগণের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য দ্বারা ধীমান্ ব্যক্তিগণ বিভাগের অনুমান করিবেন।

যাহাদের এই সকল ক্রিয়া, ইত্যাদি বাক্যে, এই সকল শব্দ দ্বারা বহুসংখ্যায় গ্রহণ হইলেও, সমুদায় মিলিয়াই যে অনুমানের হেতু হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেননা, ঐ সকল বচন ব্যাপ্তিমূলক। এই কারণে একৈক ব্যবহার সত্ত্বেও, ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিশেষ নাই, বলিয়া, প্রত্যেকেরই বিভাগব্যাপ্যতা বশতঃ, প্রত্যেকেই বিভাগরূপ ব্যাপকের অনুমান পক্ষে সাধন হইয়া থাকে, মিলিত রূপে নহে।

পত্র ও সাক্ষী না থাকিলে, ইত্যাদি বচন দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল, পত্র ও সাক্ষীর অভাবে অনুমানের অনুসরণ করিবে॥ ১৮৫॥

শ্রীকরাচার্য্য প্রভৃতির প্রতি গৌরব বশতঃ যাহারা দায়ভাগের প্রকৃত মর্ম্মবোধে কোনমতেই সমর্থ নহে, তাহা দর মনোরঞ্জন করা আমার এই গ্রন্থের সাধ্য নহে। তবে, যাঁহাদের বুদ্ধি প্রমাণমাত্রের পরতন্ত্র, সেই মন্বাদি মুনিগণের প্রযোজিত বচন সকলের বিরোধপরিহার জন্যই আমার এই প্রযত্ন।

প্রাচীন নিবন্ধকারগণ নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করাতে, যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার অপনোদনার্থ জীমূতবাহনের কৃত এই প্রকরণ ধ্যান করিবে।

পরিভদ্রবংশে উদ্ভূত শ্রীমান্ জীমূতবাহন বিদ্বান্‌বর্গের সন্দেহসমুচ্ছেদার্থ এই দায়ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ।